উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা ২০ পাতা 24 September 2023 Sunday Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

PM GatiShakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity | Azadi Ka Amrit Mahotsav | G20 ভারত 2023 INDIA | Indian Railways

দেশবাসীর জন্য উপহার

একসঙ্গে ৯টি বন্দে ভারত ট্রেন

০১ বিজয়ওয়াড়া-চেন্নাই
০২ তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই
০৩ কাসারগড়-তিরুভনন্তপুরম
০৪ জামনগর-আহমেদাবাদ
০৫ হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু
০৬ উদয়পুর-জয়পুর
০৭ রৌরকেল্লা-পুরী

পশ্চিমবঙ্গকে একত্রে ২টি বন্দে ভারত উপহার

রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন

যাত্রার শুভ সূচনা

সুবিধা

- রাঁচি-হাওড়া এবং পাটনা-হাওড়া রুটে ইতিমধ্যে চলাচল করা সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেনের থেকেও ৬০ মিনিট আগে পৌঁছবে
- ঝাড়খন্ড এবং বিহারের মুখ্য ও বড় শহরগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগের দ্রুততম মাধ্যম
- পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধি

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী
দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

রবিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটে

সময়-সারণী - রাঁচি-হাওড়া

রাঁচি-হাওড়া	↓ স্টেশন	↑ হাওড়া-রাঁচি
ছা. ০৫.১৫	রাঁচি	পৌঁ. ২২.৫০
০৬.১৫/০৬.১৭	মুরি	২১.৩৮/২১.৪০
০৬.৩৯/০৬.৪০	কোটশিলা	২১.১৪/২১.১৫
০৭.১৫/০৭.১৭	পুরুলিয়া	২০.৩৩/২০.৩৫
০৭.৫৬/০৭.৫৭	চান্ডিল	১৯.৫৪/১৯.৫৫
০৮.৪০/০৮.৪৫	টাটানগর	১৯.০৫/১৯.১০
১০.৩০/১০.৩২	খড়গপুর	১৭.১৮/১৭.২০
পৌঁ. ১২.২০	হাওড়া	ছা. ১৫.৪৫

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

- স্বদেশে তৈরি বন্দে ভারত ট্রেন সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিমি গতিতে চলতে পারে
- প্রতিটি আসনের নিচে চার্জিং পয়েন্ট ব্যবহারে আরো সুবিধা এবং আসন ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানোর ব্যবস্থা সহ রিক্লাইনেশন অ্যাঙ্গল বৃদ্ধির সুবিধা
- আসনের হাতলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য ব্রেল হরফে সিট নম্বর এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিশেষ শৌচালয়ের ব্যবস্থা
- বিশেষ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ইউ ভি ল্যাম্প দ্বারা সুসজ্জিত, বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা এবং বাতাস পরিষ্কার রাখতে সুনিয়ন্ত্রিত এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা
- কবচ (ট্রেন কলিশন অ্যাভয়ড্যান্স সিস্টেম) সমৃদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা
- প্রতিটি কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ইনফোটেনমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে
- এরোসল-ভিত্তিক উন্নতমানের অগ্নি-প্রতিরোধক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

সময়-সারণী - পাটনা-হাওড়া

পাটনা-হাওড়া	↓ স্টেশন	↑ হাওড়া-পাটনা
ছা. ০৮.০০	পাটনা	পৌঁ. ২২.৪০
০৮.১২/০৮.১৪	পাটনা সাহিব	২১.৫৫/২১.৫৭
০৮.৫৮/০৯.০০	মোকামা	২১.০৫/২১.০৭
০৯.২০/০৯.২২	লক্ষ্মীসরাই	২০.৪০/২০.৪২
১০.৫৩/১০.৫৫	জসিডি	১৯.১১/১৯.১৩
১১.৪৪/১১.৪৬	জামতারা	১৮.২৭/১৮.২৯
১২.১৫/১২.১৮	আসানসোল	১৭.৫৩/১৭.৫৬
১২.৩৯/১২.৪১	দুর্গাপুর	১৭.২৮/১৭.৩০
পৌঁ. ১৪.৩৫	হাওড়া	ছা. ১৫.৫০

DD News ডিডি নিউজ চ্যানেলে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

ভারতীয় রেল

/RailMinIndia আমাদের অনুসরণ করুন

সৃষ্টিরহস্যের খোঁজে বিজ্ঞানীরা

গ্রহাণু থেকে আসছে নমুনা

মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর ভেসে ওঠে, পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বিশালাকার গ্রহাণু কিংবা পৃথিবীর কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে গ্রহাণু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয় না। কিন্তু চাঁদ বা অন্য গ্রহের মতোই এই গ্রহাণু নিয়েও বিজ্ঞানীদের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। কারণ সেগুলি থেকেই মিলতে পারে আমাদের সৃষ্টির রহস্যের উত্তর। এতদিন সেগুলির ওপর নজরদারি চালিয়েই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার গ্রহাণু থেকেই নমুনা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে নাসা। এমন এক গ্রহাণু, যাকে সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে ধরা হয়। যার সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গ্রহাণুটির নাম ১০১৯৫৫ বেন্নু।

প্রায় সাত বছর আগে মহাকাশে অসিরিস-রেক্স (OSIRIS-Rex) নামে একটি মহাকাশযান পাঠায় নাসা। উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে প্রায় ৮ কোটি ৯ লক্ষ কিমি দূরের বেন্নু থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনা। সেই কাজে সফল হয়েছে অসিরিস-রেক্স। পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ কিমিরও বেশি দূরত্বে থাকার সময় এই মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসবে নমুনা বহনকারী একটি ক্যাপসুল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির গতিবেগ হবে রাইফেলের গুলির গতিবেগের থেকে ১৫ গুণ বেশি। ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে ওই ক্যাপসুল বেন্নুর নমুনা নিয়ে আমেরিকায় ইউটায় মরুভূমিতে অবতরণ করবে। আর এই অবতরণ যদি সফল হয় তাহলে মহাকাশচর্চার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও গ্রহাণু থেকে নমুনা সংগ্রহের নজির তৈরি হবে।

তবে পৃথিবীতে ফেরার আগেই অসিরিস-রেক্স মিশন গ্রহাণু সম্পর্কে বিপ্লবীদের ধারণা বদলে দিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগে টেলিস্কোপের সাহায্যে ৫১০ মিটার চওড়া বেন্নুকে দেখে কঠিন বস্তু ছাড়া কিছুই মনে হয়নি তাঁদের। তবে এখন তাঁরা জানতে পারছেন, গ্রহাণু মানে শুধু মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো বিরাট আকারের পাথর নয়। ভূতত্ত্ব বিচার করলে দেখা যাবে তাদের গঠন অত্যন্ত জটিল। অসিরিস-রেক্স মিশনের রেগোলিথ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান বিজ্ঞানী কেভিন ওয়াশের মতে, বেন্নু আলগা নুড়ি এবং ছিদ্রযুক্ত কম ঘনত্বের পাথরে তৈরি, এবং এর পরিবেশ রুক্ষ বললেও কম বলা হয়, কার্যত 'নরক'।

কিন্তু এত কাণ্ড কীসের জন্য? এত সেই কিছু আদি অনন্তকালের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য। কীভাবে পৃথিবী গঠন হল এবং কেন এটি বসবাসের যোগ্য? সমুদ্রে জল কোথা থেকে এল, বায়ু কোথা থেকে এল এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রাণ তৈরির জন্য বিভিন্ন জৈব কণা কোথা থেকে পৃথিবীতে এল?-এসবেরই উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা। মনে করা হচ্ছে, বেন্নুতে জলের উপস্থিতি রয়েছে, এবং তা এর ভরের প্রায় ১০ শতাংশ। এছাড়া রয়েছে ৫ থেকে ১০ শতাংশ কার্বন। আর দুটিই পৃথিবীতে প্রাণ তৈরিতে ভূমিকা নিয়েছিল।

এই মিশনের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর দান্তে লরেত্তার বক্তব্য, 'যখন বেন্নু থেকে ২৫০ গ্রাম নমুনা আমরা হাতে পাব, আমরা সবার আগে সেখানে খোঁজ করব যে এমন কোনও পদার্থ সেখানে আছে কি না, যার পৃথিবী তৈরি হওয়ার আগে অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আমাদের সৌরজগৎ তৈরি হওয়ার আগের কোনও পদার্থও সেখানে পাওয়া যায় কি না, তারও খোঁজ চালানো হবে।' এমনকি গ্রহাণুর নমুনা সৌরজগতের ইতিহাস সম্পর্কেও আরও তথ্য দিতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে বেন্নুর পাশাপাশি অসিরিস-রেক্স মিশনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ২০১৬ সালে এই স্যাম্পল রিটার্ন মিশনের সূচনা হয়। ওই বছর ৮ সেপ্টেম্বর মহাকাশে উড়ে যায় অসিরিস-রেক্স। প্রায় এক বছর পৃথিবীর সঙ্গেই সূর্যের চারদিকে ঘোরে সেটি। তারপর পৃথিবীর টান কাটিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। তারও এক বছর পর ২০১৮ সালে বেন্নুর কাছে পৌঁছায় অসিরিস-রেক্স। দু'বছর ধরে গ্রহাণুর চারদিকে ঘুরে নানা পরীক্ষা চালায় সেটি। এরপর ২০২০ সালের অক্টোবরে বেন্নুর পৃষ্ঠদেশে নামে। ছোট্ট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেন্নুর পৃষ্ঠদেশের সামান্য নীচ থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় অসিরিস-রেক্স।

তবে পুরো মিশনটি সম্পূর্ণ মসৃণভাবে হয়নি। ২০১৮ সালে যখন অসিরিস বেন্নুর কাছে পৌঁছায়, তখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু চলছে না। লরেত্তার কথা অনুযায়ী, তাঁরা গ্রহাণুর পৃষ্ঠতল যেমন হবে ভেবেছিলেন, বাস্তবে দেখা যায়, তা একদমই আলাদা। সেজন্য মহাকাশযানটিকে গ্রহাণুর পৃষ্ঠে অবতরণ করাতে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। এছাড়া নমুনা সংগ্রহের জন্য যে স্যাম্পলার ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটির ঢাকনা খুলে যাওয়ায় বেশ কিছু নমুনা পড়েও যায়। তবে যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তাও যথেষ্টই বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এখন ক্যাপসুলটি ভালোয় ভালোয় পৃথিবীর মাটিতে অবতরণের অপেক্ষায় তাঁরা।

আরেকটা শেষ কথা, বেন্নুর সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি প্রথমে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও এত কম যে চিন্তা করার কারণ নেই। আজ থেকে দেড়শো বছর পর এমন একটা সম্ভাবনা তৈরি হলেও হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকুন।

মানুষের সঙ্গে হাঁটছে যন্ত্র কুকুর। এশিয়ান গেমস উপলক্ষ্যে হাংঝৌয়ে 'ডিপ রোবটিকস'-এর এক্স৩০ রোবটের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। -এএফপি

সাপের বিষে ক্ষতের নিরাময়

আইআইটি যোধপুরের বাঙালি গবেষকদের আবিষ্কার

অস্ত্রের আঘাতে কেটে যাচ্ছে শরীর। বেরিয়ে আসছে রক্ত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নিজে থেকেই জুড়ে যাচ্ছে ক্ষতস্থান। না, সিনেমা বা কল্পবিজ্ঞানের গল্পে এমনটা দেখা গেলেও বাস্তবে এমনটা এখনও সম্ভব করে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবে সঙ্গে সঙ্গে না হলেও আরও দ্রুত কীভাবে ক্ষত নিরাময় করা যায়, তার একটা পথ দেখিয়েছেন একঝাঁক বাঙালি গবেষক। আর এই কাজে তাঁরা ব্যবহার করেছেন, এমন এক জিনিস যার কথা শুনলে অনেকে শিউরে ওঠেন। সাপের বিষ। কার্যত বিষে বিষে বিষক্ষয় করার পথেই এগিয়েছেন আইআইটি যোধপুরের গবেষকরা।

তাঁরা সাপের বিষ থেকে একটি জীবাণুরোধী পেপটাইড তৈরি করেছেন, যা দ্রুত ক্ষত সারিয়ে ফেলতে সক্ষম। এই পেপটাইডটির নাম দেওয়া হয়েছে SP1V3_1। শুধু তাই নয়, এই পেপটাইডের সাহায্যে কোনও অস্ত্রোপচারের পর যদি সংক্রমণ ঘটে, সেই সংক্রমণও কমানো যেতে পারে। ই কোলাই, পি এরুজিনোসা, কে নিউমোনাই বা এমআরএসএ-র মতো আমাদের পরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী এই পেপটাইড।

আইআইটি যোধপুরের বায়োসায়েন্স অ্যান্ড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড স্মার্ট হেলথকেয়ার বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুরজিৎ ঘোষ জানান, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সাপের বিষের জীবাণু প্রতিরোধী ক্ষমতাকে নষ্ট না করে বিষক্রিয়ার প্রভাবকে কমিয়ে দেওয়া। তাঁরা সেই লক্ষ্যে সফল হয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁরা সাপের বিষের বিশেষ কিছু রাসায়নিক রদবদল ঘটান। ফলে যে পেপটাইড তৈরি হয়েছে, তাতে সাপের বিষের 'বিষ' নেই। এর ফলে নতুন যে 'ওষুধ'টি তৈরি হয়েছে, তা ব্যাকটিরিয়া সেলের ভিতর সহজে ঢুকে গিয়ে তা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

ডঃ সুরজিৎ ঘোষ ছাড়াও এই গবেষকদলে কাজ করেছেন ডঃ সাম্য সেন, ডঃ মৌমিতা যশ, সত্যজিৎ ঘোষ, রাজশেখর রায়, নবনীতা মুখোপাধ্যায়, ডঃ জয়িতা সরকার সহ আরও অনেকে। তাঁদের এই গবেষণার কথা সম্প্রতি মেডিকেল কেমিস্ট্রি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এই নতুন পেপটাইডের জন্য প্রাথমিকভাবে পেটেন্টও নিয়েছেন তাঁরা। সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড (এসইআরবি) এবং আইআইটি যোধপুরের সাসটেনেবল আন্ত্রাপ্রেনরশিপ অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট (সিড)-এর অর্থানুকূল্যে এই গবেষণা চালানো হয়।

সুরজিতের কথায়, সময়ের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মনেই আশঙ্কা তৈরি করেছে। তাই কীভাবে অন্য পদ্ধতিতে ব্যাকটিরিয়াকে নষ্ট করা যায়, তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক জীবাণুরোধী পেপটাইডের আলাদা আলাদা গঠন ও শক্তিশালী ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসকারী ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সেই পেপটাইডের ভূমিকা খুব সীমিত। তাঁরা যে পেপটাইডটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেটি স্ক্রুয়ের মতো আকারে ব্যাকটিরিয়ার পর্দা ভেদ করতে পারছে।

আইআইটি যোধপুরে যে গবেষণা হয়েছে, তাতে মূলত দুটি দিক দেখা হয়েছে। প্রথম হল, পেপটাইডের মেমব্রানোলাইটিক ক্ষমতা কতটা তা দেখা। এর অর্থ হল, পেপটাইডে নির্দিষ্ট কোনও চরিত্র না থাকা, যাতে ব্যাকটিরিয়া কিছুদিন পর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে না পারে। আর দ্বিতীয়ত, এই পেপটাইডকে জীবাণুনাশক তরল কিংবা মলম হিসেবে এককভাবে বা অন্য কোনও ওষুধের সঙ্গে ক্ষতস্থান নিরাময়ে ব্যবহার করা যায় কি না। প্রাথমিকভাবে গবেষকরা জানিয়েছেন, এটিকে ইনজেকশনের সাহায্যে বা খাবার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া অ্যারোসল স্প্রে হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সবটাই সম্ভব হবে এটি মেডিকেল ট্রায়ালে পাশ হওয়ার পর।

আদিম মানব কি ঘর বানাতে পারত?

প্রশ্ন তুলল দুটি কাঠের টুকরো

আদিম মানব। বললেই যেন সেই স্কুলে পড়া বইয়ের পাতাগুলো চোখের সামনে চলে আসে। আদিম মানব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত, আশ্রয় বলতে ছিল গুহা, পাথরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত- এইসব তথ্যই মনে পড়ে যায়। কিন্তু সম্প্রতি লিভারপুল ইউনিভার্সিটি ও অ্যাবারিসটুইথ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে এক আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে এতদিনের বহু ধারণাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, আদিম মানব আজ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগেই কাঠের কাঠামো তৈরি করতে শিখে গিয়েছিল। যা এতদিন ধারণা করা হত, তার থেকে বহু বহু বছর আগে। প্রস্তরযুগে মানুষ ভবঘুরের জীবনযাপন করত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল বলেও যে তত্ত্ব চলে আসছিল, তাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে নতুন এক আবিষ্কার। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি ঘর তৈরি করতেও শিখে গিয়েছিল মানুষ?

কিন্তু কী এমন আবিষ্কার? সম্প্রতি দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জাম্বিয়ার কালাম্বো জলপ্রপাতের কাছে খুঁজে পেয়েছেন, দুটি কাঠের জোড়া কিছুটা অংশ, যা প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে কোনও কাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিল আদিম মানব এবং সেই কাঠকে আগে পাথরের সাহায্যে নির্দিষ্ট আকারও দেওয়া হয়েছিল। কালাম্বো জলপ্রপাতের আশপাশের এলাকা এমনিতেই প্রত্নতত্ত্বের খনি। এর আগেও প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এবার খুঁজে পাওয়া নিদর্শন সবচেয়ে আলাদা, কারণ এত প্রাচীন কাঠের টুকরো প্রকৃতিতে প্রায় পাওয়াই যায় না। কাঠের টুকরোগুলিকে পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, সেগুলি অন্তত ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার বছর পুরোনো। কাঠ পুরোনো হলে পচে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে কাঠের টুকরোটি প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে।

বিশেষজ্ঞরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, কাঠের গায়ে পাথরের সরঞ্জামের চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে আদিম মানব দুটি কাঠকে প্রয়োজনমতো আকার দিয়ে জুড়ে নিয়েছিল। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রমাণ, যেখানে মানুষ দুটি কাঠকে জোড়ার জন্য নিজের মনমতো করে আজকের দিনের মতোই কেটে, চেঁছে নিয়েছিল।

এই আবিষ্কারের কথা নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা মনে করছেন, কালাম্বো নদীর তীর বরাবর প্রস্তর যুগে আদিম মানব স্থায়ীভাবে বসবাস করত। কারণ একদিকে নদীর জল অন্যদিকে জঙ্গলে প্রচুর খাবারও মিলত। আর স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণেই তাদের কাঠামো তৈরির প্রয়োজন পড়েছিল। যে দুটি কাঠের অংশ পাওয়া গিয়েছে তা বর্তমান সময়ের ওয়াকওয়ে বা পাটাতনের মতো কোনও কিছুর অংশ বলে মনে করছেন গবেষকরা। তাঁদের মতে, কাঠগুলি প্রমাণ করে দিচ্ছে প্রস্তর যুগের মতো রুক্ষ পৃথিবীতেও মানুষ পরিবেশের সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে নিত ও তাদের প্রয়োজন অনুসারে কোনও

কাঠামোও তৈরি করে নিতে পারত। যতটা ভাবা হত, তার থেকেও মানুষ উন্নত ছিল।

লিভারপুল ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি, ক্লাসিকস ও ইজিপ্টোলজি বিভাগের অধ্যাপক এবং 'ডিপ রুটস অফ হিউম্যানিটি' নামে এই গবেষণার প্রধান ল্যারি বারহামের কথায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষ নিয়ে যা ভাবতাম, এই আবিষ্কার তা বদলে দেবে। প্রস্তর যুগের কথা ভুলে যান। দেখুন তখনকার মানুষ কী করেছে। তারা নিজেদের বুদ্ধি, কল্পনা ও দক্ষতা দিয়ে এমন একটা জিনিস বানিয়েছিল, যা তারা আগে কোনওদিন দেখেনি, যা আগে কোনওদিন ছিল না।'

তাঁর মতে, 'আদিম মানব তাদের আশপাশের সবকিছু বদলে ফেলেছিল, তাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে। যদি ধরেও নিই, তারা একটা পাটাতন তৈরি করে তাতে বসে রোজকার কাজ করত, তাহলেও সেটা আমরা যা ভাবতাম, তার থেকে অনেক বেশি।'

স্পেস স্টেশনকে কক্ষচ্যুত করতে নতুন রকেট

বয়স হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের (আইএসএস)। তাই এটিকে কক্ষপথ থেকে নামিয়ে আনার জন্য চিন্তাভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আইএসএসকে কক্ষচ্যুত (ডিঅরবিট) করার জন্য এবার বিশেষ রকেট তৈরির চিন্তাভাবনা করছে নাসা। ইতিমধ্যেই ইউএস ডিঅরবিট ভেহিকল (ইউএসডিভি) নামে ওই রকেট তৈরির জন্য নাসার তরফে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। নিরাপদে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে আইএসএসকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করবে এই ইউএসডিভি।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পাশাপাশি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি, জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি, কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং রাশিয়ার রসকসমস একসঙ্গে তৈরি করেছিল আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন। ১৯৯৮ সালে এটি মহাকাশে পাঠানোর পর ২০০০ সাল থেকে ক্রমাগত এটি ব্যবহার হয়ে চলেছে। পর্যায়ক্রমে সেখানে মহাকাশচারীরা বসবাস করেন। ২০৩০ সাল পর্যন্ত আইএসএস তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

তারপরে সাড়ে চার লক্ষ কেজি ওজনের এই স্টেশনটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাটাই চ্যালেঞ্জ মহাকাশ সংস্থাগুলির কাছে। কারণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইএসএসের যন্ত্রাংশ জনবহুল জায়গায় এসে পড়লে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাই এটিকে কক্ষচ্যুত করার জন্য পাঁচটি মহাকাশ সংস্থাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

এর আগে রসকসমসের একাধিক রকেট পাঠিয়ে আইএসএসকে কক্ষচ্যুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে হিসেবনিকেশ করে দেখা যায় একটি রকেটের নিখুঁত ক্ষমতার সাহায্যে স্পেস স্টেশনকে কক্ষচ্যুত করা সম্ভব। তারপরই নাসার ইউএসডিভি প্রোজেক্টের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। তবে এই নতুন রকেটকে একেবারে নতুন করে বানানো হবে নাকি বর্তমান কোনও রকেটকেই পরিবর্তন করে তৈরি করা হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে যেটাই করা হোক, এই রকেটকে প্রথমবারেই সফল হতে হবে। তবে এত বড় জটিল কাজকে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কয়েক বছর সময় লাগতে পারে বলে নাসা সূত্রে খবর।

তিনবারের চেষ্টায় মঙ্গলের শৈলশিরায় পা কিউরিওসিটির

এক দশক ধরে মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাসার কিউরিওসিটি রোভার। যা আমাদের প্রতিবেশী গ্রহে জল ও প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে যাচ্ছে। এবার এই রোভার আক্ষরিক অর্থেই নতুন 'উচ্চতা'য় উঠল। কারণ সম্প্রতি কিউরিওসিটি মঙ্গলের গেডিস ভ্যালিস রিজ বা শৈলশিরায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই বিশেষ ধরনের ভূমিরূপের কাছে যেতে পারার ফলে মঙ্গলের জলের উপস্থিতির ইতিহাস সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য মিলবে বলে যথেষ্ট আশাবাদী নাসার বিজ্ঞানীরা। ৩০০ কোটি বছর আগে জলের সঙ্গে ভেসে আসা কাদামাটি ও পাথরের অংশবিশেষের মাধ্যমেই এই শৈলশিরা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। কিউরিওসিটি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছবি তুলে পাঠিয়েছে পৃথিবীতে।

তবে কিউরিওসিটির এই পাহাড় ডিঙানোর চেষ্টা নতুন নয়। ২০১২ সালে এই রোভার গেল ক্রেটারে অবতারণ করে। এই ক্রেটারের মাঝে রয়েছে প্রায় ১৬ হাজার ফুট উঁচু পর্বত মাউন্ট শার্প। গেডিস ভ্যালিস রিজে পৌঁছানোর আগে ২০১৪ সাল থেকে একটু একটু করে এই মাউন্ট শার্পের পাদদেশে উঠতে শুরু করে কিউরিওসিটি। এই 'পাহাড়ে চড়া'র সময় কিউরিওসিটির ক্যামেরায় ধরা পড়েছে প্রাচীন লেক, শুকিয়ে যাওয়া জলধারার প্রমাণ। এছাড়া পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরও মঙ্গলের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

শৈলশিরায় পৌঁছানোর যাত্রাটা খুব সহজ ছিল না। কুমিরের পিঠের মতো তীক্ষ্ণ ধারালো পাথর, খাড়া ঢালের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে তিনবারের

চেষ্টায় গত ১৪ অগাস্ট শৈলশিরায় উঠতে সক্ষম হয় কিউরিওসিটি। সেখান থেকে ৭ ফুটের লম্বা রোবোটিক আর্মের সাহায্যে আশপাশের ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরমিক ছবি তুলেছে রোভার।

নাসার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরির কিউরিওসিটির প্রোজেক্ট সায়েন্টিস্ট অশ্বিন ভাসাভারার কথায়, 'তিন বছরের চেষ্টার পর অবশেষে মঙ্গলের মাটি কিউরিওসিটিকে খাড়া শৈলশিরায় দাঁড়াতে দিল। এটা ভাবলেই তো রোমাঞ্চ হচ্ছে যে, মাউন্ট শার্পের ওপর থেকে নেমে আসা পাথর ছুঁয়ে দেখতে পাচ্ছে রোভার। কারণ ওই পাহাড়ের ওপর ওঠা কিউরিওসিটির পক্ষে সম্ভব নয়।'

গেডিস ভ্যালিস রিজে ১১ দিন অবস্থান করেছিল কিউরিওসিটি। এই কয়েকদিনে প্রচুর ছবি তুলেছে সে। তবে সব ছবি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

কিন্তু কেন গেডিজ ভ্যালিসকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই শৈলশিরাগুলি বয়সে অনেক নবীন। মঙ্গলের ভূমিরূপ গঠনের একদম শেষ পর্যায়ে এগুলি গঠিত হয়েছে। ফলে জলের উপস্থিতি থাকার সময় মঙ্গলের ভূমিরূপ কেমন ছিল, সেই সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা মিলতে পারে। এছাড়া পর্বতের ওপরের ভূমিরূপ ও শিলার গঠন কেমন, সেই সম্পর্কেও স্পষ্ট তথ্য জানা যাবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

এছাড়া কিউরিওসিটির ক্যামেরায় আরও একটি বিষয় ধরা পড়েছে। সেটির বিষয়ে আমরাও স্কুলের ভূগোল বইতে পড়েছি। পর্বতের উপরিভাগ থেকে নদী পাথর, নুড়ি, বালি ইত্যাদি বহন করে নিয়ে এসে পাদদেশে জমা করে, যাকে বলে পলল ব্যজনী। সেই একই ভূমিরূপ তৈরি হয়েছে মঙ্গলেও। আর তাই এই অনুসন্ধানের পরবর্তী ধাপে অতীতে মঙ্গলের মাটিতে জল কোথায় ও কীভাবে পরিবাহিত হত, তা জানার চেষ্টা করবেন বিজ্ঞানীরা।

কিউরিওসিটি মিশনের সদস্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়াম ডাইট্রিখের মতে, এই অভিযান থেকে প্রাপ্ত তথ্য শুধু মঙ্গলের নয়, পৃথিবীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে ঘটে, তার ব্যাখ্যা দেবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা ২০ পাতা 24 September 2023 Sunday Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

এখন ট্রেনে বা বাসে কোথাও গেলে অবধারিতভাবে চারদিকে চোখে পড়বে কাশফুল। পাড়ায় পাড়ায় হাঁটলে সর্বত্র চোখে পড়বে শিউলি পড়ে আছে পথের পাশে। এবারের রংদার রোববারে বিষয় কাশ ও শিউলি।

এই কাশ, এই শিউলি

নয় থেকে বারোর পাতায়

জামিনের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাদক কাণ্ডে অভিযুক্ত কনস্টেবল মোবারক আলির জামিন খারিজের আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে। মোবারক শুক্রবারই হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট ডিভিশন বেঞ্চ থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে। পুলিশ এই জামিনেরই বিরোধিতা করবে। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ইতিমধ্যেই এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন। কলকাতা থেকে ফিরেই তদন্তকারী আধিকারিককে সমস্ত নথি তৈরি করতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, হাইকোর্টে অভিযুক্তের জামিনের বিরোধিতা করা নিয়ে সরকারপক্ষের আইনজীবীর ভূমিকায় শিলিগুড়ির পুলিশ অসন্তুষ্ট। যার বিরুদ্ধে ভুয়ো নথি তৈরি করে মাদক কারবারিকে জামিন করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে,

এরপর ষোলোর পাতায়

চিনের হ্যাংঝৌয়ে ১৯তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা দল। শনিবার। –এএফপি

এশিয়ান গেমসের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

৪৫টি দেশ, ৪০টি ক্রীড়া, সাড়ে ১২ হাজারের বেশি অ্যাথলিট। শনিবার চিনের হ্যাংঝৌয়ে ১৯তম এশিয়ান গেমসের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হল। চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিং অনুষ্ঠানের সূচনা করতেই প্রতিযোগিতার ঢাকে কাঠি পড়ল। উদ্বোধনী প্যারেডে ভারতের সব অ্যাথলিট অবশ্য উপস্থিত ছিলেন না। তার মধ্যেই নিখাত জারিন, মণিকা বাত্রা, স্মৃতি মান্ধানারা নজর কাড়লেন। ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের পতাকাবাহক ছিলেন অসমের বক্সিং তারকা লভলিনা বরগোহাই। সুতোর কাজকরা কুর্তায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন ভারতীয় পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। প্রতিযোগিতায় ৬৫৫ জনের দল পাঠিয়েছে ভারত। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পদক জয়ের আশা বাড়িয়েছে ভারতের পুরুষ ও মহিলা টেবিল টেনিস দল।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

জোট নিয়ে বেসুর

‘ব্লক’ বলে ঢোঁক গিলছেন সেলিম-অধীর

সানি সরকার ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : হুগলির পোস্টার কাণ্ডের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। সিপিএম এই পোস্টারের জন্য দায় চাপাচ্ছে বিজেপির ওপর। আর কংগ্রেস গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূলের ষড়যন্ত্রের। কিন্তু ওই পোস্টারে যে নীচুতলার কর্মীদের ইন্ডিয়া জোট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে, তা বুঝতে পারছে বঙ্গ রাজনীতিতে বিরোধী দুই দল। তাই শনিবার শিলিগুড়িতে সিপিএম এবং কংগ্রেস, জোটের দুই দলই বিজেপির পাশাপাশি আক্রমণের জন্য বেছে নিল তৃণমূলকে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, ‘ইন্ডিয়া কোনও নির্বাচনি জোট নয়। গণতন্ত্র রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ের ব্লক মাত্র।’ তাহলে কি জোটধর্ম না মেনে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে সিপিএম? উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন সেলিম।

আর কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর অভিযোগ, ‘বিজেপি এবং তৃণমূল দেশ ও রাজ্য থেকে বিরোধীদের মুছে ফেলতে চাইছে। নিজেদের বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।’ যদিও এমন বক্তব্য পেশ করে অস্বস্তি কাটাতে পারেননি অধীর। কেননা, পাশে থাকা কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের নেতা সলমান খুরশিদ জোট প্রসঙ্গে বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট এখনও বাচ্চা। কীভাবে চলার জন্য বন্ধু তৈরি করতে হবে, আগামীতে ভালো করে শিখে যাবে। রাজ্যের নেতাদের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তাঁরা জাতীয় কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে পারেন।’

‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে আরও অনেকের সঙ্গে রাহুল গান্ধি, সীতারাম ইয়েচুরি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই কংগ্রেস এবং সিপিএমের নীচুতলায় অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের

এরপর ষোলোর পাতায়

নিয়োগে দুর্নীতি

উত্তরের ৯ পুরসভায় ইডি’র নজর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলিতেও নিয়োগে দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ উঠে আসছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা বাদে অন্য ৬টি জেলার ৯টি পুরসভা এখন ইডি’র নজরে। কোচবিহার জেলায় সবচেয়ে বেশি ৩টি পুরসভায় নিয়োগে আর্থিক কেলেঙ্কারির আভাস আছে। জলপাইগুড়ি জেলায় দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে ২টি পুরসভায়। নজরে আছে আলিপুরদুয়ার পুরসভাও। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ১টি করে পুরসভায় খুব শীঘ্র তদন্ত শুরু হতে চলেছে।

কেলেঙ্কারির ক্ষেত্র

- কোচবিহার জেলায় ৩টি পুরসভা
- জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি
- আলিপুরদুয়ার পুরসভা
- মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১টি করে ৩টি পুরসভায়

উত্তরবঙ্গের ৯টি ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার ৩টি পুরসভাতেও নজর রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ১২ পুরসভায় অবৈধভাবে নিয়োগ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ইডি’র হাতে তথ্য এসেছে। জলপাইগুড়ি জেলার এক পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে এই অনিয়ম প্রথম সামনে আসে। বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ওদলাবাড়ি এলাকার এক যুবককে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ অয়ন শীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর সংস্থার মাধ্যমে পুরসভায় বেআইনিভাবে নিয়োগের তথ্যও উঠে আসে। সেই সূত্রে দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি ও বরানগর পুরসভায় ইতিমধ্যে তল্লাশি করেছে ইডি। বরানগর ও কামারহাটি পুরসভার ৫০ জনেরও বেশি কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দক্ষিণ দমদম পুরসভায় দুর্নীতির

এরপর ষোলোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে
শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। নতুন কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে পারেন। মেয়ের চাকরির সংবাদ পেয়ে স্বস্তি। পেট নিয়ে সমস্যা চলবে। বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ।

বৃষ : ব্যবসার কারণে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। নিজের ভুলে কোনও কাজ সম্পূর্ণ হয়েও বন্ধ হতে পারে। আপনার বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তির কোনও কাজে আপনার সন্দেহ হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। চোখের সমস্যা।

মিথুন : বাবার সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। হঠাৎ নতুন কোনও চাকরি পেয়ে যেতে পারেন। অন্যের কোনও কাজে সাহায্য করতে পেরে আনন্দ। ভাইয়ের সঙ্গে সপ্তাহের শেষটুকু কাটিয়ে খুশি।

কর্কট : অতি অল্পেই রেগে যেতে পারেন। শান্ত মাথায় এ সপ্তাহে সমস্ত কাজ করুন। বাধা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা বাড়বে। জমি কেনার সুযোগ এলে কাগজপত্র খুব ভালোভাবে দেখে নিন।

সিংহ : বারবার যে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই কাজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে নিন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

কন্যা : আপনার উদার মনোভাবের কারণে কোনও কাছের মানুষকে চিনতে ভুল করবেন। নতুন ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি হবেন। এ সপ্তাহে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমে আনন্দ।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে সবার প্রশংসা পাবেন। বোনের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ব্যবসার জন্য এ সপ্তাহে বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে। জমির কাগজপত্র নিয়ে হঠাৎ ঝামেলায় পড়তে পারেন। চামড়ার রোগ নিয়ে অশান্তি।

বৃশ্চিক : ব্যবসা নিয়ে সামান্য সমস্যা হবে। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে গাড়ি চালান। পাওনা আদায় নিয়ে কখনই জোর করতে যাবেন না। সন্তানের পরীক্ষার সফলতায় খুশি হবেন। কোনও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি।

ধনু : বাবা ও মাকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। অল্পেই খুশি থাকুন। অতিরিক্ত চাইতে গেলেই সমস্যায় পড়বেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। জটিল রোগের সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে এ সপ্তাহ আনন্দে কাটবে।

মকর : যে কোনও অসম্পূর্ণ কাজ থাকলে এই সপ্তাহে শুরু করুন। সাফল্য মিলবে। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে পারে। পথে সতর্ক হয়ে চলুন। দাঁতের সমস্যা।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ এই সপ্তাহে হাতে আসতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। বাড়ির কাজ করতে গিয়ে পড়শির সঙ্গে মতের অমিল হওয়ার আশঙ্কা। ছেলেমেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি।

মীন : সংসারের কোনও সমস্যার জন্যে মানসিক চাপ থাকবে। ছেলেমেয়ের চাকরির জন্যে দুশ্চিন্তা। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন।

উত্তরে রেল ট্র্যাক সুরক্ষার কাজে গতি

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে চলতি বছর অগাস্ট মাস পর্যন্ত রেল ট্র্যাকে সুরক্ষার কাজে গতি আনা হয়েছে। ২৭.৪২ কিমি রেল ট্র্যাকে স্লিপার সহ পুরোনো ট্র্যাক সরিয়ে নবীকরণ করা হচ্ছে। রেললাইনে ফাটল আছে কি না-তা চিহ্নিত করতে ১৬৫৪ কিমি রেলওয়ে ট্র্যাকে আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। ৫৪১টি সিগন্যালিং পোস্টে ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'নিয়মিত রেল ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ করায় ট্রেন চলাচলে উন্নতি হয়েছে। ট্রেনের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি যাত্রীদের রেলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্যও বেড়েছে।'

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, M.Com., 25+/5`-2", সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে অথবা বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শুধু উত্তরবঙ্গ। 7719347252. (C/107450)

■ হাইস্কুল শিক্ষিকা, 40+/5`, মোদক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 45, সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। Mob : 7001685556. (C/112673)

■ মালিগাঁও নিবাসী, কায়স্থ, দাস, পিতা এলআইসিতে কর্মরত, B.A. পাঠরতা, বয়স 25, উচ্চতা 5 ফিট, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উদারমনা পাত্র কাম্য। Epilepsy আছে, চিকিৎসা চলছে। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন। 8509910923, 7605038740. (C/107453)

■ পাল, M.Sc., 31/5`-1", সুশ্রী, সঃ চাকরিজীবী, বিধবা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিরত সুপাত্র কাম্য। (M) 9064504873. (C/107547)

■ কায়স্থ, 29+/5`-3", M.Tech., Soft. Engr., B.Lore MNC-তে কর্মরত পাত্রী। B.Lore MNC-তে কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8944083614, 8101828689. (C/112666)

■ M.A., Information Technology-তে Dip., 40/5`-4", ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট পাত্রীর শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুচাকরিজীবী, অবিবাহিত পাত্রই কাম্য। (M) 7001873697. (C/106364)

■ দাস, বয়স-26/5 Ft., H.S., শ্যামবর্ণ, Yoga Trainer, Siliguri, ডিভোর্সি পাত্র চাই। Ph.No. 8509725694. (C/107541)

■ কায়স্থ, 31/5`, কেঃ সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434680717. (C/107546)

■ পাত্রী কায়স্থ (গৌতম) দেবগণ, 30/5`-4", ফর্সা, সুন্দরী (M.Sc. in Zoo., B.Ed.), বাবা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার (হোমিও) চাকরিমনস্কা একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। কোবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9434813057, 9434256464. (A/A)

■ পাত্রী কায়স্থ, নরগণ, ফর্সা, সুন্দরী, 42/5`-2", B.A., কোচবিহার শহরে পাত্রীর নামে নিজস্ব বাড়ি আছে। পিতা Ex. Group-A অফিসার। হাইস্কুল শিক্ষক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9832331528. (C/106184)

■ ব্রাহ্মণ, পাত্রীর বয়স 29+, B.A. Pass, Eng. Medium, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। সরকারি। M.No. 8170061727, 9932535337. (C/107219)

■ কায়স্থ, 23+/5`-3", ফর্সা, GNM ট্রেনিংপ্রাপ্ত (নার্স)। স্লিম পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি শহর অগ্রগণ্য। 8509514561. (C/107227)

■ 29/5`-4", শিক্ষিকা (দেবারি) পাত্রীর জন্য অধ্যাপক/অফিসার/ব্যাংককর্মী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (P) 9002875953. (C/107228)

■ কায়স্থ, 31+, M.A. পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9832095529. (M/M)

■ S.S.C. শিক্ষিকা, M.Sc., B.Ed., 40/5`-4", নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9474635342. (K)

■ Primary Teacher (2010), জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা, 34/5`-3", M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য 36 মধ্যে যোগ্য পাত্র চাই। নিকটবর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 8250470063. (B/S)

■ সাহা, 29/5`-4", B.A., Eng. (H), B.Ed., দেবগণ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ইঞ্জিঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9474017402. (C/107543)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, 29/5`-2", M.A. (Eng.), B.Ed., Comp. জানা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। মোঃ 8967187401. (D/S)

পাত্র চাই

■ কুলীন, ৩২+, এমএ উত্তীর্ণা, একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার জন্য সুপাত্র কাম্য। পাত্র জলপাইগুড়ির বাসিন্দা হলে ভালো। উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্র অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-৯৪৭৪৪১৬৪১৬

■ Gen., 26/5`-4", B.Tech, Railway-তে কর্মরত, পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। M- 9734485015. (C/107459)

■ ২৪ বছর বয়সি, শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 080-69103049. (C/107459)

■ কায়স্থ মালদা নিবাসী 31+/5`1", M.A, B.Ed অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M : 9775820342. (M-ED)

■ বসাক, 35/5`2", M.Sc, সুন্দরী, ফর্সা, বেসরকারি ল্যাবে কর্মরতা। উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। M - 9474960216 / 8777252534 (রায়গঞ্জ)। (M-TR)

■ নমঃ শূদ্র M.A পাশ বাংলা (অনার্স), 5`2", প্রকৃত সুন্দরী। সরকারি চাকুরী পাত্র চাই। রায়গঞ্জ। M : 8927570322. (M-TR)

■ পাল, 32/5`, ফর্সা, M.A পাত্রীর সরকারি চাকুরে / প্রতিষ্ঠিত সুব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। M : 9614906228. (M-TR)

■ ব্রাহ্মণ, B.A পাশ, 26/5`2" ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী পাত্র চাই। M : 8759362600. (M-TR)

■ 30/5`3" BBA, কলকাতায় কর্মরতা (BTC) মাঙ্গলিক সুশ্রী পাত্রীর জন্য 34 মধ্যে (15-20 LPA) বেঃ সরকারী, সঃ/অসঃ Gen Cast পাত্র কাম্য। 94341 06338.(M-SR)

■ কায়স্থ 27/5`8" BCA একমাত্র কন্যা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32 সরকারী চাঃ / প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্ববর্ণ / অসবর্ণ পাত্র চাই। মোঃ নং - 7431032579. (M-103184)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 24, B.Sc., বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 080-69072047. (C/107459)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 26 বছর বয়সি, সুন্দরী, B.Tech, বেঙ্গালুরুতে MNC-তে কর্মরত, পিতা সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। 080-69144002. (C/107459)

■ পাত্রী সূত্রধর, M.A. পাশ, 26+/5`-1", ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 9832419984, W- 7063881603. (B/S)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 26 বছর বয়সি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। 080-69141354. (C/107459)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 24/5`-4", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 7407777995. (C/107429)

■ পরমা সুন্দরী, 24+/5`-4", MCA নামী MNC-তে কর্মরতা, শিক্ষিতা, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 7003763286. (C/107459)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 29 বঃ, 5`-1", শিলিগুড়ি বাড়ি, এমএ, ডিএড, পাত্রীর জন্য সচ্ছল, উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 7439691336. (C/112676)

■ No caste bar, পাত্রী SC, 33/5`-1", B.A., LLB(H), উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M- 7719312839. (C/107552)

■ বৈদ্য, পরাসর, 29+/5`-2", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। অনূর্ধ্ব 34, সরকারি চাকরিজীবী। 9735976905. (C/107554)

■ বারুজীবী দত্ত, 29/5`, M.A. পাশ, উচ্চশ্যামবর্ণা, শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, বড় ব্যবসায়ী বা ব্যাংক, উচ্চপদস্থ অফিসার, 30 to 36 yrs.-এর মধ্যে, শিলিগুড়ি, শিবমন্দির বা বাগডোগরা এলাকার পাত্র কাম্য। M- 9832658816. (C/107461)

■ পাত্রী, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, ৩৪/৫`-৪", M.A., B.Ed, ফর্সা, সুন্দরী, গায়িকা, Makeup Artist, নিজস্ব ব্যবসা, ৩৬-৪০'এর মধ্যে সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। M- 8391013465. (C/107553)

■ পাত্রী বারুজীবী, ভাওয়াল, M.A. পাশ, 5`-5", 25 বছর, সুন্দরী, স্থায়ী সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারুজীবী/কায়স্থ পাত্র চাই। 9749064588, 9832554404. (B/S)

■ কায়স্থ, 28+/5`-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী, বাবা-মা শিক্ষক, ৩৫ মধ্যে স্ব/অসবর্ণ, পদস্থ সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। 9832656164. (C/107561)

■ কায়স্থ, দেবারিগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ে, M.A., B.Ed., 5`-3", ফর্সা, সুদর্শনা, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব 36, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9434048912. (C/107461)

■ দে, কুম্ভ রাশি, দেবারিগণ, 33/4`-11", M.A., Eng., B.Ed., পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 39 সঃ বেঃ পাত্র কাম্য। Ph.No. 9475800919. (C/107539)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 33/5`, B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক, সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। M- 6295933518. (C/107459)

■ কুণ্ডু, 32/5`-2", B.A. (H), ডাবল M.A., ফর্সা, দেবগণ, কন্যা রাশি পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8391092565. (C/107540)

■ EB বৈদ্য, উঃ বঙ্গ নিবাসী, 30/5`-9", সুশ্রী, MD (Homeopathic) Kol. পাঠরতা। 36 মধ্যে সুচাকুরে স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। উঃ বঙ্গ/দঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। 9434721890. (C/107527)

■ কায়স্থ, 5`-2"/29+, B.A. পাশ, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7908504529. (M/G)

■ কায়স্থ, 36/5`-1", B.Com., CIA (ইংরেজিমাধ্যম), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832330541. (C/107530)

■ দত্ত, 28/5`-2", M.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 7908477419. (C/107519)

■ কায়স্থ, M.A., B.Ed., D.El.Ed., সুশ্রী, 5`/28, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি, উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob: 8637318781. (C/107560)

পাত্রী চাই

■ মিডিয়ায় কর্মরত, ডিভোর্সি, বয়স 32, উচ্চতা 5`-4", কায়স্থ, দত্তক ও একমাত্র পুত্র, পিতা সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার, চা বাগানে কর্মরত। কর্মরত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-09854483929. (C/107570)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 35/5`-8", B.Tech., MBA, সুদর্শন, ফর্সা, সুপ্রতিষ্ঠিত গুরগাঁওতে MNC-তে কর্মরত, Divorcee, Annual package 50-55 lacks, Caste no bar, সুশ্রী, ঘরোয়া, Graduate, সংস্কারী, Divorcee/অবিবাহিত পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ করুন : (M) 9523634424, 9515350276. (C/112674)

■ কায়স্থ, প্রাইমারি শিক্ষক (বয়স-29, M.A. 1st class, D.El.Ed.) একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। জেলা-কোচবিহার। (M) 8509429117. (C/107555)

■ কায়স্থ, ২৯/৫`-১১", B.Tech., বেঙ্গালুরুতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69144027. (C/107459)

পাত্রী চাই

■ পূর্ববঙ্গ নমশূদ্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, স্থায়ী সরকারি চাকরি গ্রুপ-A, 40/5`-6", ডিভোর্সি, সংসার হয়নি পাত্রের। সুন্দরী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা/স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী পাত্রী কাম্য। (M) 8617867674. (C/107557)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ ফুলবাড়ি নিবাসী, B.Tech. Engineer (Civil), 29+/5`-4", পাত্র L&T-তে গুজরাটে কর্মরত, পাত্রের জন্য M.A. পাশ, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। ফোন নং- 9933084355. (C/107558)

■ সেন, 33/6`, M.A. (E) অসমাপ্ত, নিজস্ব বাড়ি, দোকান, ব্যবসা, সুশ্রী, কায়স্থ/বারুজীবী পাত্রী চাই। দেবারিগণ বাদে। মোঃ 8145837035. (C/107231)

■ সদ্বংশীয়, ব্রাহ্মণ, 32/5`-8", সুঠাম, সুদর্শন, বিটেক, গৃহশিক্ষক ও ব্যবসা, মাসিক মোটা আয়। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, গাড়ি। পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য স্নাতক, মিষ্টি চেহারার ঘরোয়া কাশ্যপ পাত্রী কাম্য। অগ্রহায়ণেই বিবাহ, কোচবিহার। (M) 7479318621. (C/106187)

■ 35/6`, বারুজীবী, সুদর্শন, B.Com.(H), সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ ব্যবসায়ী। উপযুক্ত সুপাত্রী কাম্য। Ph : 8900654929. (C/106189)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34 বছর বয়সি, M.Sc., FCI-তে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 080-69075229. (C/107459)

■ বৈদ্য, ৪২/৫`-১০", কলঃ নিবাসী, সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। Caste no bar. 080-69144027. (C/107459)

■ B.Tech. (ECE), 32/5`-5", মিন রাশি, নরগণ, কায়স্থ, পুনেতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ/অসম/ত্রিপুরা এবং চাকরিরতা অগ্রগণ্য। কুষ্টি বিবেচ্য। যোগাযোগ : 7005049889, 9436925085 (WhatsApp). (C/107459)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 28 বছর বয়সি, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 080-69144002. (C/107459)

■ গোস্বামী ব্রাহ্মণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার 5`7" কলকাতাতে কর্মরত বয়স 28 গোত্র ভরদ্বাজ মালদা নিবাসী। গ্র্যাজুয়েট ফর্সা ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9474343848. (M-103183)

■ Govt. A Gazetted Lecturer, M.Tech, 34/5`9" পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা পাত্রী কাম্য। M : 8942809056. (M-TR)

পাত্রী চাই

■ WB মালদা নিবাসী তিলি 32+/5`4", MBA প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ইস্যুলেস স্বল্পকালীন ডিভোর্সী, পিতা প্রাক্তন হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সঃ কর্মী। একাধিক বাড়ি গাড়ী ভূসম্পত্তি, একমাত্র সন্তান। পাত্রের শিক্ষিতা, সুশ্রী, সঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। ডিভোর্সী / চাকুরীরতা চলিবে। M : 7602506228 / 8972398642 (W/A). (M-ED)

■ SBI স্থায়ী পদে কর্মরত, B.Tech., 32/5`-9", সুদর্শন, ফর্সা, General Caste, পিতা অবসরপ্রাপ্ত Gr.A অফিসার, মাতা অবসরপ্রাপ্ত H.S. শিক্ষিকা। স্বঃ/উচ্চ অসবর্ণের 27 অনূর্ধ্বা সুমুখশ্রী, শিক্ষিত পরিবারের যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 8240172773. (C/107459)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5`-9", M.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 9432076030. (C/107459)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি,36, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে IOC-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। 080-69072047. (C/107459)

■ ৩২/৫`-৮", কোচবিহার নিবাসী, B.Tech., রেলে কর্মরত, 12 LPA, অবিবাহিত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69103042. (C/107459)

■ কর্মকার (রায়), 27 বৎঃ, 6 ফুট, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 5`-3"- 5`-5") শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8918482130. (C/107461)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5`-10", দেবারি, MBA, ব্যবসা, নিজ বাড়ি। ডিভোর্সি। অনূর্ধ্ব 28 অমাঙ্গলিক, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9434143100. (C/107462)

■ কায়স্থ, 37/5`-4", H.S. পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8250220762. (C/107461)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 1992 জন্ম, MD, সরকারি ডক্টর, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69103105. (C/107459)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্নি মুসলিম, 31 বছর বয়সি, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত, শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 080-69103105. (C/107459)

■ EB, শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 32/5`-11", M.Tech., সরকারি ভারতীয় পেট্রোলিয়াম (HPCL)-এ অফিসার পদে কর্মরত, বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, একমাত্র সন্তানের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Caste no bar. 080-69103049). (C/107459)

■ ৩০/৫`-৫", কল্যাণী নিবাসী, SC নমশূদ্র, PNB-তে অফিসার পদে কর্মরত। পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 080-69103042. (C/107459)

■ দত্ত, 31+/5`-8", M.Tech., Indian Oil-এ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9734488572. (C/107459)

■ বসু, 31/5`-7", B.Tech (JU), MS (Germany), জার্মানিতে কর্মরত, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা ও সুশ্রী পাত্রী চাই। M- 7063394005. (C/107226)

পাত্রী চাই

■ M.Tech, Civil Engineer রাজ্য সরকারে, 31+/5`-8", বারুজীবী, দত্ত, পাত্রের জন্য 27 মধ্যে উচ্চশিক্ষিতা, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ- 8172096669. (C/107224)

■ ২৮ বৎসর, M.Sc., WBCS Officer পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 6291463992. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5`-8", B.Tech., ব্যবসায়ী, মাঙ্গলিক, দোষ কাটানো, একমাত্র সন্তান, 30 মধ্যে শিক্ষিতা সুশ্রী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, স্লিম, পাত্রী চাই। (M) 9434352157. (C/107466)

■ কুম্ভকার, শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র 32/5`-5", পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গালুরুতে পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেট সেক্টরে বর্তমানে ম্যানেজার পদে কর্মরত, সুশ্রী, স্বঃ/অসঃ, কর্মরতা পাত্রী চাই। 7364071514. (C/107549)

■ কায়স্থ, B.Tech., 42/5`-8", ডিভোর্সি, TATA-তে কর্মরত, দেবারি ও মাঙ্গলিক বাদে পাত্রী চাই। M- 9434466402. (C/107453)

■ B.Tech (IT), MNC-তে কর্মরত, 32 Yrs/5`-5", দেবগণ, হলদিয়া নিবাসী, 24-26 মধ্যে ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। M- 9163204349. (K)

■ EB, কুলীন কায়স্থ, 30/5`-11", নরগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবার, নিজস্ব ব্যবসা, সুদর্শন, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 25/5`-3", ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শীঘ্রই বিবাহে ইচ্ছুক। M- 9434878332 (5-10 P.M.) (C/107453)

■ কায়স্থ, দেবারি, 33/5`-7", BBA, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, একমাত্র কন্যা প্রবাসী, সুন্দরী, উপযুক্ত, কনভেন্ট শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ঘটক নিঃপ্রয়োজন। M- 8918452124. (C/107450)

■ গন্ধ বণিক, 31/5`-5", B.A., ব্যবসায়ী, কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, ব্যবসায়ী পরিবারের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832199100. (D/S)

■ রায়, General, 32/5`-8", B.Tech, Railway-তে কর্মরত (Sr. Train Manager), পাত্রের প্রকৃত সুন্দরী, General, ন্যূনতম স্নাতক, অনূর্ধ্ব 28, যোগ্য পাত্রী চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। M- 9475132077. (C/106183)

■ দেবনাথ, শিবগোত্র, দেবগণ, 5`-2"/29, M.Sc., B.Ed., BLIS (গৃহশিক্ষক ও ব্যবসা), পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M- 9609711066. (K)

■ কর্মকার, 32/5`-6", B.Tech, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, সুদর্শন, পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। M- 8348525033. (K)

■ ব্রাহ্মণ (বহরমপুর), 49/5`-5", B.A., নিজের ব্যবসা, সুঠাম গড়ন, এক বাড়িতে একা স্বাধীন, নেশাহীন, সুস্থ, অবিবাহিত এমন পাত্রকে 41 অনূর্ধ্ব পাত্রী ফোন করুন। 8436608941. (C/107525)

■ কায়স্থ, M.A., LLB, নিজস্ব চেম্বার, ফ্ল্যাট, 5`-8", বয়স 32+, পাত্রের ফর্সা, সুন্দরী, B.A., স্লিম, 28-এর মধ্যে, ঘরোয়া, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। 8016560396. (C/112670)

■ সাহা, 36/5`-8", H.S. পাশ, নরগণ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, 5`-3"-5`-5" পাত্রী কাম্য। (1) 9434479413, (2) 9126767777. (C/112667)

■ কর্মকার, 46/5`-6", অষ্টমমান, সোনার গহনা প্রস্তুতকারক, দাবিহীন, ঘরোয়া পাত্রী চাই। শীঘ্রই বিবাহ। M- 8609665358. (C/107223)

পাত্রী চাই

■ পাত্র বোস, 29, MBBS ডাক্তার, স্থায়ী পদে মেডিকেল অফিসার, সুন্দরী পাত্রী চাই। ডাক্তার বা চাকুরে অগ্রগণ্য। মোঃ 9083527580. (C/107229)

■ পাত্র ডাক্তার, MD, কায়স্থ, ৩৭/৫`-৬", মেষ রাশি, নরগণ, ইস্যুলেস স্বল্প দিনের ডিভোর্সি, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, ভদ্র পরিবারের সংসারী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। কোনও দাবিদাওয়া নেই। জলপাইগুড়ির কাছাকাছি শিলিগুড়ি শহর বাদে। 9064063171, 9064086093. (C/107225)

■ জলপাইগুড়ি (কায়স্থ), সরকার, 30/5`-7", রাজ্য সরকারি কৃষি দপ্তর চুক্তিভিত্তিক কর্মী (60) years, একমাত্র ছেলে, বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সরকারি, যে কোনও কাস্ট হলে হবে। পাত্রী চাকরিজীবী হলে ভালো। 8101471739. (C/107545

■ ব্রাহ্মণ, ৩২বঃ, বিটেক, সিভিল, বেঃসঃ সংস্থায় কর্মরত, নিজ বাড়ি ও ব্যবসা, ২৮/২৯ মধ্যে পাত্রী চাই। M- 9064567908. (C/107230)

■ 62y. বিপত্নীক, রোগমুক্ত, 50 উর্ধ্ব পিছুটানহীন পাত্রী চাই। 8389871957. (C/112672)

■ ঘোষ, 39/5`-5", M.A., B.Ed., ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। হাতে ও পায়ে অল্প শ্বেতি আছে। শিলিগুড়ি। M- 9647227799. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5`-9", M.Sc., সুদর্শন, চাকরিরত, পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। M- 7031038347. (A/A)

■ সাহা, 38, স্নাতক, 5`-1", বেসরকারি স্কুলে কর্মরত, ডিভোর্সি, পাত্রের ন্যূনতম H.S., সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। M- 6297556724. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 5`-8"/30 বছর, ফর্সা, সুশ্রী, ট্রিপল M.A., টেট পাশ, বে-সরকারি আপার প্রাইমারির শিক্ষক, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M- 9093670692. (A/A)

■ কর্মকার, 29+/5`-9", B.Tech. (Soft. Eng.), MNC কলকাতায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা, কর্মকার পাত্রী চাই। M- 9113498459. (C/107536)

■ বসাক, ২৯, ব্রহ্মর্ষি গোত্র, ৫.৫ ফুট, শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, সুদর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৪, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ- 7407119881. (C/107537)

■ দেবনাথ, 42/5`-7", ব্যবসা, MBA, নরঃ, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, সচ্ছল, জাতিভেদ নাই, যোগ্য পাত্রী চাই। 9804572436. (C/112648)

■ কায়স্থ, 32+/5`-4", নরঃ, ধনু, কানাডা থেকে BBA পাশ, বিদেশে চাকরি করে, আপাতত পারিবারিক Int. Logistic ব্যবসায় যুক্ত, পাত্রের জন্য সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9123793664, W/App.- 9830401077. (C/112664)

■ পাল, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., MNC, HCL Hyderabad কর্মরত, 30/5`-6", পাত্রের IT Sector, উপযুক্ত 26-এর মধ্যে পাত্রী চাই। M- 9007835076. (C/112665)

■ কায়স্থ, 39+/5`-10", M.Sc., প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, (ডিভোর্সি), সুন্দরী, বিএ পাশ পাত্রী কাম্য। M- 8250915050. (S/M)

■ মাহিষ্য, দাস, 30, B.Tech, Software Engineer, সুশ্রী, ঘরোয়া, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। M- 8910030231. (C/107517)

■ কায়স্থ, ৩৭/৫`-৩", B.Com. Accountant, একমাত্র পুত্র, দ্বিতল বাড়ি, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M- 9474569144. (C/106185)

■ E.B., ব্রাহ্মণ, দেবারি, মাঙ্গলিক, 36 বৎসর, 5`-7", B.Tech, MNC-তে কর্মরত, বারাসত নিবাসী, পাত্রের জন্য উপযুক্ত, ঘরোয়া, চাকরিরতা, B.Sc. (H), B.Tech, B.E., অনূর্ধ্ব 33 উচ্চতা, 5`-3" থেকে 5`-5" পাত্রী চাই। 9831269727. (K)

■ সাহা, 36/5`-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/107009)

ইলিশের কদর বেশি পাহাড়ে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : তাহলে কি এতদিনে ইলিশের জনপ্রিয়তা আসমুদ্রহিমাচল ছড়াল বলা যেতে পারে? মানে, ওদিকে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এলাকা তো আগে থেকেই জলের এই রুপোলি ফসলের ফ্যান, এবার তার 'ফলোয়ার' বাড়ল হিমাচলেও। শনিবার শিলিগুড়িতে আসা বাংলাদেশের ইলিশের সিংহভাগই উঠল পাহাড়ে। যা দেখে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ীদের বিস্মিত প্রশ্ন, ইলিশে কি মজেছেন নেপালিরাও?

এমনটা অবশ্য নতুন নয়। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে আট-দশ জন সাতসকালে ভিড় জমান ওই রেগুলেটেড মার্কেটে। কিন্তু শনিবার সকালে ওঁদের মধ্যেই নতুনত্ব খুঁজে পেলেন পাইকারি ব্যাপারিরা। রুই-কাতলা নয়, ইলিশের প্রতিই পাহাড়ি ব্যবসায়ীদের আগ্রহ ছিল বেশি।

এখনও পাহাড়ে পুজো পর্যটন শুরু হয়নি। ফলে সেই অর্থে বাঙালি পর্যটকও নেই দার্জিলিং বা কালিম্পংয়ে। তাহলে এত ইলিশ কেন পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া? তাহলে কি পাহাড়ের বাসিন্দাদেরও রুচির বদল ঘটছে? শনিবার দিনভর এমনই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের পাইকারি মাছ বিক্রেতারা।

একসময় ভাবা হয়েছিল, শিলিগুড়ির বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ ঢুকতে আরও তিন-চারদিন লাগবে। কিন্তু এদিনই মার্কেটে চলে আসে ওপার বাংলার ইলিশ। এই মরশুমে প্রথমবার। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট হোলসেল ফিস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সবমিলিয়ে তিন টন ইলিশের চালান এসেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাপি চৌধুরীর বক্তব্য, 'প্রথমদিন তিন টন পাওয়া খারাপ নয়। ইলিশের চাহিদা কোথায় পৌঁছেছে, তা বোঝা গিয়েছে এদিনই আড়াই টনের বিক্রিতে। সোমবার থেকে পরিমাণ বাড়বে এবং জোগান বৃদ্ধিতে দামও সাধারণের নাগালের মধ্যে চলে আসবে বলে আশা করছি।' এদিন ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজির মধ্যে ওজন থাকা ইলিশের পাইকারি দর ছিল ১,৩০০ টাকা। ১ কেজির বেশি ওজনের ইলিশ বিকিয়েছে ১,৬০০ থেকে ১,৭০০ টাকা কেজি দরে। খোলা বাজারে স্বাভাবিকভাবে ২৪০-৩৫০ টাকা কেজি প্রতি বেশি।

অর্থাৎ রীতিমতো চড়া দাম। বাংলাদেশের ইলিশের প্রতি বাঙালি চিরদিনই নস্টালজিক। আর সেই নস্টালজিয়ার বশেই সাধকে কষ্ট করে হলেও সাধ্যে আনার চেষ্টা করেন মৎস্যপ্রেমীরা। কিন্তু তা বলে পাহাড়েও যে বাংলাদেশি ইলিশের এমন জনপ্রিয়তা থাকবে, তা কিন্তু ভাবা যায়নি। তবে বিষয়টা ভাঙলেন না পাহাড় থেকে পাইকারি বাজারে ইলিশ তুলতে আসা নীতেশ তামাং। শুধু বললেন, 'মাছটা অসাধারণ।'

এক পাইকারি ব্যবসায়ীর কথায়, 'এখন শিলিগুড়ির অনেক হোটেলেই নেপালি ভাষার মানুষজনকে ইলিশ খেতে দেখা যায়।' তাহলে কি ইলিশের স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করেছেন পাহাড়ের বাসিন্দারাও? হাসছেন প্রদীপ রসাইলি, প্রেম গুরুংরা। তবে সমতলের ইলিশপ্রিয় ক্রেতাদের আবার অন্য দুশ্চিন্তা, পাহাড়ের চাহিদার জন্য সমতলের জোগানে টান ধরবে না তো?

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে বাংলাদেশের ইলিশ। ছবি : সূত্রধর

সোনার মাছ

- এই মরশুমে প্রথমবার এদিনই মার্কেটে এসেছে বাংলাদেশের ইলিশ
- এদিন সবমিলিয়ে তিন টন ইলিশের চালান এসেছে
- ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজির ইলিশের পাইকারি দর ১,৩০০ টাকা
- ১ কেজির বেশি ওজনের দর ১,৬০০ থেকে ১,৭০০ টাকা
- খোলা বাজারে দাম আরও ২৪০-৩৫০ টাকা কেজি প্রতি বেশি

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে হার্টের চিকিৎসা
বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে

চালসায় থাকেন অসীমা দেবী। সিনিয়র সিটিজেন, তবে দিব্যি ফিট। পাড়ার দুর্গাপুজো থেকে যে কোনও অনুষ্ঠানে থাকেন সব সময়। সকালে হাঁটতে বেরোন নিয়ম করে। বিকেলেও ঘরে বসে থাকেন না। স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই দুই-তিন দিনের জন্য ঘুরে আসেন পাহাড় থেকে। এই রুটিনই অবশ্য ধাক্কা খেয়েছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা। ঘরের বাইরে যাওয়া তো দূর, বিছানা থেকে নামতেই পারছেন না। বাড়ির সব কাজ তাই থমকে গিয়েছে। বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। এমন সময়েই স্কুলের সহশিক্ষিকা নমিতার কাছে জয়েন্টের সমস্যায় দক্ষিণ কলকাতার বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের সুনামের ব্যাপারে জানলেন। শুনলেন, ওখানে চিকিৎসা করিয়েই নমিতার হাঁটুর ব্যথা এখন উধাও। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন অসীমা দেবী। ট্রেনে সকালে শিয়ালদহ পৌঁছে চলে এলেন হাসপাতালে। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, দুই হাঁটুর অবস্থাই খারাপ। একে একে 'নি রিপ্লেসমেন্ট' করতে হবে দুটোতেই। তবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা থাকায় বিনামূল্যেই হবে তা। স্বস্তি পেলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে করিয়েও নিলেন 'নি রিপ্লেসমেন্ট'। এখন তিনি আবার আগের রুটিনেই ফিরে গিয়েছেন।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতাল
ফোন : 91473 17770
ADVT

ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের পার্কিং জোনে দাঁড়িয়ে পণ্যবাহী ট্রাক।

ফুলবাড়ি, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর অন্ধকারে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি ফুলবাড়ি ও কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের রাস্তায় পথবাতি বসানোর ডিপিআর। তাই ফুলবাড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বাণিজ্য বন্দরের রাস্তায় আলো লাগানোর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। একই অবস্থা ধূপগুড়ির ঠাকুরপাটের কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পথবাতির ক্ষেত্রেও। তবে মাল ব্লকের রানিচেরা চা বাগানের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা এড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। লাটাগুড়ির জঙ্গলে মহাকালধামের কাছেও হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচতে পর্যাপ্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এনএইচ-৯ ডিভিশন।

ফাইলবন্দি পথবাতি বসানোর প্রকল্প

ফুলবাড়ি স্থলবাণিজ্য বন্দর থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, তা সন্ধ্যা নামার পরেই অন্ধকার হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর এই অংশে পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়নি। পথবাতির জন্য এশিয়ান হাইওয়ে-২ থেকে প্রোজেক্ট ডিরেক্টর গত বছর কলকাতায় কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রকের আঞ্চলিক অফিসে ডিপিআর পাঠান। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্য বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা থেকে এই ধরনের প্রকল্পের প্রস্তাব এখনও আঞ্চলিক অফিসে এসে পৌঁছায়নি। তাই কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে ফুলবাড়ির জন্য পাঠানো প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠানোই হয়নি। এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর এই বিষয়ে জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে যে চালকরা পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ে যান, তাঁরা জানান সন্ধ্যার পর ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে শীতকালে কুয়াশা হলে দৃশ্যমানতা কমে যায়, পথবাতি না থাকায় ফগ লাইট জ্বালিয়েও অনেক সময় সমস্যা মেটে না। ফুলবাড়ির মতোই ধূপগুড়ির ঠাকুরপাট থেকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর রাস্তাটির দু'পাশেও পথবাতি বসানোর প্রস্তাবও একইভাবে আটকে রয়েছে।

অন্যদিকে লাটাগুড়ির জঙ্গলে মহাকালধাম মন্দির ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রতিদিন প্রচুর মানুষের পুজো দিতে ভিড় জমে। অনেক পর্যটক অন্ধকারেই ঘুরে বেড়ান, মোবাইল ফোনে ছবি তোলেন। ওই এলাকায় হাতির করিডর থাকায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও এনএইচ-৯ ডিভিশনের তরফে মহাকালধাম এলাকায় পর্যাপ্ত পথবাতির জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

এশিয়ান হাইওয়েতে প্রস্তাবিত কাজগুলি কবে হবে, কেউ বলতে পারছে না। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক নবীন অধিকারী জানান, নতুন জেলা শাসক সবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে এশিয়ান হাইওয়েতে পথবাতির বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। দিল্লি যাতে দ্রুত অনুমতি দেয়, তার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে পরিবহণমন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে তদ্বির করা হবে। বিষয়টি কেন্দ্রের অধীনে বলে আমরাও আলোর ব্যবস্থা করতে পারছি না।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সমস্যার কথা শুনে বলেন, 'আমি এশিয়ান হাইওয়ের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলব।'

অগ্রগামী মহিলা সমিতির প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা নিরাপদ নন। নারী নির্যাতন এই রাজ্যে বেড়েই চলেছে। অথচ রাজ্য সরকার নির্বিকার। শনিবার জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে নির্মল বসু মঞ্চে সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা ডলি রায় এই অভিযোগ করেন।

অন্য বক্তাদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ রায় অভিযোগ করেন, এরাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা মামলা ও পুলিশি জুলুম করা হচ্ছে। কৃষিপণ্যের দাম কৃষকরা পাচ্ছেন না। কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যাও বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করতে সার্বিক বাম ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। সম্মেলনে দুই শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের নবনির্বাচিত কমিটির সভানেত্রী এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে কৃষ্ণা বসু ঠাকুর এবং মিতালি ঘোষ দে। সম্মেলনে ১৫ দফা দাবি করা হয়েছে। দেশ ও রাজ্যব্যাপী মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ মুকুব করা, সরকারকে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া ইত্যাদি দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম।

সেনকোভার্সে গয়না কেনার সুযোগ এবার

নিউজ ব্যুরো

২৩ সেপ্টেম্বর : ভারতের অগ্রগণ্য গয়নার রিটেলার সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস মেটাভার্সে প্রথম ভার্চুয়াল শোরুম সেনকোভার্স লঞ্চ করে ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে এক বড় পদক্ষেপ করল। এটি মেটাভার্সে ভারতের প্রথম ভার্চুয়াল গয়নার শোরুম, যার লক্ষ্য নতুন যুগের ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের কাস্টোমাইজড করা। ক্রেতারা ভার্চুয়াল শোরুমে নির্বাঞ্ঝাটে ব্রাউজিং থেকে শুরু করে গয়না পছন্দ করা এবং সেই গয়না ঘরের দরজায় পাওয়া পর্যন্ত সব সুবিধাই পাবেন।

এ ব্যাপারে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি অ্যান্ড সিইও শুভঙ্কর সেন বলেন, 'সেনকোভার্স লঞ্চ আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় এবং আমাদের মূল্যবান ক্রেতাদের ব্যতিক্রমী ও নির্বাঞ্ঝাট কেনাকাটার অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টায় এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।'

ভার্চুয়াল কেনাকাটার প্ল্যাটফর্মের আকর্ষণীয় সংযোজন হিসেবে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এই প্ল্যাটফর্মে একটি ট্রেজার হান্ট গেম লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। গোটা সেনকোভার্সে চারটি গয়না লুকোনো রয়েছে। যে ইউজাররা সবক'টি খুঁজে বের করতে পারবেন তাঁদের ৫০০ রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেওয়া হবে। এই পয়েন্টগুলি যে কোনও সেনকো স্টোরে আকর্ষণীয় ছাড় এবং অফারের মাধ্যমে রিডিম করা যাবে।

ক্রেতারা তাঁদের ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে যে কোনও জায়গা থেকে https://www.sencoverse.com -এ কিছু প্রাথমিক তথ্য দিয়ে লগইন করতে পারেন।

পাট্টা ইস্যু হাতছাড়া, দিশেহারা বিরোধীরা

আজ দার্জিলিংয়ে ভিড়ের আশায় অনীত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : 'আমার জমি আমার অধিকার'। এই দাবিকে সামনে রেখে রবিবার দার্জিলিংয়ে জনসভা করছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। এই জনসভায় জমায়েতের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল। অনীত যে ছক কষে বিরোধীদের হাত থেকে জমির ইস্যু কেড়ে নিয়েছেন, এটা বুঝেই এখন হামরো পার্টি, জিএনএলএফের মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নতুন ইস্যু খুঁজতে শুরু করেছে।

হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বলেছেন, 'আমাদের ইস্যুকে ছিনিয়ে নিয়ে এখন অনীত পাহাড়ে হিরো হতে চাইছেন। কিন্তু তিনি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না।' তাঁর প্রশ্ন, 'কোভিড রিলিফ ফান্ডের টাকা কোথায় গেল? শ্রমিকদের পাওনা না মেটানো চা বাগানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, সেগুলির লিজ বাতিলের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কী হল? কোনও কাজই জিটিএ করছে না। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিজেদের শক্তি দেখাতে অনীত রবিবার জনসভা করছেন।' আর অনীত বলেছেন, 'রবিবারের ঐতিহাসিক জনসভা থেকেই আমরা রাজ্য সরকারকে 'আমার জমি আমার অধিকার' বার্তা দিতে চাই।'

পাহাড়ের চা বাগানের শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। জিটিএ'র মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। কিন্তু সমীক্ষার কাজ শুরু হতেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে। চা বাগান শ্রমিকদের বোঝানো হয় যে, পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দিয়ে বাকি জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। চা বাগান শ্রমিকরা বিরোধীদের এই বক্তব্যকেই বিশ্বাস করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেক চা বাগানেই শ্রমিকরা এই পাট্টা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এতেই কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় পাহাড়ের শাসকপক্ষ অনীত থাপার বিজিপিএম। এরই মাঝে অনীতরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে পাঁচ ডেসিমাল জমির পাশাপাশি কৃষিজমিরও পাট্টার দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি।

পাহাড়ের মানুষ যে পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা নিতে চাইছেন না এবং এই পাট্টা ইস্যুতে পাহাড়ে অশান্তির মেঘ ঘনাচ্ছে সেটা রাজ্যকে বুঝিয়েছেন অনীত। আর তার পরেই রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর পাহাড়ে পাট্টার কাজ স্থগিত করে দিয়েছে। এর পরেই অনীত বিরোধীদের সুরেই সুর মিলিয়ে দাবি তোলেন, পাঁচ ডেসিমাল নয়, শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দিতে হবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য, 'বিরোধীরা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই এই দাবি তুলেছিলেন, আমরা দাবি আদায়ের জন্য কাজ করছি।' আর এই দাবিকে আরও জোরালো করতেই রবিবার দার্জিলিংয়ের চকবাজারে বিশাল জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানের শ্রমিক ছাড়াও জিটিএ'র ৪৫টি সমষ্টি থেকেই নেতা-কর্মীরা আসবেন। পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টি হলেও অনীত এদিন দাবি করেছেন, 'ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মানুষ এই জনসভায় ভিড় জমাবেন।'

দার্জিলিংয়ের চকবাজারে রবিবারের জনসভার প্রস্তুতি। ছবি : মৃণাল রানা

> আমাদের ইস্যুকে ছিনিয়ে নিয়ে এখন অনীত পাহাড়ে হিরো হতে চাইছেন। কিন্তু তিনি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না।
>
> **-অজয় এডওয়ার্ড** *সভাপতি হামরো পার্টি*

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 84C 58569 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের মতো সাধারন একজন মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারির চিরকাল প্রশংসিত। আমি কখনোই কল্পনা করিনি যে আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতবো। ডিয়ার লটারি নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সহজ মাধ্যম। আমি সবাইকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।"

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর এক বাসিন্দা রঞ্জন দলুই - কে 13.08.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

₹২.৫০ কোটির সদ্য বিজেতা

এখন বিক্রি চলছে!
NAGALAND STATE LOTTERIES
ডিয়ার ৫০০ মাথলি লটারি
ড্র এর তারিখ: ৩০.০৯.২০২৩ রাত্রি ৮ টা থেকে
MRP ₹৫০০
বিজয়ীর জন্য প্রথম পুরস্কারের পরিমান
₹২.৫০ কোটি
প্রথম পুরস্কারের ড্র হবে শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে
এবং জিতুন আরও অনেক পুরস্কার
বিষদে জানতে ফোন করুন (টোল ফ্রি):
1800 103 6711 (WB)

MARUTI SUZUKI ARENA

বড় সাশ্রয় WAGONR ₹46 000* ALTO K10 ₹57 000* S-PRESSO ₹61 000* SWIFT ₹47 000* DZIRE ₹17 000* CELERIO ₹61 000* EECO ₹29 000*

WAGONR ALTO (K10) S-PRESSO ERTIGA BREZZA SWIFT DZIRE CELERIO EECO

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM OR VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI DEALERSHIP.

Black glass on the vehicle is due to lighting effect.

MARUTI SUZUKI AUTHORIZED DEALERS: COOCHBEHAR: PODDAR CAR WORLD: 9933922222. SILIGURI: SEVOKE MOTORS: 9800013778. BEEKAY AUTO: 9932049351. GANGTOK: ENTEL MOTORS: 9933031828. JALPAIGURI: PODDAR CAR WORLD: 7478027777. MALDA: JK WHEELS (MALDA/RAIGANJ): 9733020202. SOUTH BENGAL: BEEKAY AUTO (BEHRAMPORE): 9932049458. BEEKAY AUTO (BURDWAN/KALNA): 9800045738. BEEKAY AUTO (ASANSOL/SURI/RAGHUNATHPUR): 8170019494. SWG CAR WORLD (DURGAPUR/PURULIA/BOLPUR): 8373087621. KOLKATA: ONE AUTO (MANIKTALA): 9007242424. OSL MOTOCORP (VIP ROAD): 8013299999. OSL MOTOCORP (LEE ROAD): 8337066666. PREMIER CARWORLD (B.T. ROAD/NAIHATI): 9836983691. PREMIER CARWORLD (BARASAT): 8335041313. MACHINO TECHNO (ALIPORE ROAD/BAGNAN): 9830632032. STARBURST MOTORS (MADHYAMGRAM): 9007799000. STARBURST MOTORS (KALYANI/RANAGHAT/BONGAON): 9007799000. SANEI MOTORS (VIP ROAD/TARAKESHWAR/ARAMBAGH): 8981234567. JYOTE MOTORS (SOUTHERN BYPASS): 9038212112. DEWAR'S GARAGE (COUNCIL HOUSE/UTTARPARA): 8584015204/7980654059/9903617060. DEWAR'S GARAGE (SALT LAKE): 8584888764/9955747576. DEWAR'S GARAGE (TOPSIA): 9830651308/8336908435. ONE AUTO (E.M. BYPASS/ DIAMOND HARBOUR/BUDGE BUDGE/BARUIPUR): 8584018000. BHANDARI AUTOMOBILES (NEW TOWN RAJARHAT/BASIRHAT/KRISHNA NAGAR/CHAKDAH): 9830993777. BHANDARI AUTOMOBILES (GARIAHAT ROAD): 9674515000. BHANDARI AUTOMOBILES (KONA EXPRESSWAY-HOWRAH/ULUBERIA/SALKIA): 9836002002. BHANDARI AUTOMOBILES (SREERAMPORE/DANKUNI/CHANDAN NAGAR): 9674388445. KHARAGPUR: BHANDARI AUTOMOBILES: 9002344907. BHANDARI AUTOMOBILES (CHANDRAKONA ROAD/HALDIA/CONTAI/BANKURA/TAMLUK): 9002344907. PODDAR CAR WORLD: 7291977774.

*Applicable Terms and condition available at Maruti Suzuki Arena authorized dealer. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. ^Scratch & win scheme applicable on all Arena models, except DGS&D & Bulk Deals. ^Assured Safari Trolley bag on Scratch & win gift card. All offers and scheme applicable till 30th September 2023 or till stocks last. Offers applicable on selected models. Car models and accessories shown may vary from the actual product. Images used are for illustration purposes only. Offers shown above include consumer offer andexchange bonus.

বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা মন্ত্রীর, আর্থিক সহায়তা কংগ্রেস-সিপিএমের

ট্রেন দুর্ঘটনা রুখে হিরো খুদে মুরসালিম

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : ছোট্ট হান্সের বাঁধ রক্ষার কাহিনী একসময় এই রাজ্যে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেটা ছিল সমুদ্রের হাত থেকে হল্যান্ড দেশকে রক্ষার গল্প। বাঁধের গর্তে সারা রাত হাত ঢুকিয়ে গ্রামকে রক্ষা করেছিল হান্স। তার কাহিনী কড়িয়ালি গ্রামের ছোট্ট মুরসালিম শুনেছে কি না জানা নেই। তবে শুক্রবার ভালুকা রোড স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় শরীরের লাল গেঞ্জি উড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে মুরসালিম কয়েকশো মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। তার উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসিকতাকে সাবাসি দিচ্ছেন প্রত্যেকে।

গতকাল বিকেলেই শিলচরগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের কড়িয়ালি গ্রামের ঝাঙ্গরপাড়ার মুরসালিম। তারপর থেকেই তার সাহসিকতার কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাজুড়ে। শুক্রবার সকাল থেকে ভিড় জমেছে তাদের ছোট্ট ভাঙাচোরা বাড়ির উঠোনে। ইতিমধ্যে রেললাইনের ধারে দাঁড়ানো তার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট্ট মুরসালিমের নাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে সংবর্ধিত কড়িয়ালির ঝাঙ্গরপাড়ার মুরসালিম।

এদিন সকালেও তার বাড়িতে গ্রামের প্রচুর লোক। কেউ তাকে বাহবা দিচ্ছে, কেউ তার সাহসকে কুর্নিশ জানাচ্ছে। এমনকি খবর পেয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন নিজে এদিন মুরসালিমের সঙ্গে দেখা করেছেন। মালা পরিয়ে তাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাকে পড়াশোনায় সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিন মন্ত্রীর পাশাপাশি মুরসালিমের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্বও। তার বাড়িতে যান কংগ্রেস নেতা জিয়াউর রহমান চৌধুরী, সিপিএম নেতা শেখ খলিল সহ আরও অনেকে। তাঁরা প্রত্যেকেই ছোট্ট ছেলেটিকে আর্থিক সহায়তা করেন।

ঠিক কী ঘটেছিল গতকাল? মুরসালিম জানাল, 'গতকাল খুব বৃষ্টি পড়ছিল। ভালুকা রোড রেললাইনের পাশে নয়ানজুলিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। গ্রামের আরও কয়েকজন ছিল। রেললাইনে উঠে দলের এক বয়স্ক ব্যক্তি মহম্মদ সহিমুদ্দিন দেখতে পান, আপ লাইনের নীচে বৃষ্টির জলে ধস নেমে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। তখনই দেখি, দূর থেকে ছুটে আসছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। একমাত্র আমার গায়েই লাল গেঞ্জি ছিল। সহিমউদ্দিনের নির্দেশে গায়ের গেঞ্জি খুলে ট্রেনের দিকে ছুটতে থাকি। চালকের নজরে আসার পর তিনি গর্তের ঠিক আগে ট্রেন থামিয়ে দেন। আমি সেটাই চেয়েছিলাম। ট্রেনে তো অনেক মানুষ থাকে। দুর্ঘটনা ঘটলে কী হত!'

ওয়াহেদপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মুরসালিমের বাড়িতে রয়েছে তার দুই ভাই আর এক বোন। বাবা মহম্মদ ইসমাইল পরিযায়ী শ্রমিক। বর্তমানে রাজস্থানের জয়পুরে রয়েছেন। মা মর্জিনা খাতুন বাড়ি সামলান।

মর্জিনা খাতুন জানান, 'খুব কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। ওদের বাবা বাইরে। সংসারের জন্য খুব সামান্য টাকাই পাঠাতে পারে। তা দিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ছেলে এত বড় কাজ করায় সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আমি চাই, সরকার আমাদের দিকে একটু মুখ তুলুক।'

মুরসালিমের এই কাজে খুশি তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরা। প্রধান শিক্ষক ভিক্টর ব্যানার্জি জানালেন, 'মুরসালিম খুব অনুগত ছাত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ওর এই ধরনের কাজে আমরা খুব খুশি।' স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ইসমাইল আক্ষেপের সুরে বলে ওঠেন, 'আজ মুরসালিম তার চতুরতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কয়েকশো মানুষের জীবন রক্ষা করল। কিন্তু রেল এই খবর রাখেনি। মুরসালিমের পরিচয় জানারও চেষ্টা করেনি।'

এদিকে আচমকা তাকে নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস দেখে লজ্জায় লাল গায়ের লাল টিশার্ট খুলে ট্রেনের সামনে দৌড়ে যাওয়া ছোট্ট মুরসালিম।

সৈকতের জামিনের সুপ্রিম শুনানি ২৭শে

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন উপপুরপ্রধান অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্যকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত পুরসভার বর্তমান উপপুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জামিনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

তাঁর আইনজীবী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, '২৭ সেপ্টেম্বর সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি সুপ্রিম কোর্টে হবে।' জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে নাকচ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সৈকত চট্টোপাধ্যায় ফেরার। তবে তাঁর তরফে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদনের শুনানি হবে চলতি মাসের ২৭ তারিখ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৩৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৩৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D.), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work - "Restoration of eroded Flank 1st Km of Nonai Bridge at Gairkata Ramsai Road to Satyapada MSK Road in the district of Jalpaiguri during the year 2023-2024." NIeT No. 12 of 2023-24 (1st Call). Tender Ref. No: WBPWD/EE/JPGD/NIeT-12/2023-24. Estimated Amount Put to Tender : Rs. 21,10,141.00. Bid submission closing date (online) : 09-Oct-2023, 06:00 P.M. Bid opening date (online) : 11-Oct-2023, 06:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Tender ID : 2023_PWD_572408_1. Details of NIeT documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B. ICA-T19870(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_572668_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T19875(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for Setting up of Dy-CMOH-IV Chamber & FSO Office room at the office of CMOH, Uttar Dinajpur District. NIeT No. 41 (Const.) of 2023-24. The last date & time of online bid submission: 27.09.2023 upto 01:00 P.M. visit www.wbtenders.gov.in Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Uttar Dinajpur ICA-T19831(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division-III, PWD invites online e-tender for 01 (one) no. of road works. e-NIT No. 03 of 2023-24 of the Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division No-III, PWD. Tender ID: 2023_WBPWD_555928_3. Bid submission start date (online) 26.09.2023 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 04.10.2023 at 05:00 p.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (Civil), Raiganj Sub-Division-III, PWD. ICA-T19865(1)/2023

E-TENDER NOTICE
Office of the Maynaguri Municipality
Maynaguri, Jalpaiguri
Notice for Reference NIeT No: Memo No. 1180/MNM/2023
Date: 19/09.2023 in respect of Maynaguri Municipality, Jalpaiguri
Tender ID: 2023_MAD_573181_1 to 35
i) Date of uploading tender Documents online (Publishing Date) : 25/09/2023 9:00 AM, (ii) Document download start date: 25/09/2023 9:30 AM., (iii) Bid submission start date (online): 25/09/2023 9:30 AM., (iv) Bid submission closing date(online): 10/10/2023 04:30 PM., (v) Bid opening date for technical proposals (online): 12/10/2023 04:30 PM
Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
[illegible]
ICA-T19054(4)/2023

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/জিএসইউ/৫৭ অফ ২০২৩। তারিখ: ২১-০৯-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; ক্রম নং.-১: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনের এডিএন-বি-তে রোড ওভার ব্রিজের সাথে ১০৮টি লেভেল ক্রসিং নির্মূলের জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট। (৫৬টি লেভেল ক্রসিং)। টেন্ডার মূল্য: [illegible]; বিড সিকিউরিটি: [illegible]; ক্রম নং.-২: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনের এডিএন-[illegible]-তে রোড ওভার ব্রিজের সাথে ১০৮টি লেভেল ক্রসিং নির্মূলের জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট। (৫২টি লেভেল ক্রসিং)। টেন্ডার মূল্য: ₹ [illegible]; বিড সিকিউরিটি: ₹ [illegible]/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭-১০-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১৭-১০-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (জিএস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট-টাইম ডেন্টাল সার্জনের পোস্টের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ
নং. ই/২২৭/আরইসিটিটি.পিটিডিএস/সিএমপিএস/এপি-২৩ তারিখ: ২০-০৯-২০২৩
আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট-টাইম ডেন্টাল সার্জনের পোস্টের জন্য "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ"।
ইন্টারভিউয়ের তারিখ : ০৪-১০-২০২৩।
সময় : ১০:০০ ঘণ্টা।
স্থান : চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জংশন পিন-৭৩৬১২৩-এর অফিস
পোস্টের সংখ্যা : ০১ (এক) (ইউআর)
স্টেশনের নাম : ডিভিশনাল রেল হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জংশন।
১. নিয়োগটি পার্ট টাইম চুক্তির ভিত্তিতে হবে, এক বছরের বেশি নয় অথবা ইউপিএসসি নির্বাচিত ডাক্তার দ্বারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, যেটা আগে হবে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্টেশনগুলির জন্য।
২. উভয় পক্ষের দ্বারা ১৫ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তিটি শেষ হতে বাধ্য। কোন কারণ উল্লেখ না করে, অথবা যদি কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার মানসিক/শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন।
৩. চুক্তিটি নিয়োগ নিয়মিত বা পদে নেওয়ার জন্য সেবায় ধারাবাহিকতার অধিকার অথবা চুক্তির শর্তাবলীর স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির কোন অধিকার প্রদান করবে না।
৪. পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন নিয়োগের জন্য বার্ষিক মেয়াদের সংখ্যা বছরের পর বছর ভিত্তিতে ১২টা মেয়াদ পর্যন্ত হবে অথবা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত যেটা আগে হবে এবং নিয়োগের প্রতিটি মেয়াদ এক বছরের বেশি হবে না।
৫. ০১-০৯-২০২৩ তারিখে একজন প্রার্থীর বয়স ৫৩ বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়।
৬. পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জনকে কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের দুই গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে তার চরিত্র এবং পূর্বসূরির শংসাপত্র প্রস্তুত করতে হবে।
৭. শিক্ষাগত/প্রযুক্তিগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের অবশ্যই বিডিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে নিবন্ধিত হতে হবে। ডেন্টাল সার্জনের অবশ্যই ০৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা স্নাতকোত্তর হতে হবে।
৮. মাসিক পারিশ্রমিক: ৩৬,৯০০/- টাকা (প্রতি মাসে) পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জনের জন্য (চার ঘণ্টা)।
৯. যেসব ডাক্তার ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলে ১২টি মেয়াদে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের আবেদন করার দরকার নেই।
১০. নিয়ম ও শর্তাবলী সময়ে সময়ে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক জারি করা যেকোনো নির্দেশের সাপেক্ষে থাকবে।
ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন-৭৩৬১২৩-এর অফিসে ০৪-১০-২০২৩ তারিখে ১০:০০ ঘণ্টায় সমস্ত সার্টিফিকেট/প্রশংসাপত্রের মূল কপি এবং সত্যায়িত কপি এবং দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ"-এর জন্য রিপোর্ট করতে হবে।
কোনো ভুল তথ্য/জাল একাডেমিক সার্টিফিকেট/প্রশংসাপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপর ভারত সরকারের কার্যকর আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট (জেনারেল ইনফো → ডিপার্টমেন্টস → পার্সোনেল → নোটিশ বোর্ড) ২২-০৯-২০২৩ তারিখে দেখুন।
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রাসায়নিক সারের বিকল্প বোঝাতে চাষিদের প্রশিক্ষণ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : চা বাগানকে পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে যেভাবে ফাঁদ দেওয়া হয়, ফসল বাঁচাতে ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চলেছেন কৃষকরা। জমিতে রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে এই রকম বিভিন্ন বিকল্পের পথ দেখাচ্ছে কৃষি দপ্তর। কৃষকদের এই নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু হয়েছে।

হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার শেখানো হচ্ছে কৃষকদের। শনিবার চিলাপাতায়।

শুক্রবার ও শনিবার এইরকম দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়েছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায়। ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অফ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোরান্টাইন অ্যান্ড স্টোরেজের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এইরকম প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই সংস্থার মাধ্যমে কলকাতার ইন্ট্রিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্টের রিজিওনাল সেন্টারের কর্তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

চিলাপাতায় প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্ট্রিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পাভেল মজুমদার এবং অনিতা দেভি। এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে অনিতা বলেন, 'চাষবাস করা মানেই শুধু ইচ্ছেমতো রাসায়নিক বা কীটনাশক ব্যবহার করা নয়। এগুলো ছাড়াও বা কম ব্যবহার করে চাষবাস করা যায়। কীভাবে সেটা করা যায় সেটাই কৃষকদের শেখানো হচ্ছে। ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে বিষয়গুলো বোঝানোর পর জমিতে নিয়ে গিয়েও হাতেকলমে কাজ শেখানো হচ্ছে।' এরকম প্রশিক্ষণ কয়েক বছর আগে জেলায় হয়েছিল। সম্প্রতি ফালাকাটায় এই শিবির করার পর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে করা হচ্ছে।

সোনাপুর গ্রিনভ্যালি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির প্রায় শতাধিক কৃষক এই শিবিরে অংশ নিয়েছেন। কৃষকদের মূলত তিনটি বিকল্প পদ্ধতি শেখাচ্ছেন কৃষিকর্তারা। চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক, জৈবিক, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জোর দিতে বলা হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে কোনও চাষের আগে ভালো করে জমি চাষ করা, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা, মাটি শোধন ও বীজ শোধন করতে হবে। কৃষকদের ট্রাইকোড্রেমা তৈরি করাও শেখানো হয়। এটি প্রাকৃতিক বন্ধু ছত্রাক। চাষের আগে জমিতে বন্ধু ছত্রাক দিলে একদিকে জমি যেমন উর্বর হবে তেমনই ফসলের শত্রু ছত্রাকদের নষ্ট করা যাবে। দ্বিতীয়ত, জমিতে বেশি পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। যদি ফসলে পোকা দেখা যায়, তবে কীটনাশক স্প্রে না করে আকন্দ, নিম, ধুতুরা পাতা জলে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে জমিতে। এগুলো কাজ না হলে শেষে কীটনাশক। তবে সেটাও খুব অল্প পরিমাণে। অন্যদিকে, চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যহারের পরামর্শ দেন কৃষিকর্তারা। চা বাগানে যেভাবে হলুদ আঠালো ফাঁদ দেওয়া হয় পোকামাকড় থেকে চা পাতা বাঁচাতে, তেমনই চাষের জমিতে ফসল থেকে এক ফুট উঁচুতে হলুদের সঙ্গে নীল, সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে জমিতে। আবার বোতল দিয়ে কীভাবে নিজেরাই বাড়িতেই পোকামাকড় থেকে ফল গাছকে বাঁচানোর জন্য মিথাইল ইউজেনল ট্র্যাপ, সবজি বাঁচানোর জন্য কিউ লিউর ট্র্যাপ ও লাইট ট্র্যাপ বানানো যায় সেগুলো কৃষকদের শেখানো হয়।

ডিয়ার লটারিতে প্রাপ্তি আড়াই কোটি

নিউজ ব্যুরো

২৩ সেপ্টেম্বর : জলন্ধরের ব্যবসায়ী ভিরিন্দর শর্মা নাগাল্যান্ড রাজ্যের 'ডিয়ার সাওন মান্থলি লটারি'-তে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ২.৫০ কোটি টাকা জিতেছেন। এত টাকা জিতে স্বভাবতই উত্তেজিত ভিরিন্দর।

তাঁর কথায়, 'আমার লটারির টিকিট কেনার অভ্যেস রয়েছে এবং ছোট ছোট পুরস্কার জিতেছিও। কিন্তু এবার এত টাকা পুরস্কার পেয়ে আমি রোমাঞ্চিত। আমার পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এই পুরস্কৃত অর্থ ব্যবহার করব।'

2 BHK FLAT IN GARIA KOLKATA FOR SALE
A 2BHK, 800 sq. ft. Flat with balcony in a quiet G+3 residential building with lift for outright sale. A 5-minute walk from Geetanjali Metro Station. Interested buyers may contact 8617251354 between 9 am and 5 pm.

CINEMA সিনেমা

ভর্তি

■ শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে দোতলা ও চারতলায় শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ২টি সিঙ্গলরুম ভাড়া দেব। M :9476386697. (C/107468)

ভর্তি চলিতেছে

■ ২০২৩-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কোচবিহার জেলায় স্বনামধন্য B.Ed. কলেজে কয়েকটি আসনে ভর্তি চলিতেছে। 9851401724, 7384532442. (B/S)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি বলতে শেখার অপূর্ব সহজ নতুন পদ্ধতি। গাইডেন্স সহ একটি বই 100/-। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/107459)

চিকিৎসা

■ ১০০% নিশ্চিত ফলাফল। হার্ট-ব্লকেজ হাঁটুর ব্যথা, ব্রেস্ট-টিউমার স্বাভাবিক হবে, মাত্র ৩০ থেকে ৯০ দিনেই। 8240876794 (শিলিগুড়ি)। (C/107464)

আয়া/সেবিকা

■ লক্ষ্মী আয়া সেন্টার- এখানে নার্স, আয়া, 24 ঘণ্টা ঘরোয়া কাজের লোক পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি। M-8927215865, 6295862724. (C/107446)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া, দাদাভাই মোড়ের সামনে 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া। সরকারি চাকরিজীবী কাম্য। M-9083405817. (C/107522)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া, সারদামণি রোডে প্রথম তলা 1200 Sq.ft. সম্পূর্ণ রেডি ফার্নিচার সহ অফিস ভাড়া দিতে চাই। M-8918452124. (C/107460)

■ 800 Sq.ft. Godown for Rent, Near U.B.S. Printing press, Siliguri. M-9832347468. (C/107462)

■ 2 BHK ফ্ল্যাট গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভাড়া দেবো। N.S. Rd. by লেন, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। M-9475764429, 10 A.M.-9 P.M. (C/107463)

■ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড-এ ৮ বেড ডর্মিটরি হস্টেল ভাড়া দেওয়া হবে একটি বেড হিসাবে। Contact No. 9474104675. (C/107520)

■ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট/রেলগেট/হকার্স কর্নার/এসএফ রোডে দোকান ভাড়াতে চাই। M- 8250136548. (C/107457)

■ 3 BHK flat for rent in Siliguri, Deshbandhu Para. 9851012453. (C/107564)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি মেইন রোডের পাশে ৮০০০ sq.ft. বিল্ডিং ভাড়া দেওয়া হবে, সত্বর। M : 9547472342. (C/106173)

■ দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি নীলনলিনি কমপ্লেক্স বিল্ডিং, পানিট্যাংকি মোড়, বিধান রোড। M-7003425329. (C/107456)

■ 3rd. floor Near Matri Bhandar Aurobindo Pally, Siliguri, 734006. M- 9434050112. (C/107532)

লোন

■ প্রোজেক্ট লোন, হোম, ল্যান্ড পার্চেজ, মর্টগেজ, ক্যাশ ক্রেডিট, OD, বিজনেস, সিকিউরেড/আনসিকিউরেড, পার্সোনাল। Ph : 9002090243. (C/107439)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/106976)

দেবকুমার শাস্ত্রী
আজই আসুন। নিখুঁত ভাগ্যগণনায় লাভ করুন আপনার সৌভাগ্য।
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
শিলিগুড়ি - ফোন: 96359 51733
সোমবার থেকে শনিবার, দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা

হোম ডেলিভারি

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে বসে মুখরোচক ও ফ্রেশ বিরিয়ানি, রোল, মোগলাই, মোমো, ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন ও আরও অনেক খাবার ফ্রি-তে হোম ডেলিভারি পেতে ফোন করুন- 9339679699. (C/107526)

প্রোমোটার চাই

■ বাতাসী বাসস্ট্যান্ড-এর কাছে মার্কেটের উপরে 6000 Sq.ft. স্থান প্রোমোটারকে দিতে চাই। ইচ্ছুক প্রোমোটারগণ যোগাযোগ করুন- 7602312984. (C/107565)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি MD. Ajahar Ali, পিতা : Late Md. Ajimaddin, কিছু নথিপত্রে আমার নাম Ajahar Ali এবং আমার পিতার নাম Ajiraddin হিসাবে উল্লেখ থাকায় গত 21.09.2023 জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেফিট বলে Md. Ajahar Ali এবং আমার পিতা Late. Md. Ajimaddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম ও হইল। (C/107563)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি উত্তর সেনপাড়াতে 3 কাঠা জমি সহ রেডি বাড়ি সত্বর বিক্রয় হবে। মূল্য 51 লাখ। M : 9635635900. (C/107461)

■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রামে 2 BHK Flat (3rd Flr) বিক্রয়। M : 9101926230. (C/107526)

■ অরবিন্দপল্লিতে 1st Floor ও 3rd Floor back 850 sq.ft. ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 9064799339. (C/107533)

■ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় ২ কাঠা 5 ছটাক জমি সহ বাড়ি বিক্রি হবে। দালাল ছাড়া যোগাযোগ। M : 97342 42118. (C/112668)

■ পূর্ব রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়িতে দেড় কাঠার জমিতে নির্মিত বাড়ি বিক্রয়। Ph. 9832384351. (C/107551)

বিক্রয়

■ অরবিন্দপল্লি মেইন রোডে তিন তলায় 700 sq.ft ফ্ল্যাট বিক্রয়। (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। 9851088783. (C/112675)

■ 3 BHK Flat with Garrage for sale at Hakimpara, 3rd floor with lift. Ph. 8250014815. (C/107459)

■ 2 BHK Flat 840 sq.ft. with 2 toilets, 1 Balcony at 3rd floor, Hati More for sale. Contact No. 8617220750. (C/107542)

■ 5 Katha residential land for sale 5 Lak/katha. Kanal road Fulbari (Vest Land). 9832386189. (C/107531)

■ Residential Land for sale. 2.5 Katha, East facing, 18 ft wide road @ shaktigarh road no-3. (Rs. 83 Lk). Con- 9832386189. (C/107531)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 21/12, কেরল 4/2/24, বাংলাদেশ 24/11/23, 2/2/24, দুবাই 26/2, কাশ্মীর 23/3, হিমাচল 23/3। M : 9733373530. (K)

অর্কেস্ট্রা

■ অভিজ্ঞ বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে মুম্বই, কলকাতা, অসম, উত্তরবঙ্গ এবং লোকশিল্পী ও আদিবাসী শিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠান করুন। মেলোডি টাচ অর্কেস্ট্রা। ফোন- 9434350478, কোচবিহার। (C/106188)

কর্মখালি

■ The Paan Place শিলিগুড়িতে (১) খিলিপান বানানোর জন্য দক্ষ পুরুষকর্মী প্রয়োজন, (২) ফুড ও বেভারেজ ম্যানেজার - পুরুষ/মহিলা, হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা থাকা বাঞ্ছনীয়। M : 8918394139. (C/107467)

■ Urgent recruitment, Sales executive 2 posts experience required 10 years, HR and Credit Manager, retired persons preferred. Apply to sonaifurniture. sales@gmail.com (C/107571)

■ Wanted a male staff for a NGO Office at Siliguri having knowlege of Tally and MS Office. PL Contact- 6297741703. (C/107467)

■ শিলিগুড়ির লোকাল Area-তে চা প্যাকেটের মার্কেটিং-এর জন্য 6-10 বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Salesman চাই। M : 8759187453. (C/107465)

■ Anandaloke Siliguri hiring (A) Experienced B.Tech. Civil Engineer, (B) Optometrist. Ph : 8116610703. (C/107458)

■ Pvt. Firm-এ নির্মাণ কাজের জন্য অভিজ্ঞ সুপারভাইজার/Civil Diploma এবং 4 চাকার ড্রাইভার চাই। (M) 7797803077. (A/B)

কর্মখালি

■ Reput. Eng. Co. looking for Mechanical Eng. Req. Male candidate. Min. Exp. 1-3 yrs. Salary : 15-20K. hr@npec.in (C/107456)

■ Reput. Eng. Co. looking for Sales Exe. Req. Mechanical Eng. (Male), Min Exp. 1-3 yrs., Salary 20-30K. hr@npec.in (C/107456)

■ Staff required for Iron & Steel Godown in Slg. Interview at India Pipes & Steel Ag., Opp. Hotel Gateway Lane. 12 P.M. to 3 P.M. 25th to 27th Sept.'23. (C/107562)

■ শিলিগুড়িতে Aquapuro System LLP Company-তে Water Purifier ও Kitchen Chimney Sales-এর জন্য ছেলে ও মেয়ে চাই। এবং Service-এর জন্য অভিজ্ঞ Technician চাই। বেতন-10100+Incentive. Ph : 9933677577, 8670330060. (M/M)

■ A Tea Estate in South Terai looking for a Senior Accountant with 5-6 years experienced well conversant with Tea garden Computerised Accounting using Grill-4.5 and Conversed with Garden Accounting Matters too apply immediately at rdteabharat@gmail.com (C/107556)

কর্মখালি

■ সবসময় বাড়িতে থেকে ঘরের কাজের জন্য মহিলা চাই, NJP, Slg. 9434376803. (K)

■ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার জানা ছেলে চাই, বেতন ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা, শিলিগুড়ি। 9635021097. (C/107528)

■ Airtel Company-তে Sales-এর জন্য Male/Female candidate প্রয়োজন। মাসিক আয় 10,000+Incentive. শিলিগুড়ি লোকাল বাসিন্দা প্রয়োজন। (M) 9933317007, 9932981085. (C/107568)

VACANCY

■ Wanted Lady Counsellor to educate and communicate with female patients of a Gynaecologist. Proficiency in Bengali, Hindi and Nepali preferable. Mail your resume to : carrer@nrkss.com

Security Guards

■ Required for a Township Project in Siliguri. Security Agency to offer all inclusive (PF/Gratuity/ESIC/Annual Statutory Bonus/Uniform etc) best rate for 12/8 Hrs. duty by 26 Sep. 2023. No accommodation will be provided at site. Contact : 9434744794. (C/107558)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফের ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির সরঞ্জাম উদ্ধার

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার ফের চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একজনের বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ বেশ কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি সংক্রান্ত সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। তবে এদিনের পুলিশি অভিযানে অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তারের খবর নেই। সম্প্রতি রাজ্যে আধার কার্ড ও বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে জালিয়াতির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া থানা এলাকাতেও সাইবার অপরাধে অভিযুক্তরা জাল বিস্তার করে চলেছে। এ ব্যাপারে এলাকায় পুলিশ কড়া নজরদারি শুরু করেছে। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বনের ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলা হচ্ছে। উল্লেখ, সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে সম্প্রতি ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ ও চোপড়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়।

নালা তৈরিতে সোকপিট

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ এলাকায় নিকাশিনালার ক্ষেত্রেও এখন থেকে সোকপিট বাধ্যতামূলক হচ্ছে। ইতিমধ্যে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোকপিট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন রোগের বাহক মশা, মাছির বংশবিস্তার রুখতে নয়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন এলাকায় টিউওয়েল বা ট্যাপকলের অপচয় হওয়া জল গড়িয়ে আশপাশের গর্তে জমা হয়। আর এই জমা জল থেকেই অনেক ক্ষেত্রে মশামাছির বংশবিস্তার ঘটছে। চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বলেন, 'এলাকার অধিকাংশ স্কুলেই ইতিমধ্যে সোকপিট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। মূলত জমা জল থেকে মশামাছির বংশবিস্তার থেকে রক্ষা পাওয়া এবং অপচয় হওয়া জল ভূগর্ভে ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই সোকপিট তৈরির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'নতুন নির্দেশিকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এখন থেকে নিকাশিনালার জন্য সোকপিট তৈরি বাধ্যতামূলক হয়েছে। এখন থেকে এলাকার কোথাও নিকাশিনালার কাজ করতে হলে সেখানে যাতে সোকপিট করা যায়, এই চিন্তাভাবনা মাথায় রাখতে হবে।'

সার্চলাইট ও পটকা বিলি

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের অধীনে হাতি উপদ্রুত এলাকার গ্রামগুলিতে ৭টি কুইক রেসপন্স টিমকে ২টি করে সার্চলাইট এবং পটকা দিল বাগডোগরা বন বিভাগ। শনিবার নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলালজোত, মহাসিংজোত এবং জমিদারগুড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত কিউআরটি দলের সদস্যদের হাতে সার্চলাইট এবং পটকা তুলে দেওয়া হয়। বাগডোগরা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'হাতি গ্রামে ঢুকলে বন বিভাগকে খবর দিলে বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছানোর আগে প্রথমে কিউআরটি দলের সদস্যরা কাজ শুরু করবেন। এতে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে।' রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন, বাগডোগরা জঙ্গলে এখন প্রায় ৫০টি হাতি এবং টুকুরিয়া জঙ্গলে প্রায় ৩০টি হাতি রয়েছে। বৃষ্টির জন্য জঙ্গলে প্রচুর ঝোপঝাড় থাকায় গ্রামে এখনও উপদ্রব শুরু হয়নি। তবে মাঠে ধান পাকলে গ্রামে হানা শুরু হবে।

পুরস্কৃত রক্তদাতা

কালচিনি, ২৩ সেপ্টেম্বর : রক্তদান করাটা রঞ্জিতের পেশা নয়, নেশা। আর সেই নেশার বশেই এখনও অবধি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ১১২ বার রক্তদান করে ফেলেছেন নিমতিঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা রঞ্জিত মিশ্র। তাঁকে স্বীকৃতি দিতে তাঁকে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রামকৃষ্ণ সেবা ফাউন্ডেশন ও মেজর ধ্যানচাঁদ খেল উত্থান সমিতি।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই খাবার সংগ্রহ করে ফিরছে কুনকি। শনিবার জলদাপাড়ায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার, ধৃত ১

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির দাগাপুরের বিতর্কিত রিসর্টে গ্যাংটকের এক ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে রাহুল গুপ্তা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি খালপাড়া এলাকায়।

অভিযুক্তকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দশদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। মৃত ব্যবসায়ীর নাম তেনজিং লেহেনডুপ কুলসবাপা। মৃতের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত আরও একজন পলাতক রয়েছে। তার খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির দাগাপুরের একটি রিসর্টের ঘর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যক্তি গ্যাংটকের বাসিন্দা ছিলেন। দেহ উদ্ধারের সময় তাঁর গলায় দাগ ছিল। প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হলেও গত ৩ মার্চ প্রধাননগর থানায় রাহুল গুপ্তা এবং দাসো কেজা নামে দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের স্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা রুজু করা হয়।

দাগাপুরের বিতর্কিত রিসর্ট

অভিযোগ, পোকার খেলার জন্য ওই ব্যক্তিকে দাগাপুরের ওই রিসর্টে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মৃতের দেহ উদ্ধার করার পর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ওই রিসর্টের ঘর থেকে একটি বেল্ট, বেল্টের ভাঙা অংশ, গ্লাস, কাপ থেকে সিগারেটের শেষাংশ এবং ব্যবহৃত কন্ডোম উদ্ধার করেন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিল অভিযুক্তরা।

সম্প্রতি ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি আবাসনে মূল অভিযুক্ত রাহুল গুপ্তাকে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। খবর পেয়েই শুক্রবার রাতে প্রধাননগর থানার পুলিশের একটি দল ওই আবাসনে হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত জেরায় অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন পোকার খেলতে গিয়ে অনেক টাকা হেরে যান গ্যাংটকের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। এরপরেই ঝামেলা শুরু হয় দুই পক্ষের। এই ঘটনার পরেই রিসর্টে থাকা পোকারের বোর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

এদিকে, দাগাপুরের ওই রিসর্ট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একের পর এক অভিযোগ আসছে। প্রথমেই ওই রিসর্ট সরকারি জমি এবং নদীবাঁধ দখল করে তৈরি করেছে বলে অভিযোগ। এরপর কিছুদিন আগেই ওই রিসর্টে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার এই মামলা সামনে আসায় ওই রিসর্ট নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে।

পথবাতি বিকল থাকায় অন্ধকারে নকশালবাড়ি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নকশালবাড়ি ব্লকজুড়ে পথবাতি লাগানো হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সেই পথবাতিগুলি বিকল হয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, একাধিকবার টেন্ডার ডেকে টাকা খরচ করে পথবাতি লাগানো হচ্ছে। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেগুলি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের ফলেই এমন হচ্ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

ব্লকের নকশালবাড়ি, মণিরাম, হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সংসদে সৌরবাতি ও বৈদ্যুতিক পথবাতি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কোথাও সৌরবাতি জ্বলছে না। কোথাও আবার বৈদ্যুতিক পথবাতির তার ছিঁড়ে গিয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে অনেক সময়ই হাতি চলে আসে। দুর্গাপুজোর সময় হাতির উপদ্রব আরও বাড়ে বলে দাবি বাসিন্দাদের। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তা অন্ধকার হয়ে থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগর, রায়পাড়া, খালবস্তি, আজমাবাদ এলাকাতেও সৌরবাতি ও পথবাতি বসানোর কিছুদিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। খালবস্তির বাসিন্দা পরিমল বর্মনের বক্তব্য, 'আমাদের এলাকায় প্রায় ৫০টি পথবাতি রয়েছে, সেগুলির সবক'টিই খারাপ। বাতিগুলি লাগানোর মাস দুয়েকের মধ্যেই সেগুলি জ্বলছে না। সন্ধ্যার পর আর বেরোতে পারি না।' একই সমস্যা প্রেমনগরেও। সেখানকার বাসিন্দা বিজয় সিংহের অভিযোগ, 'পথবাতিগুলি এক মাসের মধ্যেই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এভাবে নিম্নমানের কাজ করে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে।'

রায়পাড়াতে ভেঙে পড়ে আছে সৌরবাতির খুঁটি।

রায়পাড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি সৌরবাতির খুঁটি পর্যন্ত ভেঙে পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ সিংহ জানান, এতই নিম্নমানের কাজ হয়েছে যে, সৌরবাতি বসানোর মাস দুয়েকের মধ্যেই সেগুলি ভেঙে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, জনপ্রতিনিধিরা শুধু পকেট ভর্তি করতে ব্যস্ত।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড গঠনের পরে ব্লকজুড়ে ধাপে ধাপে টেন্ডার করে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার সৌরবাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় এই কাজ হয়। অন্যদিকে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে গত এক বছরে ধাপে ধাপে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ডে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার সৌরবাতি বসানো হয়েছে। রায়পাড়া, বুধকরণ, আজমাবাদ চা বাগান, শান্তিনগর, নকশালবাড়ি চা বাগানে এই সৌরবাতিগুলি বসানো হয়েছে। প্রতিটি সৌরবাতি পিছু ৩৫ হাজার টাকার বাজেট ধরা হয়েছিল। অন্যদিকে, নকশালবাড়িতে বৈদ্যুতিক পথবাতির জন্য বিভিন্ন ধাপে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। অথচ যতগুলি খুঁটি বসানোর কথা, তা বসানো হয়নি বলে অভিযোগ।

পরে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত আবার নতুন করে ৯ লক্ষ টাকার পথবাতির টেন্ডার ডাকে। যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬টি সংসদে প্রায় ১৩০০ খুঁটিতে পথবাতি লাগানোর নির্দেশ ছিল। প্রতি খুঁটি পিছু ৭০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এতবার টেন্ডার ডেকে পথবাতি লাগানোর ব্যবস্থা করা হলেও আখেরে লাভ হচ্ছে না কেন? বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাজের মান খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একই এজেন্সি ও ব্যবসায়ীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো জানান, নিয়ম অনুযায়ী যে ঠিকাদার টেন্ডার পাবেন, তাঁদেরই সৌরবাতি বা বৈদ্যুতিক বাতি খারাপ হলে লাগাতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার পর পঞ্চায়েত সদস্যদের পুরো কাজ বুঝে নেওয়ার কথাও বলা হয়। তাঁর কথায়, 'পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে ঠিকাদারের কী চুক্তি হয়, তা বলতে পারব না। কোথাও বাতি খারাপ হলে অভিযোগ না জানালে এজেন্সির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারব না।'

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষের দাবি, 'আমরা বোর্ড গঠনের পর কোনও সৌরবাতির কাজ করিনি। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেই এই কাজ হয়। নিয়ম মেনে একই এজেন্সি বারবার টেন্ডার পেতেই পারে। তবে দুর্নীতি হলে খতিয়ে দেখব।'

অবৈধ সিলিন্ডার বিক্রিতে ধৃত এক

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির কারবার রুখলেন এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন ময়লানিজোত এলাকায় হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের ঘোষপুকুর শাখা। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত সুরজপ্রসাদ শা (৩৬) দীর্ঘদিন থেকে বড় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে ভরে বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তের হেপাজত থেকে ২৭টি সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি ছোট সিলিন্ডারও ছিল বলে সূত্রের খবর। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কি না তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সুকনা চা বাগানে চিতাবাঘের শাবক।

বাগানে তিন চিতাবাঘের শাবক

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : তরাইয়ের সুকনা চা বাগানে শনিবার তিনটি চিতাবাঘের শাবক দেখে চাঞ্চল্য পড়ে যায় শ্রমিকদের মধ্যে। সকালে চা বাগানের ১ নম্বর সেকসনে পাতা তুলতে গিয়ে চা গাছের ঝোপে তিনটি শাবক দেখেন শ্রমিকরা। বাগানের মধ্যে মা চিতাবাঘ থাকতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। সুকনা স্কোয়াডকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে আসে। একজন বনকর্মীকে পাহাড়ায় রাখা হয়। কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত শাবকদের নিতে আসেনি মা চিতাবাঘ।

গাড়িধুরায় হোটেল ম্যানেজমেন্ট রাজ্যের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উচ্চশিক্ষা বা জব ওরিয়েন্টেড কোর্সের জন্য কেউ রাজস্থানের কোটা, কেউ আবার হায়দরাবাদ বা মুম্বই ছুটে যান। কেন তাঁরা ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন, এই প্রশ্ন বারবারই ওঠে। সামনে চলে আসে রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব প্রসঙ্গ। এমন পরিস্থিতিতে উত্তরের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পর্যটনকে ভিত করতে চাইছে। তাই গাড়িধুরায় স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট গড়ে তুলতে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছে। কর্মনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে জেলা শাসকের দপ্তর গত মঙ্গলবার পর্যটন দপ্তরের হাতে ৫.৭২ একর জমি তুলে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে।

পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ বলেন, 'পর্যটনকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া যুবক-যুবতীদের সংখ্যা বর্তমানে কম নয়। তাই পর্যটনের বিকাশের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। সরকারি প্রচেষ্টাতেই গাড়িধুরায় হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হচ্ছে।'

পর্যটনকেই উত্তরবঙ্গের আর্থিক ভিত হিসেব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অনেকদিন আগেই রাজ্যের তরফে নেওয়া হয়েছে। এবার পর্যটনকে ভিত ধরে সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দার্জিলিং জেলার গাড়িধুরায় স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট গড়ে উঠতে চলেছে।

পড়ুয়াদের স্বার্থে

- টুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল, হসপিটালিটি, বিজনেস অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্টের মতো কোর্সগুলিকে প্রাধান্য
- কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত, তাই হস্টেলের সুবিধা
- আগামী এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি চালুর পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে অনেক বেসরকারি হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট রয়েছে। সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আর্থিক কারণে সাধ থাকলেও অনেকেই এখানে পড়তে পারে না। একারণেই রাজ্য সরকার এবার উত্তরবঙ্গে প্রথম সরকারি উদ্যোগে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী এক বছরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি চালু করে দেওয়া হবে। টুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল, হসপিটালিটি, বিজনেস অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো কোর্সগুলিকে প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেহেতু উত্তরবঙ্গের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাই হস্টেলের সুবিধা থাকবে।

তিনটি জমি পরিদর্শনের পর পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরা গাড়িধুরার জমিটি নির্বাচিত করেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫০ মিটার উচ্চতায় থাকা জমিটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অবস্থানগত দিক দিয়ে অসাধারণ। গাড়িধুরা পুলিশ ফাঁড়ির কাছে থাকা জায়গাটির পাশ দিয়ে যেমন মিরিক যাওয়ার রাস্তা চলে গিয়েছে, তেমনই পাঙ্খাবাড়ি রোডও রয়েছে।

অনিয়মের অভিযোগ নকশালবাড়িতে

ক্লাস হয় না, গল্পে সময় কাটায় পড়ুয়ারা

নকশালবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিয়ম করে স্কুলে আসে পড়ুয়ারা। কিন্তু স্কুলে ক্লাসই হয় না। এমনই অভিযোগ নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে। তাই সারাদিন পড়ুয়ারা খেলাধুলো করে, গল্পগুজব করে বাড়ি চলে যায়। এভাবেই চলছে দিনের পর দিন। শিক্ষিকাদের এমন আচরণে স্কুলের মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের মধ্যে চিন্তার ভাঁজ। এমন সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি ও টিচার ইনচার্জ। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষিকাদের অনেকেই ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকেন। যাঁরা আসেন, তাঁরাও ক্লাস নিতে চান না। অফিসঘরে বসে থাকেন। স্কুলের এমন পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। টিচার ইনচার্জ অদিতি সাহার বক্তব্য, 'অধিকাংশ শিক্ষিকাই চাইল্ড কেয়ার লিভ নিচ্ছেন। ফলে তাঁদের কিছু বলা যাচ্ছে না। আমিও চাই অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে সরাসরি ওই শিক্ষকদের বলুন বা শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানান।'

সম্প্রতি স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায়কে কয়েকজন অভিভাবক এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পৃথ্বীশ বলেন, 'স্কুলে ক্লাস না হওয়ায় অভিভাবকরা আমাকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অধিকাংশ শিক্ষিকাই ছুটি নিয়ে চলে যান। এর ফলে পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে শুনেছি। এর আগে মিটিংয়ে শিক্ষিকাদের ছুটি নেওয়ার বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখতে বলেছি। শিক্ষিকারা ক্লাস বাদ দিয়ে ছুটিতে থাকবেন এটা মেনে নেওয়া যাবে না। মিটিং ডেকে পুনরায় এই বিষয়ে শিক্ষিকাদের সতর্ক করা হবে।'

১৯৭৩ সালে স্থাপিত নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সংখ্যা ২ হাজার। আশপাশের গ্রাম ও চা বাগানের বিস্তীর্ণ এলাকার ছাত্রীরা এই স্কুলের উপর নির্ভরশীল। স্কুলে স্থায়ী শিক্ষিকা রয়েছেন ৩১ জন, প্যারাটিচার রয়েছেন ৬ জন। একজন কম্পিউটারের শিক্ষিকা রয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষিকাদের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। স্কুল সূত্রে খবর, শিক্ষিকাদের প্রত্যেকেই চাইল্ড কেয়ার লিভ নিয়ে প্রায় মাসখানেক ধরে ছুটি নিচ্ছেন। ৩১ জনের মধ্যে ১০ জনই এমন ছুটিতে থাকছেন। বাকি শিক্ষিকারাও ক্লাসে আসতে চান না। নিয়ম অনুযায়ী, টিচার ইনচার্জ ছুটির ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ফলে শিক্ষিকারা বিনা বাধায় ছুটি নিচ্ছেন। সম্প্রতি স্কুলের টিআইসি পরিবর্তন নিয়েও শিক্ষিকাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক দশম শ্রেণির এক ছাত্রী জানায়, বছরের শুরুতে কিছুদিন সব ক্লাস হয়েছিল। কিন্তু তিন-চার মাস ধরে সারাদিনে শুধু ইতিহাসের ক্লাস হয়। বাকি বিষয়গুলির কোনও ক্লাস হয় না। কখনও দেখা যায় শিক্ষিকারা ছুটিতে রয়েছেন, কখনও স্কুলে এলেও অফিসঘরে বসে থাকেন। ওই ছাত্রীর প্রশ্ন, 'আমরা পরের বছর মাধ্যমিক দেব। এভাবে ক্লাস না হলে পরীক্ষায় কী লিখব?'

সুশান্ত বাড়ৈ নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'আমার মেয়ে এবার মাধ্যমিক দেবে। প্রতিদিন আমাকে বলে, স্কুলে ক্লাস হয় না। গল্পগুজব, খেলাধুলো করেই সারাদিন কেটে যায়। এভাবে চললে গরিব পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কোথায় যাবে?' তাঁর সংযোজন, 'মেয়েকে প্রতিটি বিষয়ের জন্য টিউশনে দেব, তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই। স্কুলের ওপরই নির্ভর করতে হয়। সেখানেও পড়াশোনা না হলে আমাদের মতো পরিবারের মেয়েরা কী করবে? তাই আমরা পরিচালন সমিতির সভাপতিকে অভিযোগ জানিয়েছি।'

আজ এবিটিএ'র মেধা অন্বেষণ

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : রবিবার জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নিখিলবঙ্গ মেধা অন্বেষণ-২০২৩ অভীক্ষা। আয়োজনে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। যদিও এই আয়োজনকে রাজনীতিমুক্ত রেখেই পরিচালনা করা হবে বলে দাবি সংগঠনের। জেলার প্রতিটি ব্লক মিলিয়ে ৪৩টি কেন্দ্রে মোট চার হাজারের বেশি প্রাথমিক পড়ুয়া এই অভীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় এই অভীক্ষা হবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা এতে অংশ নিতে পারবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'বর্তমানে ক্রমশ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারাতে বসেছেন। সেই কারণেই শিক্ষার বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝে নিতে চাইছি, আমরা ছাত্রদের যা পড়াচ্ছি সেটা আসলেই মেধা তৈরির ক্ষেত্রে কতটা কাজে লাগছে।' এই অভীক্ষার পরবর্তীতে পড়ুয়াদের জন্যে পুরস্কার ও শংসাপত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাতে প্রাথমিক স্তরের এই শিশুরা বাড়তি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাবে বলেও মনে করছেন আয়োজকরা। তবে অভিজ্ঞ মহলের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থন পাওয়ার জন্যেই সরাসরি সংগঠনের নাম ব্যবহার করেনি আয়োজকরা। এই ধরনের কর্মসূচি এবারই প্রথম নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জলপাইগুড়ির পাশাপাশি সারা রাজ্যেই একই দিনে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সেই কারণেই প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে।

রাজগঞ্জের বলরামহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাপি দে'র বক্তব্য, 'শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবেই অন্যতম অধিকার হিসেবে বলা হয়েছে। যখন সরকারি নীতির ভুলে মানুষ বেসরকারি শিক্ষামুখী হচ্ছেন তখন এই ধরনের আয়োজনকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।' শিক্ষাকে বাঁচাতে বিকল্প চিন্তার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডল। তিনি জানান, সংগঠনের সদস্য ছাড়াও বহু শিক্ষক এই কর্মসূচিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

চুরিতে ধৃত তিন

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চোপড়া হাইস্কুলে জানলার পাল্লা খুলে ১৪টি সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় শুক্রবার রাতে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি দাসপাড়া এলাকায় একটি মুদির দোকানে চুরি হয়। শুক্রবার রাতে সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দুটি চুরির ঘটনায় ধৃতদের শনিবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিন ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পালাল চোর

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার ভৈষপিটা এলাকায় চুরি করতে এসে গৃহকর্তার চিৎকারে পায়ের জুতো ও তালা ভাঙার সরঞ্জাম ছেড়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি বাড়িতে টোটো চুরির উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা আসে। কিন্তু বাড়ির লোকজন টের পেয়ে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা আসেন। তাঁদের দেখে জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার কথা পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।

ধৃতকে জেরা করে পাচারকারীর হদিস

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : অনুপ্রবেশকারীকে হেপাজতে নিয়ে গোরু পাচার এবং চোরাচালানে জড়িত স্থানীয় বেশ কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। দীর্ঘদিন থেকেই শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের অভিযোগ উঠছে। পাশাপাশি, সীমান্তের মহানন্দা পেরিয়ে এদেশে বাংলাদেশি প্রবেশেরও ঘটনা ঘটে চলেছে। কয়েকদিন আগেই ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের মহম্মদ সাবুর আলিকে পুলিশ হেলাগছ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের আর্জিমতো শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ধৃতের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করে। তাকে হেপাজতে নিয়ে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তিদের নাম জানতে পেরেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। এদের মধ্যে কয়েকজন এলাকায় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আড়াল করে বেড়াচ্ছে বলেও খবর মিলেছে।

ঘটনার দিন সাবুর ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এদেশে প্রবেশ করেছিল। বাকিরা পালিয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে, সকলেই স্থানীয় কোনও আশ্রয়দাতার কাছেই রাত কাটিয়েছিল। এর আগেও ফাঁসিদেওয়া থানা ভিনদেশিদের অবৈধভাবে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, এবারে শুধু আশ্রয়দাতারা নয়, বরং ধরা পড়তে পারে বাংলাদেশি চোরাচালানকারী চক্রের স্থানীয় মূলচক্রীরাও।

মহানন্দার পাড়ের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তকে কাজে লাগিয়ে ফাঁসিদেওয়া যেভাবে চোরাচালানের করিডর হয়ে উঠেছে তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ এলাকার মানুষের কপালে। মাঝেমধ্যেই এলাকা দিয়ে পাচারের সময় বিএসএফ এবং পুলিশ গোরু উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলাদেশি চোরাচালানকারীরা। তবে, স্থানীয় কারা জড়িত তাদের নাম তদন্তের স্বার্থে গোপন রেখেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, যে সমস্ত নাম পাওয়া গিয়েছে, তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার মন্তব্য করেছেন।

ফুল বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ। শনিবার বিধান রোডে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রবিবার, ৬ আশ্বিন ১৪৩০ ■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৮ সংখ্যা

মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়ে গেল বহু নাটকের পর। যা নিয়ে প্রচুর চর্চা, প্রচুর আলোচনা। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে দুটি প্রতিবেদনে সে নিয়েই বিশ্লেষণ

তোমারই জন্য

সব তোমারই জন্য

কিছু সংশয়, কিছু প্রত্যাশা

সুস্মিতা সোম

মহাভারতের দ্রৌপদীকে মনে আছে নিশ্চয়ই? যিনি রাজকন্যা, রাজবধূ, ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী রাজমাতা– তাঁকেও কি না অর্ধবস্ত্র অবস্থায় সমাগত অভ্যাগতদের সামনে জানতে হল যে, তিনি তাঁর স্বামীদের পাশাখেলায় পণবন্দি হয়ে পরাজিত। ফলে তিনি জয়ীপক্ষের ক্রীতদাস। উপস্থিত জ্ঞানী–গুণীদের সামনে তাঁর প্রশ্ন ছিল একাধিক, যা কেবল দ্রৌপদীর নয় নারীজীতির ন্যূনতম সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকারই মূল কথা।

প্রশ্ন যতই থাক, মহাভারতকার কারও মুখেই কোনও সদুত্তর বসাননি। আজ সহস্র বছর পার হয়ে গেলেও কোনও কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ সেইসব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার সাহস দেখাননি। কারণ দেশটা ভারতবর্ষ। এখানে নারীর জন্য দেবী, জননী, কন্যা এইসব অভিধায় কিছু সামাজিক প্রাপ্তি থাকলেও সর্ব অর্থে 'নারী'–র যথার্থ মূল্য বা তার মানবিক বীক্ষণের দিকটি অবহেলিতই থেকে গিয়েছে নানা কারণে। রামায়ণে, মহাভারতেই তো আমরা দেখেছি স্বাধিকারের প্রশ্ন তোলায় কেকয়ী বা সত্যবতীর কী অবস্থা হয়েছিল।

এযুগের মহাশ্বেতা দেবী, তিনিও তো প্রায় একই প্রশ্ন তুলেছিলেন– 'মা না নারী?'– কোন পরিচয়ে নারী নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই প্রশ্নের উত্তর তো নারীর কাছেই অধরা আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও। সনাতন এক ধ্যানধারণায় বেড়ে ওঠা ভারতীয় নারীদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ কেবল প্রশ্নাকুলই নয় কণ্টকাকীর্ণও বটে। এই পটভূমিতেই বহু আলোচিত সংসদে 'মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল' পাশ হয়ে গেল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতুন সংসদ ভবনের প্রথম বক্তৃতায় 'মহিলা সংরক্ষণ বিল' পাশ করিয়ে সুচারু ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন। 'নারী বন্দন অধিনিয়ম' এই সুন্দর নামের অভিধায় এই বিল নামাঙ্কিত হল। শুধু নামই নয়, তাঁর গড়ন এবং ধরন দেখেও অতি নিন্দুকের মুখেও রা নেই। বিষয় এবং সময়ের নিরিখে এটি এমনই একটি মহতী প্রস্তাব যে, শাসক, বিরোধী, উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কারও মতানৈক্য শোনা গেল না। সত্যিই এক ঐতিহাসিক দিন– যেখানে এইরকম একটি সার্বিক ঐক্যমতের সাক্ষী থাকল তামাম ভারতবাসী।

কী আছে এই বিলে? বলা হল, দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ মহিলা জনপ্রতিনিধি থাকবে সংসদ ভবনে। সেই সংখ্যাটি বাড়বে জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কোনও আসনই স্থান বিশেষে নির্দিষ্ট নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ এই নতুন সংসদ ভবনে দেখা যাবে ভারতের অসংখ্য জাতি, উপজাতি, আদিবাসী, অধিবাসী, দলিত, অ্যাংলোদের প্রতিনিধিমূলক নারীদের। যাঁরা সরাসরি সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থেকে শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করবেন। যা নারীদের জন্য তো বটেই, অবহেলিত প্রান্তিক নারীদের জন্যেও অত্যন্ত সুখবর।

তবে সব নিন্দুকের ঝুলিতেই যেমন যদি, কিন্তু, হয়তোর মতো বেশ কিছু অস্বস্তিকর শব্দ থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রধানমন্ত্রীর 'ঐতিহাসিক বিল'– এই দাবিতেই প্রথমে হইহই রইরই ফেলে দিলেন সেদিনের শাসক আজকের বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। কেউ যদি ২০১০ সালের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ৮১তম সংবিধান সংশোধনী বিলের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ঐতিহাসিকতার দাবি নিজেদের দিকে টানতে চান, তো অন্যদল আরও পিছিয়ে গিয়ে ১৯৯৬ সালের প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার উদ্যোগকে সামনে নিয়ে আসতে চান। শাসকদল তো প্রস্তুত হয়েই আসরে নেমেছিল। তাই তাঁরা এই সমস্ত বাকবিতণ্ডায় উত্তেজিত না হয়ে বাজপেয়ী সরকারের আমলের কথা মনে করিয়ে দিতে চান, কীভাবে তিনি একবার নয় বারবার অর্থাৎ ১৯৯৯, ২০০২, ২০০৩ সালে একাধিকক্রমে এই বিল প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা এও জানাতে ভোলেননি যে, ২০১৪ সালে মহিলাদের জন্য বর্ণভিত্তিক সংরক্ষণের দাবি তুলে এই বিলের কঠোর বিরোধিতা করেছিল আরজেডি, সমাজতান্ত্রিক পার্টি।

এ তো গেল ঐতিহাসিকতার সারবত্তা নিয়ে দাবির কথা। মহিলা বিলের জন্মের আঁতুড়েই কি কম কাঁটা? স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতের জন্য নতুন সংবিধান তৈরির সময় মহিলাদের জন্য শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার মতো আলাদা কোনও বিলের কথা ভাবাই হয়নি। ১৯৭৬ সালে এই বিষয়ে কথা উঠলে জানানো হয়েছিল যে, বিষয়টি আপাতত ২০০১ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হল। ২০০১ সালে আবার বলা হল সেই স্থগিতাদেশের সময়সীমা ২০২৬ সাল পর্যন্ত মুলতুবি রইল। সেই ২০২৬ সাল দরজায় কড়া নাড়ছে। তার আগে লোকসভা নির্বাচন। যিনি ক্ষমতায় আসবেন তিনি কি অগ্রাধিকার দিয়ে জনগণনা করাবেন, নাকি আরও বড় কোনও বর্ষপঞ্জির দূরত্বের হিসেবে সিলমোহর পড়বে? যদিও এখন থেকেই ২০২৯ সালের আগে যে কোনও সম্ভাবনাই নেই সে কথাও জানিয়ে রেখেছে বর্তমান শাসকদল।

একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের মতো একটি দেশের জনগণনার কাজটি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষ। দুরূহ এই কাজটি সম্পন্ন করা গেলেও আরও দুরূহ একাধিক সমস্যা তৈরি হয়ে রয়েছে। যেমন কিছু কিছু রাজ্য, যেমন তেলেঙ্গানা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ইতিমধ্যেই তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে এনেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির জনসংখ্যার পারদ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। প্রান্তিক বা জাতপাতের বিষয়টিও কম জটিল নয়।

আমার কয়েকজন বন্ধুর মতে, নারীর ক্ষমতায়ন, সে তো অনেক বড় কথা। আগে তো আমরা যথার্থ শিক্ষিত হই? পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরের চালটা একটু শক্ত হোক? বাল্যবিবাহ কি এখনও আটকানো গিয়েছে? নারী পাচার, নারী ধর্ষণের মতো কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অন্যায়গুলির কারণে আমাদের দেশের আইন কি যথেষ্ট শক্তপোক্ত? আজও অধিকাংশ নারীকে বিবাহের জন্য গুনতে হয় পণের কড়ি, উদয়াস্ত পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি সেখানে সংসদের আসনে বসার মতো পরিসর কোথায়?

ভাবনার বিশেষ বিষয়, নারীদের জন্য আইনি ও শিক্ষাব্যবস্থা দুটিই অত্যন্ত পরিপূরক ব্যাপার। আরও মারাত্মক হল, নারীকে পণ্য ভাবিয়ে দেওয়ার গোপন আবহাওয়া। এটি এমনই একটি আপাত স্বাচ্ছন্দ্যময় ব্যবস্থা যে, ভুল করেও সেই ব্যবস্থাকে ভুল ভাবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্থিক অসচ্ছলতা যদি তার একটি কারণ হয়, সহযোগী কারণ হিসেবে হাত বাড়িয়ে রয়েছে নানা সামাজিক, বাণিজ্যিক মাধ্যম। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ভাবনার গভীরতার আশ্চর্য পরিবর্তন। মৌলিক চিন্তা–চেতনার সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, আগ্রহ হারাচ্ছে মেধাবী যোগ্যতা অর্জনের। আসলে এই বিপুল জনসংখ্যার অভাব পীড়িত অধিকাংশ পরিবারের মেয়েরা আজও জন্মের পর থেকে কেবলই হস্তান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গোনে। সেখানে মৌলিক চিন্তা, উন্নত মেধার চর্চা, দেশ–রাজনীতি ইত্যাদি ভাবনার অবসর কোথায়?

তবে ইতিহাস আর বিজ্ঞান উভয়ই একমত যে, অন্ধকারের মধ্যেই থাকে আলোর ঠিকানা। বিল পাশ হয়েছে, এবার আশা থাকবে সেই বিলের সুফল পাওয়ার। ২০২৯ আসতে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি। ততদিনে নারী নিজেই তৈরি করে নিক তাঁর পরিসর। পুরুষ পরিচালিত হয়ে নয়, অত্যাচারিত হওয়ার স্লোগান দিয়ে নয়, নারীবাদী পরিচয়ে নয়, মানবিকতাতেই সেই পরিচয় সম্পূর্ণ হোক।

(লেখক মালদার গৌড়বঙ্গ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মেয়েদের সশক্তিকরণ

যশোধরা রায়চৌধুরী

মেরে পতি রাজীব গান্ধি নে স্থানীয় নিকায় মেঁ মহিলা আরক্ষণ কে লিয়ে বিল লায়ে থে।

লোকসভায় ২০ সেপ্টেম্বর মহিলা সংরক্ষণ বিল সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা চলছিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় মহিলা আসন সংরক্ষণ নিয়ে। সেই বক্তৃতার আসরে সোনিয়া গান্ধির বক্তব্য ভাইরাল। বিপুল আলোচিত ও বিতর্কিত। কিন্তু হ্যাঁ। সত্য এ কথা। ইতিহাস বলে, নথি বলে। স্থানীয় নিকায়ের স্বায়ত্তশাসনের পথে নারীর জন্য সিট সংরক্ষণ হয়েছে। এবং তা কংগ্রেস সরকারের দান। ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধি সরকার পঞ্চায়েত, পুরসভায় এক–তৃতীয়াংশ আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের বিল আনে। লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় পাশ হয়নি। ১৯৯৩ সালে নরসীমা রাও সরকার ওই বিল পাশ করিয়ে আইন করল। মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হল যথাক্রমে গ্রামীণ ও নগর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে।

অনেকেই বলেন, এইসব সশক্তিকরণ পন্থা সবটাই খাতায়–কলমে। বস্তুত কী চিত্র? সে প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদনে কর্মসূত্রে ঘুরে আসা তিনটি স্থানীয় সংস্থা তথা পুরসভা/পঞ্চায়েতের গল্প বলি। তিন নারীর কিসসা। চিত্র এক।

হরিয়ানার ছোট্ট টাউন। বহু শতাব্দী প্রাচীন। কাজে গিয়ে দেখা হল টাউন মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত প্রধান নারীর সঙ্গে। শ্রীমতী ক। সাদা সালোয়ার কামিজ, চুল টান করে আঁচড়ে বাঁধা। শান্ত, নতমুখ ও নীরব।

যেমন গ্রামের দিকে গ্রাম পঞ্চায়েত–পঞ্চায়েত সমিতি–জেলা পরিষদ তিনটি স্তর। শহরের প্রেক্ষিতে বড় নগরপালিকাদের পরে ছোট টাউনের মিউনিসিপ্যালিটি বা পুরসভা এবং তার পরেই তৃতীয় স্তরে এই ক্ষুদ্র টাউনের মিউনিসিপ্যাল কমিটি। তা, শ্রীমতী ক এই কমিটিরই প্রধান।

গোটা মিটিং–এ এই নারী কোনও কথা বলেননি। বলেছেন তাঁর স্বামী। প্রথমেই এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিলেন সাদা খদ্দরের কুর্তা পরিহিত শিষ্টাচারী তাঁর স্বামী যে, আসলে তো, এক বছর আগেই এই সিট মহিলা সিট হয়েছে। বাই রোটেশন হয়। তাই স্বামীকে বহু বছর ধরে নিজের জনপ্রতিনিধিত্ব ছেড়ে দিতে হল। নিজের পদ ছাড়লেও, পরিবারের বাইরে কীভাবেই বা যেতে পারে এতদিনের স্থানীয় নিকায়– দায়? দাঁড় করাতে হল স্ত্রীকে।

এই সমিতির কাজ অনেক। স্থানীয় নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়া থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত কাজ। কয়েকজন সরকারি প্রযুক্তিবিদ এইসব স্তরের ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি–তে নিযুক্ত। পুরুষশাসিত এই বৃহৎ যন্ত্রটিতে কলের পুতুলের মতো স্বামীর হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলানো বধূ...।

এই সেই হরিয়ানা। যেখানে নারী–পুরুষের সংখ্যানুপাত খুব খারাপ। জিডিআই বা জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স নীচুতে। দেশের সব রাজ্যের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত অত্যল্প, ২০১১–র জনগণনায় যা জানা গিয়েছে। ৮৩৪/১০০০... ২০১১ থেকে ২০১৫ অব্দি ২৫৯% বেড়েছে নারী অপহরণের ঘটনা, ৩৮২% বেড়েছে যৌন নির্যাতনের কেস। কর্মক্ষেত্রে নারীর যোগদানের হার ১৮%। পুরুষের ক্ষেত্রে যে অনুপাত ৫০%।

এত মন্দের মধ্যেও তো মিটিং–এ উপস্থিত হয়েছেন ওই জনপ্রতিনিধি শ্রীমতী ক। আলো কি নেই সুড়ঙ্গের শেষে? এই মিটিংয়েই দেখা হল আইএএস আধিকারিক আরও দুই নারীর সঙ্গে। একজন উত্তরপ্রদেশের কন্যা। অন্যজন হরিয়ানার ভূমিপুত্রী। দুই সরকারি কর্মীই বললেন, তাঁদের কাছে হরিয়ানার মেয়েদের বিষয়ের নেগেটিভ পাবলিসিটি মূল্যহীন। নিজেরাই তাঁরা প্রমাণ। কিন্তু এই যে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আজও পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য– রীতি আবহমান? সে বিষয়ে নীরব ওঁরা দুজনেই।

এরপর মধ্যপ্রদেশ। কিছুদিন আগেই কিন্তু সংবাদপত্রে আছড়ে পড়েছিল এক লজ্জার খবর। মধ্যপ্রদেশের পঞ্চায়েতে জয়ী নারীদের এগিয়ে না দিয়ে, এক উন্মুক্ত জনসভায় সর্বসমক্ষে নির্লজ্জভাবে শপথ নিলেন সরপঞ্চ বা পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে তাঁদের স্বামীরাই। জনাপঞ্চাশেক! স্ত্রীকে নামমাত্র পুতুল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন নির্বাচনের ময়দানে, এবার শপথকালে নিজের অধিকারের চিনিটুকু খুঁটে নিতে আর পেছপা নন এই পুরুষ পুঙ্গবেরা। হায় গণতন্ত্র।

সাদা চোখে সরেজমিনে কী দেখা গেল? ভোপাল শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম পঞ্চায়েত। আদর্শ গ্রাম হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

শ্রীমতি খ। সরপঞ্চ। স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বধূ। মিটিংয়ে উপস্থিত। ফুল মালা সহ স্বাগত জানালেন। সঙ্গে একগুচ্ছ মেয়ে, এরা সেলফ হেল্প গোষ্ঠীর মেয়ে, পোশাকের মিশ্রতা বুঝিয়ে দেয়, হিন্দু–মুসলিম দুই ধর্মেরই যথেষ্ট উপস্থিতি আছে। এখানে হিন্দুদের মধ্যে সবার উপাধির ভেতরে ছাপ আছে তাঁদের ব্যবসায়িক পরিচিতির। বাকি তো একই গল্প। সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চায়েতের। এবং শ্রীমতী খ নীরব, পাশেই তাঁর কালো গগলস চোখে সাদা খদ্দরের শার্ট পরিহিত স্বামী বসা। আছেন অত্যন্ত বেশি এবং অত্যন্ত হাত–পা নেড়ে কথা বলা এক পঞ্চায়েত সেক্রেটারি। তিনিই বেশি উদ্যোগী। জনপ্রতিনিধির শুধু মৃদু হাসি। দেখালেন ঘুরিয়ে, পঞ্চায়েত কানেকটিং রোড সব সিসি রোড। কংক্রিট। মনরেগার টাকায় তৈরি। কিন্তু উদ্যোগ পঞ্চায়েতেরই। রাস্তা পেল গ্রাম, গ্রামবাসী কাজ করে পেলেন মজুরি। তা ছাড়াও আরও কাজ দেখা হল। গ্রাম পঞ্চায়েত ঘরে ঘরে জলনিকাশি ব্যবস্থা করেছেন। জল বের হচ্ছে পিভিসি'র নল দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজও দেখা হল। সেসব পাকা বাড়ির গৃহিণীরা উঠে এলেন রাঁধতে রাঁধতেই। তাঁদের সদর্পে বলা হল, কি, আপনার বাড়িটা আমরা করে দিয়েছি না? কেমন? বেশ চটপটে এই গৃহিণীরাও। পঞ্চায়েত বাড়ির টাকা দিয়েছেন, কিন্তু নিজেও তো দিয়েছেন স্কিম অনুযায়ী কিছু অংশ টাকা। গর্বিত গৃহিণী বাতাসা জল দিয়ে অভ্যর্থনা করতে আগ্রহী। ভালো লাগে। এও তো সশক্তিকরণ। বাড়ির বাইরেই হলুদ কালোতে চিহ্নিত আছে প্রোজেক্টের নামধাম–তারিখ। কাজেই সংশয়ের অবকাশ কোথায়।

হ্যাঁ, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক পুনশ্চ জুড়তেই হয়। তথ্য এই যে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীমতী খ–এর স্বামীর আছে পিভিসি পাইপের বড় ব্যবসা। ভারতীয় যুব মোর্চার নেতাও ইনি।

পাইপের ব্যবসাটি সদ্যই খুলেছেন। পঞ্চায়েতের কাজেই তো ডিমান্ড বেড়েছে কি না। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের টাকায় প্রচুর স্যানিটেশন স্কিম। সিমেন্টের ব্যবসা করে আরেক পাতিদার পরিবার। তাঁরাও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য।

এক কোশ মেঁ পানি বদলে/দশ কোশ মেঁ বাণী। জল ও বুলি, দুই–ই পালটে গেল পশ্চিমবঙ্গে এসে। শ্রীমতী গ। এবং একগুচ্ছ নারী, যাঁরা কর্মী, সহায়ক, স্বাস্থ্যকর্মী। এখানেও পঞ্চায়েতের মেম্বার, একজন মহিলাকে দেখলাম। অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন সাজ। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য লাখ কয়েক টাকায় প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে। ঘাস গজাচ্ছে আশপাশে। প্ল্যান্ট চালাবার লোক কোথা থেকে আসবে, ভাবছেন। একটি পোড়ো জমিতে সমাজবিরোধীদের আড্ডা হয়েছে। সেটাকে কীভাবে মুক্ত করা যায়, চিন্তিত। হ্যাঁ, সঙ্গে তাঁর পুত্র আছেন। হয়তো পাহারাদারের ভূমিকায়। হয়তো বেফাঁস কিছু বলে না ফেলেন তাই দেখতে। তথাপি, এই নারীর মুখের বুলি শুনতে পেলাম। পুত্রের বাইকে করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

কিন্তু জটিল সমাজচিত্রে রাজীব গান্ধির ও নরসীমা রাও আনীত এই পঞ্চায়েত, পুরসভার এক–তৃতীয়াংশ সংরক্ষণে কাজ কিছু হয়নি কি?

ভালো কাহিনীও তো আমরা শুনি। শুনেছি। নানা রাজ্যেই, মেয়েদের পঞ্চায়েতের ভেতরে পঞ্চাশ শতাংশ পদ ধরে রাখার ফল ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে। দিনগত পাপক্ষয়ের সামান্য উন্নতির জন্য জরুরি যেসব সেবামূলক বিষয়, জলের জোগান বা পরিচ্ছন্নতা... সেগুলোর ব্যাপারে মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি, প্রয়োজনের বোধ অনেক ক্ষেত্রেই কাজে দিচ্ছে পরিকল্পনা তৈরির ও রূপায়ণের ব্যাপারে। যদিও পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থায় অনেক টাকাই আসে পূর্বনির্ধারিত কিছু স্কিমের জন্য। তথাপি নতুন কোনও কাজের জন্য সামান্য বরাদ্দ থাকলেও গ্রাউন্ড লেভেল থেকে উঠে আসছে নতুন ভাবনার ফসল, মেয়েদের হাত ধরেই। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের ডাকা মিটিং–এও এখন মেয়েরাই আসছেন, স্বামীদের সামনে ঠেলে না দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছেন উত্তরবঙ্গের তহমিনা বিবিরা, যিনি গ্রামের একটা কালভার্টের জন্য পুরুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সরাসরি দাবি জানিয়েছেন। হাসিল করেছেন কাজ। অথবা কর্ণাটকের কোলারের সেই মহিলা যিনি একটা জমি কেনার সময়ে বুদ্ধি করে পঞ্চায়েতের কুড়ি হাজার টাকা বাঁচিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের উমা মাইতি যিনি ইন্দিরা আবাস যোজনায় বণ্টনের সময়ে বন্ধ করেছিলেন নিজের লোককে পাইয়ে দেবার খেলা।

হরিয়ানার কার্নালের চান্দসামান্দের মেয়েরা, যাঁরা জল শোধনের পুকুর তৈরিতে নতুন ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁরা আজ আর ব্যতিক্রম নন। রাজস্থানের সোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেয়েটি একটি টেলিকম কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। এমন সব কাজ করেছেন, গ্রামের ভোল পালটে গিয়েছে। বহু নারীই এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা নতুন কাজ করছেন। যার মধ্যে গ্রামের মানুষকে কম্পিউটারের বা ডিজিটাল ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে মেয়েদের পর্দা প্রথা দূর করাও আছে। প্রখ্যাত এক মেয়ে ভক্তি শর্মা। মধ্যপ্রদেশের পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ হয়েছেন হার্ভার্ড ফেরত এই উচ্চশিক্ষিতা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের অজস্র ফলোয়ার। এখন এমএলএ তিনি।

আগে তো আইন নারীকে এগিয়ে দিক। তারপর দেখাই যাক না সমাজ কী করে। ধীর বদলের অপেক্ষায় আমরা।

(লেখক সাহিত্যিক)

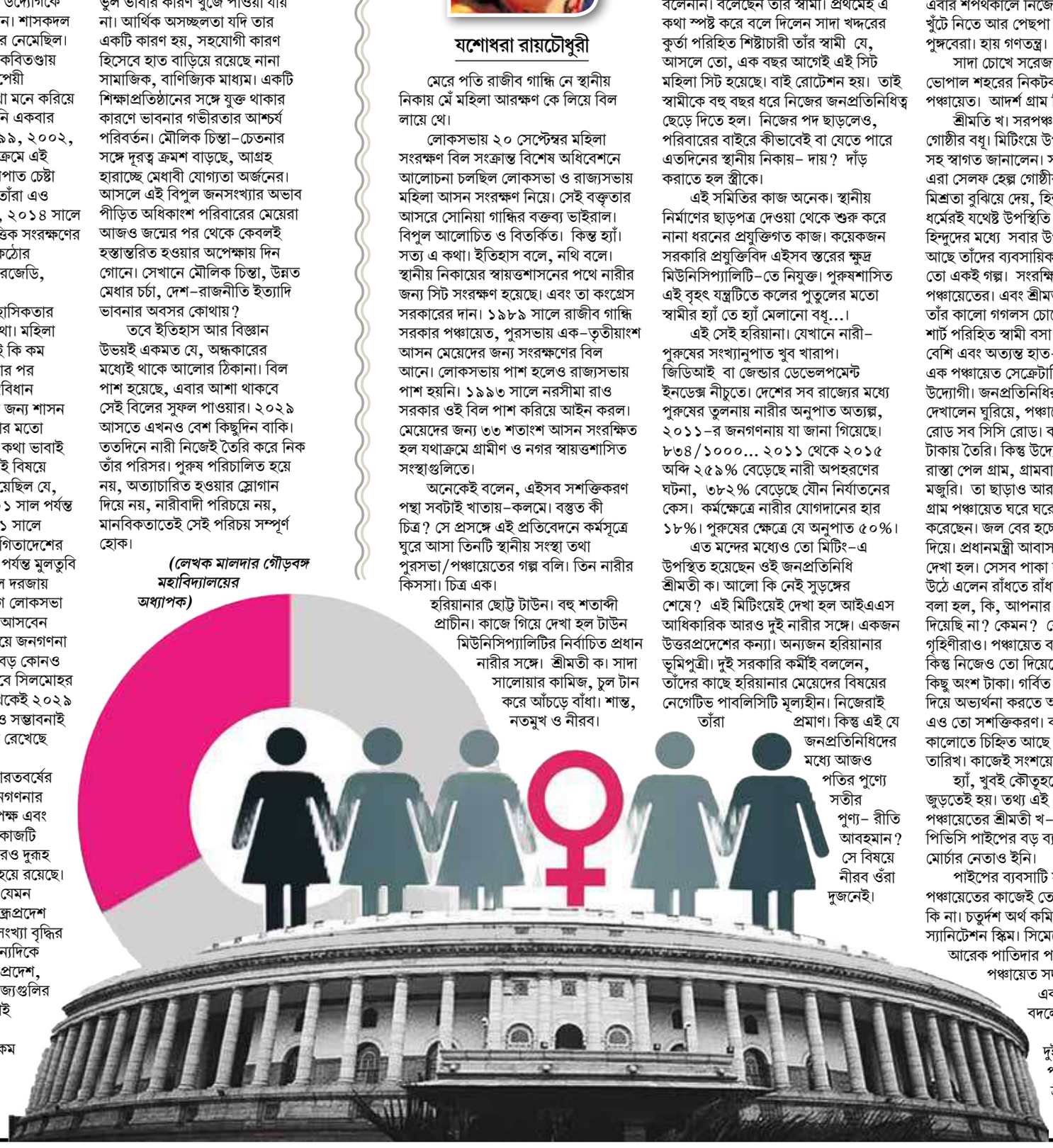

রাধাষ্টমীর আরাধনা। শনিবার নদিয়ার ইসকনে। –পিটিআই

ছাত্র অপহরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার ১২

৩০ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, অবৈধ ব্যবসার যোগ

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিশ্বভারতীর অপহৃত বিদেশি গবেষক ছাত্রকে শনিবার ওড়িশার তালসারি থেকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হল। উদ্ধার করা হয়েছে ওই বিদেশি ছাত্রের মোবাইলও। পুলিশের তৎপরতাতেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অপহরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে আটজন মেদিনীপুরের, একজন নানুরের এবং বাকি তিনজন দুবরাজপুরের বাসিন্দা। এদের মধ্যে ৩ জনকে এদিন বোলপুর আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত হয় তাদের।

পুলিশ সূত্রে খবর, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা পরচুলা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বিদেশে এই চুলের চাহিদা ভালো। পূর্ব মেদিনীপুরের এক পরচুলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে ৬ কোটি টাকার ব্যবসা ছিল। যার মধ্যে ছেলেটি সাড়ে ৫ কোটি টাকা দিলেও ৫০ লক্ষ টাকা নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। যদিও পুলিশ সেই সত্যতা স্বীকার করেনি। এই অপহরণের ঘটনায় কেউ আন্তর্জাতিক গ্যাঙের সঙ্গে যুক্ত কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে সিসিটিভি ফুটেজ ধৃতদের ধরতে সাহায্য করেছে বলে পুলিশ সুপারের দাবি। পুলিশ ধৃতদের নাম প্রকাশ না করলেও তিনজনের নাম জানা গিয়েছে। এরা হল আজারুদ্দিন মির্ধা, শেখ আলাউদ্দিন ও আতাউল্লা শেখ।

এদিকে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রোক্টর অফিসের মতোই বিশ্বভারতীতে ফরেন অ্যাডভাইজারি সেল রয়েছে। সেখানে বিদেশি ছাত্রদের তথ্য থাকে। পুলিশ চাইলেই পেয়ে যাবে। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আপাতত আমরা এই ছাত্র অপহরণের কেস নিয়ে চিন্তিত। অন্য বিদেশি ছাত্র নিয়ে নয়। ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ছাত্রকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।' পুলিশের ধারণা, কোনও আন্তর্জাতিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ওই ছাত্র। তবে পুলিশের তৎপরতায় স্বস্তিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন বিভাগ থেকে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে গবেষণা করছেন প্যানচারা। মায়ানমার থেকে এসে প্রায় ৮ বছর ধরে বোলপুরে থেকেই পড়াশোনা করছেন তিনি। ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাঁর ছাত্র ভিসা রয়েছে এদেশে। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে বোলপুরের ইন্দিরাপল্লির বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা অভিযোগে জানিয়েছিলেন।

বোলপুর আদালতের পথে ধৃতরা। শনিবার। –তথাগত চক্রবর্তী

পুলিশি সাফল্য

- শনিবার ওড়িশার তালসারি থেকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার বিদেশি গবেষক
- অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১২
- ধৃতদের মধ্যে আটজন মেদিনীপুরের, একজন নানুরের এবং বাকি তিনজন দুবরাজপুরের

প্রচুর বিনিয়োগ আসছে, রাজ্যে ফিরে দাবি দিদির

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ১২ দিনের বিদেশ সফর কাটিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশ সফর সফল হয়েছে। রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ আসতে চলেছে। মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও দুবাইয়ে আমরা বাণিজ্য সম্মেলন করেছি। ফিকি এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এত সফল কর্মসূচি আমি খুব কম দেখেছি।' গত ১২ দিনের সফরে স্পেন ও দুবাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনই তিনি দেখা করেছেন প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয়দের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে শুধু শিল্প বা লগ্নি আনার বিষয় ছিল না, স্থান পেয়েছিল ফুটবল এবং বইমেলাও।

গত ১২ সেপ্টেম্বর দুবাই হয়ে স্পেনে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা ছাড়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, গত বইমেলায় স্পেন ছিল আমাদের থিম। তখনই ঠিক ছিল, এরপর বিদেশ গেলে এই সুন্দর দেশটিতেই যাব। মুখ্যমন্ত্রীর সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কলকাতার পাবলিসার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের দুই কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশু দে। বইয়ের প্রচার, প্রসার, দুই দেশের

> সফর সফল হয়েছে। রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ আসতে চলেছে। মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও দুবাইয়ে আমরা বাণিজ্য সম্মেলন করেছি। এত সফল কর্মসূচি খুব কম দেখেছি।
>
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান বিষয়ক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে মাদ্রিদে। মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রিদে থাকাকালীন লন্ডন থেকে সেখানে হাজির হয়ে যান জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডোনা ও মেয়ে সানা। তবে এবারের দুবাই ও স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যে বিনিয়োগ টানা।

গোটা সফরেই শুধু রাজ্যের নেত্রী নন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন 'ইন্ডিয়া'র নেত্রী হিসেবে। কখনও তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, কখনও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে ভারতের সম্পর্কে সেখানকার মানুষের ধারণা স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। আবার বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এই রাজ্যে বিনিয়োগ করলে তাতে শুধু এই রাজ্যের মানুষই উপকৃত হবে না, উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের মানুষও উপকৃত হবেন। কারণ, এই দুই এলাকার গেটওয়ে এই রাজ্য।' এদিন বিদেশ থেকে ফেরার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এবারের সফর যথেষ্ট সফল হয়েছে। আমরা আশা করব রাজ্যে দ্রুত বিনিয়োগ শুরু হবে। প্রসঙ্গত, আগামী নভেম্বরেই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে। সেখানে এবার অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী আসবেন বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

পুরসভায় হাতাহাতি

শোকজের জবাব দিলেন সজল ও অসীম

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুর অধিবেশন চলাকালীন মারপিটের ঘটনায় শোকজ করা হয়েছিল কলকাতা পুরসভার দুই কাউন্সিলারকে। অভিযুক্ত ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষ ও ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার অসীম বসু সেই শোকজ-এর উত্তর জমা দিয়েছেন। কিন্তু সেই উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তাঁদের শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়।

১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পুর অধিবেশন চলাকালীন হঠাৎই বচসার মধ্যে জড়ান সজল ও অসীম। দুজনের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছোয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ চেয়ারপার্সন মালা রায় দুজনকেই শোকজ করেন।

উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালীন হাতাহাতির ঘটনা কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষের অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলার অসীম বসু তাঁকে রীতিমতো শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। এমনকি তাঁর বাবা প্রবীণ রাজনীতিবিদ প্রদীপ ঘোষকেও গালিগালাজ করা হয়।

যদিও তৃণমূল কাউন্সিলার অসীম বসু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর পালটা অভিযোগ, সজল তাঁদের দলকে চোর বলেছেন। এই ঘটনার পরেই দুজনকে শোকজ করেন মালা এবং সাত দিনের মধ্যে তাঁদের শোকজ-এর জবাব দিতে বলেন।

শুক্রবার দুজনেই শোকজের জবাব জমা দেন। যদিও সেই রিপোর্ট এখনও দেখতে পারেননি মালা। সংসদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে এদিন রাতে কলকাতায় ফিরেছেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়। তিনি বলেছেন, 'কলকাতা পুরসভার আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই দুই কাউন্সিলার কী জবাব দিয়েছেন তা খতিয়ে দেখা হবে। জবাব সন্তোষজনক না হলে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এক্ষেত্রে দুজনে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা না চাইলে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

এদিকে অসীম বলেছেন, 'আমি সজলকে মারিনি। ওকে শুধুমাত্র সরিয়ে দিয়েছিলাম। উত্তেজনার বশে ওই ঘটনা ঘটেছিল।' অপরদিকে সজল বলেছেন, 'কোনও অন্যায় আমি করিনি। আমার বাবাকে গালি দেওয়ার পরেই চোর বলেছিলাম। এটি অসংসদীয় শব্দ। আমার অজান্তে পুরসভার মর্যাদাহানি হলে আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।'

নিরাপত্তার উদ্যোগ যাদবপুরে

১০ জায়গায় ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার দেড় মাস পর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হস্টেল মিলিয়ে মোট ১০টি জায়গায় ওই ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। মোট ২৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।

৯ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলের তিনতলার বারান্দা থেকে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র নীচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ছাত্রকে উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওইসময়। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, হস্টেলে সিনিয়ার দাদাদের র‍্যাগিংয়ের কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। এই ঘটনায় কার্যত গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়। এমনকি বিষয়টি রাজ্য ছাড়িয়ে দিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর কাছে পৌঁছোয়। এই নিয়ে ইউজিসি প্রতিনিধিও পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বর্তমান পড়ুয়া ও প্রাক্তনী মিলিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন অবশ্য জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে র‍্যাগিংমুক্ত করতে ও অবাঞ্ছিতদের ঢোকা রুখতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি ওঠে। ইউজিসির গাইডলাইন মেনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েবেলকে দায়িত্ব দেন। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরও এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। কোথায় কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে তা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেই ওই জায়গাগুলি ঠিক করেন। মঙ্গলবার এই নিয়ে একটি বৈঠকও করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে ওয়েবেলের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। এরপরই বৃহস্পতিবার থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গেটগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গেটে দুটি করে ক্যামেরা বসানো হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশাসনিক ভবন, ক্যাম্পাস, মেন ও লেডিস হস্টেলে ওই ক্যামেরা বসানো হবে। এই ক্যামেরাগুলিতে একমাসের মেমোরি ধারণ করার ক্ষমতা থাকবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গাড়ি কখন ঢুকছে তা জানা যাবে। গাড়িগুলির নম্বর প্লেট, যাঁরা ঢুকবেন তাঁদের সকলের ছবি ক্যামেরাবন্দি হবে। উপাচার্য জানিয়েছেন, নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা জোরদারের জন্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইতিমধ্যেই ইসরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইসরোর প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হস্টেলে ঘুরেও গিয়েছেন।

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোয় বৃদ্ধাকে খুন, ধৃত আয়া

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর কারণেই বাগুইআটির আবাসনে বৃদ্ধাকে খুন করেছিল আয়া। প্রাথমিক তদন্তে ও ওই বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাগুইআটি থানার পুলিশ এই তথ্য হাতে পেয়েছে। এরপরই অভিযুক্ত আয়া সোফিয়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ১১ সেপ্টেম্বর বাগুইআটির ওই আবাসনে ৭০ বছরের ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর পরিচর্যার জন্য এক আয়াকে রেখেছিল তাঁর পরিবার। ওই বৃদ্ধা যে ঘরে থাকতেন, ওই আয়াও সেই ঘরেই থাকতেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকজন এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওই বৃদ্ধা যে ঘরে থাকতেন, সেখানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ ওই সিসিটিভি ফুটেজ চালিয়ে দেখে। সেখানে দেখা যায়, ওই বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। তাঁর সামনে টিভি চলছে। ঘরের মেঝের এক কোণে শুয়ে থাকা আয়া উঠে এসে ওই বৃদ্ধার মুখ ও বুকে আঘাত করে। এমনকি তাঁর গলাও টিপে ধরা হয়। এরপরই ওই আয়া সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ এরপরই ওই আয়ার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। শনিবার অভিযুক্তকে পুলিশ বাগুইআটি এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করে। পুলিশ দাবি করেছে, অভিযুক্ত আয়া পুলিশের জেরার মুখে স্বীকার করেছে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যই ক্ষিপ্ত হয়ে সে ওই বৃদ্ধাকে আঘাত করেছিল। কিন্তু ওই বৃদ্ধার যে মৃত্যু হবে, তা সে ভাবতে পারেনি।

রাজ্য দপ্তরেই 'ঘরছাড়া' দিলীপ-রাহুল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কিছুদিন আগেই দলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি পদ থেকে সরানো হয়েছে দিলীপ ঘোষকে। বর্তমানে রাজ্য বিজেপির কোনও সাংগঠনিক পদেই নেই মেদিনীপুরের সাংসদ। এই নিয়ে দলের মধ্যেই উঠেছে বিতর্কের ঝড়। তার রেশ মিটতে না মিটতেই এবার খোদ রাজ্য দপ্তরেই 'ঘরছাড়া' দিলীপ। মুরলীধর সেন লেনে তাঁর অফিস ঘরটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে দলের আইটি সেলের দপ্তর করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে শুধু দিলীপ নন, দলের আরেক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার ঘরটিও ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর ঘরের দখলও আইটি সেলের হাতে যাবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। দু'জনকেই নিজস্ব ঘরের বদলে কমন রুমে বসার কথা বলা হয়েছে। এই ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ দলের দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিরোধের জেরেই এই দুই নেতা কোণঠাসা হচ্ছেন বলে দলের অভ্যন্তরে খবর। এবিষয়ে দু'জনেই বলেছেন, দলের প্রয়োজনে নিশ্চয়ই ঘর ভাঙা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের আগেভাগেই জানানো উচিত ছিল। দিলীপ বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে খবরটি জানতে পেরেছি।' যদিও এই নিয়ে জল্পনার কথা খারিজ করে দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, 'সংস্কারের জন্যই ঘর ভাঙা হচ্ছে। আমার ঘরও ভাঙা হবে।'

র‍্যাশন দোকানে মন্ত্রীর অভিযান

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : গ্রাহকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের একাধিক র‍্যাশন দোকানে অভিযান চালালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'উপভোক্তা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন আমি উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক র‍্যাশন দোকানে গিয়েছি। গ্রাহক ও ডিলার দু'পক্ষের বক্তব্যই আমি শুনেছি। কিছু সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের অনেক দাবি আমরা জানতে পেরেছি। সেইমতো সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা পদক্ষেপ করব। বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান করতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাকে আলোচনা করতে হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

এদিন সকালে মন্ত্রী প্রথম বারাসত ডাকবাংলো মোড়ে একটি র‍্যাশন দোকানে যান। গ্রাহকদের অভাব-অভিযোগ তিনি শোনেন। একইসঙ্গে র‍্যাশন ডিলারের বক্তব্যও তিনি জানতে চান। এই দোকানে নিয়মিত র‍্যাশন সামগ্রী দেওয়া হয় কিনা, ওজন ঠিক থাকে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি খোঁজখবর করেন। তখনই খাদ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে অরুণকুমার দত্ত নামে এক গ্রাহক জানান, কোন সপ্তাহে কোন সামগ্রী কত পরিমাণ রয়েছে, তা ডিসপ্লে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখলে সুবিধা হয়। খাদ্যমন্ত্রী ওই বক্তব্য সমর্থন করে ডিলারকে ডিসপ্লে বোর্ডে সেই পরিসংখ্যান টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বারাসতেরই নতুনপুকুর এলাকায় একটি র‍্যাশন দোকানে যান। সেখানে কয়েকজন গ্রাহক তাঁর কাছে অভিযোগ জানান, এখানে কয়েকটি জিনিসের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে। খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখা যায়, ধূপকাঠি সহ বেশ কিছু জিনিসের দাম ওই দোকানদার বেশি নিচ্ছেন। তখন খাদ্যমন্ত্রী তাঁদের জানান, কিছু সামগ্রী আছে যেগুলি র‍্যাশন দোকানে বিক্রি করা যায়। কিন্তু সেগুলি সরকারি দামে বিক্রি হয় না।

আন্দোলনের ৯২৩। আশার আলো বহুদূর। শনিবার কলকাতার গান্ধিমূর্তির পাদদেশে।

'দুর্নীতিগ্রস্তদের' নাম নেই পর্ষদের হলফনামায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি ও সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সম্প্রতি দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে ইডি। তাতেই কার্যত হতবাক আদালত। কারণ, ইডির তালিকায় 'রজক' ও 'শেখ' পদবির দুই শিক্ষকের নাম পাওয়া গিয়েছে। দু'জনেই ২০২০ সালে চাকরি পেয়েছিলেন বলে আদালতে জানিয়েছে ইডি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাঁদের হলফনামায় দুর্নীতিগ্রস্ত যে শিক্ষকদের নামের তালিকা জমা দিয়েছে সেখানে ওই দুই শিক্ষকের নাম নেই। পর্ষদ জানিয়েছে, ওই নাম-পদবির কোনও শিক্ষক সম্পর্কে কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই।

২০২০ সালে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত ২৫০ জনের তালিকা আদালতে পেশ করে ইডি। তাতেই ওই দুই শিক্ষকের নাম রয়েছে। কিন্তু পর্ষদের তালিকায় তাঁরা বাদে বাকিদের নাম রয়েছে। এতেই ছড়িয়েছে ধন্দ। ইডির এই তালিকা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তুলেছে পর্ষদ। কীসের ভিত্তিতে 'দুর্নীতিগ্রস্তদের' ওই তালিকা প্রকাশ করেছে ইডি তা জানতে চায় তারা। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল ছাড়াও ২০১৬-১৭ সালের ১৮০৪ জনের নামও প্রকাশ করেছে ইডি। একইসঙ্গে ২০১৬-১৭ সালের অতিরিক্ত প্যানেল থেকে নেওয়া আরও ৬৩ জনের নাম প্রকাশ করেছে ইডি। ইডি ছাড়াও টেট পাশ না করে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের নামের তালিকা আদালতে জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই তালিকায় ৯৬ জন শিক্ষকের নাম আছে।

সচেতনতা শিবির

বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : সিমলাপাল নাগরিক সমাজের উদ্যোগে শনিবার প্রতারণা বিষয়ক একটি সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন হল। সিমলাপাল গোপাল আশ্রমের বিপরীতে আয়োজিত এই শিবিরটি চলবে রবিবার পর্যন্ত। সিমলাপাল নাগরিক সমাজের কর্মকর্তা রাধারমণ কর জানান, শিবিরে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। সাইবার প্রতারণা সহ অন্যান্য প্রতারণা থেকে বাঁচতে সচেতনতা বাড়ানোই এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য।

ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষকে সরাতে মরিয়া দলেরই একাংশ

দীপেন ঢাং

শালতোড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : ফের বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল একেবারে রাস্তার উপর আছড়ে পড়ল। শুক্রবার বাঁকুড়া লোকসভার শালতোড়া ব্লকে দলের একাংশ সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারের বদল চেয়ে গঙ্গাজলঘাটি-পুরুলিয়া রাস্তার শালতোড়া লেদ মোড়ে দলীয় ব্লক কার্যালয়ের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন।

ঘটনার সূত্রপাত নতুন ব্লক কমিটি বা মণ্ডল কমিটিতে সভাপতির বদল নিয়ে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মণ্ডল কমিটিতে রদবদল করা হচ্ছে। কিন্তু সাংসদ এবং বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই তা করছেন। শালতোড়া মণ্ডল-১'এর সভাপতি ছিলেন উজ্জ্বল পরামানিক এবং মণ্ডল-২'এর সভাপতি ছিলেন প্রদীপ মাজি। উজ্জ্বল পরামানিককে সরিয়ে অপূর্ব নন্দীকে মণ্ডল-১'এর সভাপতি করা হয়। এতেই আগুনে ঘি পড়ে।

এদিনের বিক্ষোভে দলের কিষান মোর্চার জেলা সহ সভাপতি রাহুল গাঙ্গুলি নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, 'এখন সুভাষ সরকারই বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের শেষকথা। তিনি দলের সংগঠনকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এখন দেখছি সংগঠনের রদবদল নয় সাংসদ সুভাষ সরকারেরই বদল চাই। তা না হলে সামনের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাঁকুড়ায় শূন্য হয়ে যাবে।'

কয়েকদিন আগে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে তালাবন্দি করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল তাঁরই দলের একাংশ। শেষপর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে তিনি উদ্ধার পান। ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার ও জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন বিজেপিরই একাংশ। শালতোড়ার এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। এ ব্যাপারে তৃণমূলের শালতোড়া ব্লক সভাপতি সন্তোষ মণ্ডল বলেন, 'ওঁদের দলেরই সাংসদ ও বিধায়ক। কিন্তু ওঁরা দলের লোকেরই পাশে নেই তো মানুষের পাশে কী করে দাঁড়াবেন।'

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাঁকুড়া জেলাজুড়ে প্রকট হচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। প্রকট হচ্ছে সাংসদ ও জেলা সভাপতির উপর-নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ। তাঁদের দাবি, দল ও সংগঠন চালনার ক্ষেত্রে সুভাষ সরকার ও সুনীল রুদ্র মণ্ডল একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। তালাবন্দি সুভাষ সরকারের তালাবন্দির দিনই হেনস্তা ও মারধর করা হয় সুনীল রুদ্র মণ্ডলকেও। এদিনও স্লোগান ওঠে, সুভাষ সরকার ও সুনীল রুদ্র মণ্ডল মুর্দাবাদ।

এ বিষয়ে সাংসদ ও জেলা সভাপতির কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরি বলেন, 'কী হয়েছে তা নিয়ে আমার কাছে কোনও খবর নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। বিক্ষোভকারীরা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি না তাও জেলা ও রাজ্য কমিটি তদন্ত করবে।'

টানা বৃষ্টিতে ফুঁসছে বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদী। তার মধ্যেই মাছ ধরার চেষ্টা। শনিবার। –পিটিআই

বিএমডব্লিউ না পেয়ে বৃদ্ধকে খুন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিঘা বেড়াতে যাওয়ার জন্য বিএমডব্লিউ গাড়ি চেয়ে না পেয়ে গাড়ি ব্যবসায়ী বৃদ্ধকে খুন করেছিল চালক। ২০ সেপ্টেম্বর নাগেরবাজারে খুন হন ৭২ বছরের কল্যাণ ভট্টাচার্য নামে এক বৃদ্ধ। সেই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে এই তথ্য জানতে পারে পুলিশ।

নাগেরবাজারের নয়াপট্টি এলাকায় তাঁর বাগানবাড়িতে একাই থাকতেন কল্যাণবাবু। তাঁর আত্মীয়দের অধিকাংশই থাকেন বিদেশে। কয়েকজন থাকেন সল্টলেকে। মঙ্গলবার কল্যাণবাবুকে টানা ফোন করেও সাড়া না পাওয়ায় বুধবার তাঁর বাড়িতে আত্মীয়রা আসেন খোঁজ করতে। ওই আত্মীয়রা এসে দেখেন বাইরে থেকে ঘর তালাবন্ধ। ফিরে যাওয়ার সময় তীব্র পচা গন্ধ তাঁদের নাকে আসায় সন্দেহ হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি জানান তাঁরা। এরপর খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে কল্যাণবাবুর পচাগলা দেহ দেখতে পান। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না তিনি। ঘরের ভিতরে মূল্যবান সমস্ত জিনিস, টাকাপয়সা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ফলে ধন্দ বাড়ে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা তা জানার জন্য গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বাগডোগরায় মদের আসর, নজর নেই পুলিশের

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা হলেই বসছে জুয়া, মদের আসর। কিন্তু পুলিশের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ফলে গোঁসাইপুরের বিভিন্ন জায়গায় মাদকাসক্তদের ঘাঁটি গড়ে উঠছে। গোঁসাইপুর ভুজিয়াপানি মাঠ, ভুজিয়াপানি রেলের আন্ডারপাস থেকে এয়ারপোর্ট মোড় পর্যন্ত রেললাইনের ধারে দলে দলে লোক বসে মোবাইলে জুয়া খেলে। সেইসঙ্গে বসে নেশার আসরও। এই ছবি দেখা যায় বাগডোগরা মসজিদপাড়ার পিছনে পান্তাবাড়ি মাঠ, গোঁসাইপুর রূপসিংজোতের রেললাইনের পাশেও। ভুজিয়াপানির বাসিন্দা সবিতা রায় বলেন, 'এখানে মাঠে সন্ধ্যার পরে মোবাইলে জুয়া খেলা হয়। বাইক নিয়ে মাদক পৌঁছে দিয়ে যায়। এদিকে, সেই নেশার টাকা জোগাড় করতে স্থানীয় মন্দিরে, বাড়িতে প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটছে।' নেশার আসর বসে মন্দিরেও। রেললাইনের পাশে একটি শিবকালীর মন্দিরে সব ধরনের নেশার ঠেক বসে রোজ।

মসজিদপাড়ার বাসিন্দা মজিদা খাতুন জানিয়েছেন, পান্তাবাড়ির মাঠ নেশা এবং জুয়ার বড় ঠেক। নিয়মিত পুলিশ টহল দিলে এসব বন্ধ হত। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, 'এদিকে পুলিশ

> "
> এখানে মাঠে সন্ধ্যার পরে মোবাইলে জুয়া খেলা হয়। বাইক নিয়ে মাদক পৌঁছে দিয়ে যায়। এদিকে, সেই নেশার টাকা জোগাড় করতে স্থানীয় মন্দিরে, বাড়িতে প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটছে।
>
> **–সবিতা রায়**
> *ভুজিয়াপানির বাসিন্দা*

আসেই না। সেজন্য নির্ভয়ে এসব চলছে। কেউ বলার নেই।'

বাগডোগরা রেলস্টেশন সংলগ্ন বস্তিতেও মাদকের ঘাঁটি রয়েছে। এমনকি, চোরাই সামগ্রী কেনারও দোকান রয়েছে বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে। ওই তল্লাটে গেলে দেখা যায়, তেল চিটচিটে জামা পরা ৮ থেকে ৩০ বছরের প্রায় সবাই-ই নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানা গিয়েছে, পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে তারা সুযোগ পেলেই চুরি করে। অনেকে আবার কুড়ুনির কাজ করে। ফলে সহজেই পিঠের বস্তায় চোরাই মাল ভরে নিয়ে যাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে এই নেশার আসর বসায় চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয়রা। জুয়াড়ি ও মাদকাসক্তদের ভয়ে দিনেরবেলাতেও বাড়ি থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। বিশেষ করে মহিলারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। নেশার টাকা জোগাড় করতে এলাকায় চুরির সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে দেহব্যবসা, ধর্ষণ এবং খুনের মতো ঘটনাও।

এ বিষয়ে এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমার অবশ্য দাবি করেন, 'সব এলাকায় পুলিশের নজরদারি চলছে। দু'দিনে বাগডোগরা থেকে ৬ জন মাদকাসক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' অন্যদিকে, বাগডোগরা থানার ওসি নির্মলকুমার দাস জানিয়েছেন, অগাস্ট মাসে ১১টি চুরির ঘটনা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি চুরির কিনারা হয়েছে।

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সেবা প্রকল্প দিবস উপলক্ষ্যে কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের তরফে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস-এর কোঅর্ডিনেটর ডঃ সুদাস লামা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালীপদ ঘোষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মীনাক্ষী চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, সদস্য বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে দুজন অধ্যাপক, আটজন ছাত্রী সহ ৪১ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়। রক্তদান শিবির পরিচালনা করেন এনএসএস-এর প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক তাপসকুমার সরকার এবং অধ্যাপিকা নীতা বালা।

ডেফ-এর মিছিল

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডেফ-এর পক্ষ থেকে শনিবার আন্তর্জাতিক সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিবস উপলক্ষ্যে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে ৫০ জন ডেফ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ২৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিবস উদযাপনের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষে সভাপতি অভিষেক বসু এই খবর দিয়েছেন।

জাল ওষুধ চিহ্নিত করতে ল্যাব দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির বাজারে প্রচুর জাল ওষুধ ছড়িয়েছে। কিন্তু এই জাল ওষুধ চিহ্নিতকরণের কোনও ব্যবস্থাই এখানে নেই। সাধারণ মানুষের পক্ষে ওষুধ কেনার সময় কোনটা আসল আর কোনটা নকল তা বোঝার উপায় নেই। তাহলে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার উপায় কী? কেউ বলেছেন, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে, কেউ বলেছেন, আগে ওষুধ ব্যবসায়ীদের প্রত্যেককে ভেজাল ওষুধ বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কি জাল ওষুধ চিনতে পারছেন? উত্তর, না। প্যাকেট দেখে জাল ওষুধ চেনার উপায় নেই। তাহলে মানুষকে কীভাবে সচেতন করা হবে? শনিবার বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিডিএ) দার্জিলিং জেলা কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় এই প্রশ্নও উঠল ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকেই। সভার নির্যাস, একমাত্র পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার তৈরি করে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দোকান থেকে ওষুধের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেই নকল ওষুধ চিহ্নিত করা সম্ভব। এই আলোচনা সভা থেকে শিলিগুড়িতে একটি ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন ব্যবসায়ীরা

করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে জাল ওষুধের কারবার চলার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি, কেননা ওষুধের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গে নেই। রাজ্যের একমাত্র কলকাতায় একটি পরীক্ষাগার রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে যত নমুনা প্রতি মাসে ওই ল্যাবরেটরিতে যায়, সেগুলি দ্রুত পরীক্ষা করার মতো পরিকাঠামো সেখানে নেই। ফলে কোনও কোনও জেলার রিপোর্ট পেতে বছর পেরিয়ে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার রিপোর্টই আসে না।

জাল ওষুধের ব্যবহার কমানো, ওষুধের দাম বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়েই এদিন সন্ধ্যায় বিসিডিএ'র দার্জিলিং জেলা কমিটির অফিসের কনফারেন্স রুমে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিজয় গুপ্তা বলেন, 'আমরা জাল ওষুধ নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছি। শহরে প্রচুর জাল ওষুধ ছড়িয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।' যে সমস্ত ব্যবসায়ী ১৫-২০ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করছেন, তাঁরা যে জাল ওষুধের কারবার করছেন এটা না বললেও বিজয়বাবু বলেছেন, 'জাল ওষুধ অনেক কম দামে পাওয়া যায়, ফলে সেই ওষুধ অনেক ছাড় দিয়ে বিক্রিও করা সম্ভব।'

বিসিডিএ'র অভিযোগ, ওষুধের দাম মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক জায়গাতেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধও বিক্রি হচ্ছে। ওষুধের এক্সপায়ারি তারিখ নিপুণভাবে মুছে ভুয়ো তারিখ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলি দেখার দায়িত্ব ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের। কিন্তু ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের ইনস্পেকটররা এখান থেকে নমুনা নিয়ে কলকাতায় পাঠান ঠিকই, কিন্তু রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে কেউ জানে না। এদিনের সভার সিদ্ধান্ত মতো শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য দাবিপত্র পাঠানো হবে। পাশাপাশি জাল ওষুধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এদিনের আলোচনা সভায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সভাপতি অমিতাভ সাহা, শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী পীযূষ ঘোষ, ওয়েস্ট

শিলিগুড়িতে বিসিডিএ' আলোচনা সভা। -সংবাদচিত্র

বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কাশীনাথ সাহা, দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিসিডিএ'র অভিযোগ

- ওষুধের দাম মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়ানো হচ্ছে
- অনেক জায়গাতেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধও বিক্রি হচ্ছে
- ওষুধের এক্সপায়ারি তারিখ মুছে ভুয়ো তারিখ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে
- জাল ওষুধ চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা এখানে নেই
- ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ কলকাতায় নমুনা পাঠালেও রিপোর্ট কবে মিলবে কেউ জানে না

প্রধান খুনে গ্রেপ্তার আরও ১

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জিপাড়ার প্রধান খুনে এবার পুলিশের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। শনিবার বিহারের গলগলিয়ার আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করায় প্রধান খুনে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দুইয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরেও তৃণমূল নেতারা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। খুনের মাস্টারমাইন্ড বা কিংপিনকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত গোয়ালপোখর ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস বন্ধ থাকবে বলে সাফ জানিয়েছেন মন্ত্রীর ভাই ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল।

পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেও তালা ঝুলবে জানিয়ে তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সভাপতি ফিরোজ খান আরও সুর চড়িয়ে বলেছেন, পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে ব্যর্থ হলে পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাদের দলের নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই ইস্তফা দেব। পাশাপাশি এদিন গোয়ালপোখর ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পুলিশ সুপারকে দাবিপত্র দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের না ধরতে পারলে তাঁরা আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

অন্যদিকে, এদিন পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব ঘটনার তদন্তে পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান।

প্রধান খুনের তদন্তে পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের আইজি রাজেশকুমার যাদব।

যদিও ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে চাননি।

গলগলিয়া থেকে ধৃত ব্যক্তি কি খুনের সঙ্গে যুক্ত সুপারি কিলার? এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোনও উত্তর ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং দেননি। ফলে তৃণমূলের নেতাদের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির সায়ে পুলিশের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়ে পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা যে চাপে পড়েছেন তা প্রকট হতে শুরু করেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মন্ত্রীর ভাই রসুল প্রধান খুনের তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করা হয়েছে বলে দাবি করলেও এই মর্মে পুলিশের কোনও অফিশিয়াল বয়ান পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জানতে পুলিশ সুপারকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোনে সাড়া দেননি। স্বভাবতই খুনের মোটিভ এবং আড়ালে থাকা কিংপিন যে ঘটনার চার দিন কেটে গেলেও অধরা, তা নিয়ে এলাকায় চর্চা চলছে।

পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুরের পণ্ডিতপোঁতা এলাকার সূত্র থেকে একটি লিড পেয়ে পুলিশের টিম কিশনগঞ্জ জেলার নেপাল সীমান্ত লাগোয়া গলগলিয়া থেকে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে গত শুক্রবার নিয়ে আসে। যার মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ তামরেজ। এদিন দুপুর ১২টার পর আইজি পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে পৌঁছান। তিনি প্রায় বিকাল তিনটা পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়ে পুলিশের হেপাজতে থাকা ধৃত কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাফা, তামরেজ ও অপর একজনকে আইজি আলাদা আলাদা করে জেরা করেন। তিনটা নাগাদ আইজি ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটু বাদেই সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জেলা পুলিশ তামরেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অফিশিয়ালি জানিয়ে দেন।

খুনের ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও শাসকদলের নেতাদের দাবি, ধৃতরা নাকি কেউই প্রকৃত অপরাধী নয়। এটাই পুলিশের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যদিও ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে মন্ত্রী রব্বানি বলেছেন, 'এই লিংক ধরেই আশা করি পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করবে।'

কাঁচা ধানের শিষের লোভে হাতির হানা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ধানের শিষ এখনও ভালোভাবে বের হয়নি। তবুও সুস্বাদু কাঁচা ধানের শিষের লোভে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হানা দিচ্ছে বুনো হাতির দল। ধানের পাশাপাশি নষ্ট করছে সবজিখেত। যা নিয়ে দিশেহারা খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ এলাকার কৃষকরা। শুক্রবার রাতে হাতির হানায় প্রায় এক জমির ধান ও ফসল নষ্ট হয়েছে জানিয়েছেন তাঁরা। হাতির হানা থেকে বাঁচতে স্থায়ী সমাধান সূত্র খোঁজার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।

টুকুরিয়া বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার পনিত লাল বলেন, 'প্রতিদিন বনকর্মীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে রাতভর নজরদারি চালাচ্ছেন। হাতি যাতে লোকালয়ে হানা না দিতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক বনকর্মীরা। ইদানীং হাতিদের মধ্যে সুস্বাদু ও সহজলভ্য খাবারের লোভে চাষের জমিতে হানা দেওয়া প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।' তবে আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন পনিত।

বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা টুকুরিয়া বনাঞ্চল ঘেঁষা। জঙ্গলের পাশেই রয়েছে চাষের জমি। ধান পাকতে এখনও অনেকটা দেরি। সবে ধানের শিষ বের হতে শুরু করেছে। শিষের মধ্যে দুধের মতো যে তরল থাকে, তা হাতির খুব প্রিয়। তাই সন্ধ্যা নামলেই প্রায় ২০টি হাতির দল টুকুরিয়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধানখেতে চলে আসছে। বন সংলগ্ন ডাঙ্গারভিটা, জোরপাকুড়ি, দুলালজোত ও গণ্ডগোলজোত গ্রামে প্রতিদিন হাতি আসছে। সারা রাত ধান খেয়ে জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে হাতি। ধানের পাশাপাশি বেগুন ও শসাখেতেও হামলা চলছে।

ধনঞ্জয় শীল, নারায়ণ রায়, যতীন্দ্রনাথ রায়ের মতো কৃষকদের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে প্রচুর জমির ফসল নষ্ট করেছে হাতির দল। ধনঞ্জয়

বুড়াগঞ্জের ঝারুজোতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত।

ক্ষোভ বুড়াগঞ্জে

বলেন, 'এখন সবে ধানের শিষ বের হচ্ছে, তাতেই হাতির হানা শুরু। আগে ধান পাকলে হাতি আসত। ধান ছাড়াও বেগুন ও শসাও খেয়ে যাচ্ছে।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাতিদের জঙ্গলে আটকে রাখতে বন দপ্তর কোনও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে না। প্রতি বছর ফসলের ক্ষতি হওয়ার পর বনকর্মীরা এসে তদন্ত করে চলে যান, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। টাকা খরচ করে চাষ করে সেই ফসল ঘরে তোলা যাচ্ছে না। কয়েকশো কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষকদের অভিযোগ, জঙ্গলে হাতির খাবার কম। হাতিদের খাবারের জন্য বনের মধ্যে কলা গাছ কিংবা বাঁশ গাছ লাগানো হচ্ছে না। তাই খাবারের অভাবে হাতি লোকালয়ে চলে আসছে। তাই বনে হাতির প্রয়োজনীয় খাবারের জন্য জঙ্গলে কলা ও বাঁশ চাষের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। নাহলে আন্দোলনের হুমকির হুঁশিয়ারি দেন।

জয়েন্ট ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটির সভাপতি সুবল সিংহ বলেন, 'প্রতিদিন ২০টি হাতির একটি দল চাষের জমিতে হানা দিচ্ছে। হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে গ্রামবাসীদের নিয়ে পাহারা দেওয়া হচ্ছে।'

ওই এলাকারই বাসিন্দা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'জঙ্গলের হাতিরা যাতে জঙ্গলের মধ্যেই তাদের প্রয়োজনীয় খাবার পায় তার জন্য বনাঞ্চলের ভেতরে ও সংলগ্ন বন দপ্তরের পতিত জমিতে কলা গাছ, বাঁশ গাছ সহ হাতির অন্য খাবার চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে মহকুমা পরিষদ থেকে সার্চলাইট দেওয়া হবে।' এছাড়া হাতি ও মানুষের সংঘাত রোধে এলাকায় সচেতনতা শিবির করা হবে বলে কর্মাধ্যক্ষের আশ্বাস।

বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা। শনিবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস মোড়ে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

পরিত্যক্ত ক্লাসরুমে মদের ঠেক, ক্ষোভ

গোয়ালপোখর, ২৩ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা নামলেই স্কুলের পরিত্যক্ত ক্লাসরুমে বসছে মদের আসর। মদ খেয়ে খালি বোতলগুলি ফেলা হচ্ছে স্কুল চত্বরে। কখনও আবার ক্লাসের ভেতরেই পড়ে থাকছে ভাঙা বোতলের কাচের টুকরো। এর থেকে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে অভিভাবকদের। প্রায় তিন বছর ধরে এমনই পরিস্থিতি গোয়ালপোখর সার্কেলের সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। শুধু আশঙ্কা নয়, বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধও বাসিন্দারা। গোয়ালপোখর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ দাস অবশ্য বলেন, 'স্কুলে এমন ঘটনা কাম্য নয়। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপ করার চেষ্টা করা হবে।'

স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, স্কুলের এই পরিস্থিতি নিয়ে এর আগে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনেকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু স্কুলের চত্বরে দুষ্কৃতীদের নোংরামি কমছে না। প্রধান শিক্ষক ইদ্রিশ আলমের যুক্তি, 'আমরা দূর থেকে আসি। তাই তাদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারছি না।' তিনি জানান, স্কুলে আসার পর মদের ভাঙা বোতল সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু ভাঙা বোতলের কয়েক টুকরো থেকেই যাচ্ছে। সেগুলো থেকে পড়ুয়াদের বিপদ হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিত্যক্ত ক্লাসরুমে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চালানোর সঙ্গে জড়িত এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একাংশ। তাঁদের দাপটে স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না। অভিভাবক পল্লবী সাহার কথায়, 'একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব নোংরা কারবারে আমরা অতিষ্ঠ। কিন্তু কেউ ভয়ে মুখ খুলছে না। তবে এবার আমরাই পথে নামব। কারণ এভাবে শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দিতে পারি না আমরা।'

সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ নুরউদ্দিন জানান, তাঁরা গোপনে নজরদারি শুরু করেছেন। স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করার পেছনে কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিডিও অতনু ঘোষের বক্তব্য, 'দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

অভিযোগ ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি তর্জা

ঠাকুরনগরে সরকারি জমি জবরদখল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগরে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার জন্য বেশ কিছুটা সরকারি জমি সংরক্ষিত করে রাখা ছিল। বর্তমানে সেই জমি টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছে বিশাল আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। টিনের বেড়ায় পাশাপাশি আলাদা আলাদা পোস্টারে সেই জমিকে সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি বলে দাবি করা হয়েছে। আর এই নিয়েই এলাকায় রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি।

এলাকার তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ভবতোষ রায় বলেন, 'আমাদের বোর্ড থাকার সময় এই জমিটি জনকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষিত করা হয়। বিজেপি ক্ষমতা পেতেই জমিটি দখল করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।'

যদিও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছি। আমরা নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। সবটা জানি না। খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে সভা ডেকে আলোচনা করা হবে। যেই দোষী হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের কেউ

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এই জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে।

যুক্ত থাকলেও ছাড় পাবে না।' একই বক্তব্য ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। এলাকার সমস্ত জমি কেলেঙ্কারির জন্য তিনি তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন।

টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা ওই জমিকে ব্যক্তিগত দাবি করে পোস্টারে বিশাল আগরওয়ালের ফোন নম্বর লিখে রাখা হয়েছে। বিশাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'নিজের জমি ঘিরে রেখেছি। ঘিরে রাখা এলাকার মধ্যে কোনও সরকারি জমি নেই। সরকারি নিয়মেই এই জমি আমার নামে নথিভুক্ত আছে।'

যদিও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্টের সঙ্গে তাঁর কথা মিলছে না। রাজগঞ্জ ব্লকের এক রেভেনিউ ইনস্পেকটর ইতিমধ্যেই সরকারি জমিতে নির্মাণ হওয়ার রিপোর্ট দিয়েছেন বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভব্রত মিত্র বলেন, 'আমাদের দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি জমিতে নির্মাণ হওয়ার বিষয়টির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।'

বিকল ট্রান্সফর্মার সরাতে বিডিওর দ্বারস্থ

চাকুলিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চাকুলিয়ার মিলনপাড়া এলাকার ট্রান্সফর্মারটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। তা থেকে বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। পরিষেবা চালু রাখতে এর বিকল্প হিসেবে অন্যত্র নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হয়েছে। অথচ নিষ্ক্রিয় ট্রান্সফর্মারটি সরাতে উদ্যোগী হচ্ছে না বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। নিষ্ক্রিয় হলেও ওই ট্রান্সফর্মারে সংযোগ স্থাপনের তারে বিদ্যুৎ রয়েছে। সেজন্য নিষ্ক্রিয় ট্রান্সফর্মারটি সরানোর দাবি তুলে শনিবার বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। মিলনপাড়ার কাহাটা এলাকার ট্রান্সফর্মারটি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। তার পাশে ঝুলছে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানা তারগুলি। তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা রবীন সেন বলেন, 'ট্রান্সফর্মারটি এখন কোনও কাজ করছে না। এর বিকল্প হিসেবে অন্যত্রে বসানো হয়েছে নতুন ট্রান্সফর্মার। তবু এটি জনবহুল এলাকায় থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। এ সমস্ত সমস্যার কথা আমরা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাছে জানিয়েছি। কিন্তু ১০ বছরে তারা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। দেখছি দেখব বলে সেখানে সময় নষ্ট করা হয়েছে।'

কাহাটা এলাকার ব্যবসায়ী আঞ্জুম আহমেদের কথায়, 'ট্রান্সফর্মারটি খারাপ থাকলেও সংযোগ স্থাপনের তারে বিদ্যুৎ রয়েছে। সেজন্যই বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।'

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলেন, নিষ্ক্রিয় ট্রান্সফর্মারটি সরানোর জন্য এলাকার বাসিন্দারা আমাদের জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও কানহাইয়াকুমার রায় জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাছে ওই ট্রান্সফর্মার সরানোর কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কানকির স্টেশন আধিকারিক কৃষ্ণ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে জমা জলে ভোগান্তি

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : একটু বৃষ্টি হলেই যেন থইথই অবস্থা। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে পঞ্চায়েত ও ব্লক কর্তৃপক্ষের হেলদোল না থাকায় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর এখন বেশিরভাগ সময়ই জলমগ্ন থাকে বলে অভিযোগ উঠছে।

পরিস্থিতি দেখে বিরক্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরাও। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে অনেকটা জায়গাজুড়ে জল দাঁড়িয়ে থাকায় যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়ছে রোগী

চোপড়া

ও পরিজনদের। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের জমা জল বের করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অল্প বৃষ্টি হলেও অধিকাংশ জায়গায় জল জমে যায়।'

কয়েক বছর আগে নালায় আবর্জনা জমে নিকাশি প্রায় বন্ধ। প্রশাসন সাফাইয়ের উদ্যোগ না নেওয়ায় পরিস্থিতি দিন-দিন ঘোরালো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসকের কথায়, 'প্রায় তিন মাস জমা জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সেসব দেখার কেউ নেই।' চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকায় আবাসিকদের মধ্যেও ডেঙ্গির উদ্বেগ। বিএমওএইচ ডাঃ রণবীর সাহা বলেন, 'নিকাশি ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সমস্যার বিষয় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।'

রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নয়

এখন ট্রেনে বা বাসে কোথাও গেলে অবধারিতভাবে চারদিকে চোখে পড়বে কাশফুল। পাড়ায় পাড়ায় হাঁটলে সর্বত্র চোখে পড়বে শিউলি পড়ে আছে পথের পাশে। কাশ এবং শিউলি শরৎকাল ও পুজোর অন্যতম অনুষঙ্গ। এবারের রংদার রোববারে বিষয় কাশ ও শিউলি।

এই কাশ, এই শিউলি

কোন বাতাসে মেঘের রঙে

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

পুজোর ছুটির বাজনা সে বছর সত্যিই ছাত্রীরা বাজিয়েছিল আমাদের অবাক করে দিয়ে। ঢোলক কাঁধে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছিল হলঘর। আর ঢাকের পিছনে উড়ছিল সাদা গুচ্ছের কাশের গুছি। বেশ কয়েক ঝোপ। মোটা বিড়ালের ল্যাজের মতো সে মাঝে মাঝেই দুলে উঠছিল ঢাকের বোলের ছন্দে। ঢাকের কাঠিতে দিব্যি ঠিকঠাক তাল তুলেছে ওরা। পরে জিজ্ঞেস করেছি, 'কোথায় পেলি কবে তুলে নিয়ে এলি? এত ফুল...।'

–ক্যানে! মোর বাড়ি ত চরের আগত। মুই তুন নু, সে... ই রাইত ভোর। বন্ধুরা ওর কথা শুনে মুখ টিপে হাসলেও মিষ্টি মেয়েটাকে জানি। ঢাক বাজানো শিখেছে ওর দাদু, বাবা এঁদের কাছে। মদন ঢাকি, ঘোষপাড়া থেকে বোস, বাড়ুজ্জে সব পুজো–প্যান্ডেলে বায়না করা হয়ে যায় কত আগেই তার। ... মিলেমিশে ছোটরা এখন সব একাকার। অভিভাবকের কে ডাক্তার, কে মাস্টার আর কে ঢাকি ওদের বয়ে গেছে জানতে। সেসব আগে ছিল। এখন এলিট–টেলিট নেই। ওরাই উড়িয়ে দিয়েছে কাজেকম্মে।

বন্ধের আগের দিন নিয়মমাফিক প্রতিবছরের মতো এবারও অনুষ্ঠান। গার্গী হাউসের দায়িত্ব এবার। মায়ের ব্রাশো শাড়ি হালকা সবুজের নতুন একেবারে। জানি এ শাড়ি ভাঁজ করে পরাতে হয়েছে খুদে মেয়ে দুটোকে। সবুজ ব্লাউজে কি ভালোই না লাগছে! ওই একটু গমের মতো গায়ের রং মেয়েটা, মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, কী–ই ভালো যে নাচে! হলে কী হবে, ওই যে ওরই পাশে একই লাইনে যে মেয়েটি নাচছে সে যেন ডলপুতুলটি। দুটোই থ্রিতে পড়ে। ওই পুতুলটি আবার নিজেকে 'বিশ্বসুন্দরী' ভাবনায় ভাবতে গিয়ে বন্ধুদের ঠিক এক গোত্রের মনে করছে না আজকাল। ওই যে আলপনার ওপর বড় মাটির কলস টবে কাশের বনের ফাঁক দিয়ে ইউনিফর্ম পরা ছাত্রীরা আর চেয়ারে বসা দিদিমণিরা অতি আগ্রহে ওদের নৃত্য দেখছে। অনুভব করছে শিহরণ জাগছে। মনে পড়ছে যে ছোট্টবেলা...

কে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়... ওরা স্বাগত জানায়।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ/গেঁথেছি শেফালি মালা/ নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে/সাজিয়ে এনেছি ডালা... এত সুন্দর নাচল ঐ কঠিন লয়, সুরের সঙ্গে। আর ঐ কাশের গুচ্ছ শাখার রঙের একইরকম শাড়ি কোথা থেকে জুটিয়েছে কে জানে! খুব আদর করে ওদের বড় ক্লাসের মেয়েরা যারা শিখিয়ে তুলেছে, ওরা আহ্লাদে হয়ে যায় আরও। ঢাকের তালে ততক্ষণে মেয়েদের ধুনুচি নৃত্য শুরু হয়েছে। নিজেরাই দেবীপক্ষ আহ্বান করছে।

প্রতিদিনের সে নদী প্রতিক্ষণের চরে বাঁধা গোপন কথার সাক্ষী থাকে। জলের ধারে নৌকো বাঁধা। মাঝি এবার তাকেও রঙিন কাপড়ে সাজিয়ে তুলেছে। রংবেরঙের পতাকা উড়ছে। সব বছরই কাশের গুছি চরের দু'পাশে দুলতে শুরু করলেই আকাশের মেঘ নামে মাটিতে। ওই যে ছুটছে কারা মাঝখান দিয়ে... সে বালি ঘেরা রাস্তায় পা তো ডুবে যায়। শুধু ওদের মাথা দেখা যায়। ডুবে যায় শরীর কাশের দুলুনিতে, নীল আকাশের মেঘের ছায়ায় হঠাৎ জলছবির মতো মাথায় কাগজের মুকুট ছেলেটাকে চোখে পড়ে... ওই যে দিদির হাত ধরে পড়ি মরি ছুটছে রেলের গাড়ির ধোঁয়ার পিছনে... যান্ত্রিক শব্দ ওদের স্তব্ধ করেছে। কাশের গুছি হাতে ওরা চিত্রার্পিত। সে ধূপছায়ায় জলরঙের উপর চাইনিজ ইংকের কয়েকটা আঁচড়।

বিভূতিভূষণ... অপু... দুর্গা... সত্যজিৎ কখন সরলরেখা তৈরি করে।

বিষণ্ণ শরতেও নীল রঙের উপর ভেসে থাকা সাদা রঙে আর কাশের দুলুনিতে কী সখ্য। ঠিক আমার একা হয়ে যাওয়া অদ্ভুত আলোর মতো। নতুন মানুষের চোখে এই শরতেই খুঁজে নেওয়া যায় অদ্ভুত মাধুকরী আলো। সে রাখাল বাঁশি বাজায়, তুলে নেয় আমার হাতের মুঠো ভরা অক্ষর।

ওরা উঠোনময় দৌড়াচ্ছে কতগুলো উড়তে থাকা 'বুড়ির চুলের' পিছু পিছু। কিছুতেই মুঠিতে কবজা করা যায় না ওদের। রুমি বন্ধু বলেছে মণি কে, ওই বুড়ির চুল মাথায় লাগাতেই ঘন একঢাল চুল তৈরি হয়, ঠিক রাজকুমারীর জাদুকাঠির ছোয়ার মতো। মনে মনে অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু ধরবে কি 'বুড়ির চুল'... বাতাসের আগে ছোটে সে।.... অনেক বড় হয়েছে রুমি, মণি, দুর্গারা। ওরা এখন জানে 'বুড়ির চুল' মানে কাশফুলের উড়ে আসা আঁশ। যা কিনা শরৎজুড়ে বাতাসে উড়তে উড়তে ঢেকে দেয় আশ্বিনের আলো।

'তিন বছর থমকে আছে দেয়ালের গায়ে
ছবিতে এখনও কৌণিক রোদ, নদীর ধারে
গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ–মেয়েটার খোলা চুলে লেগে আছে
'বুড়ির চুল'– সে জানে এখন, এর মানে কি–এত
কাশফুল কুচি!... বাতাসে গন্ধ কিছু গানের...
কমলা বোঁটার ফুল আর বেঁচে থাকা'

আশ্বিনের আলোয় চর বাসিন্দার চোখে–মুখে কখনও সন্ধেরাতের জ্যোৎস্না। নৌকোর পারাপার চলে। পুরো নদীতে এপার–ওপার ঘুরঘুর গান ওঠে।

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে'... 'অথবা' 'নয়ন–ভুলানো এলে...' শুটিং চলছে, সেজেগুজে এসেছে। ওরা ক্যামেরাবন্দি, সেখানেই চোখ। প্রকৃতি ডাকে না! মন কেমন করে না অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়ায় ওরা কি চোখ ফিরিয়ে দেখে এমন তরণী বাওয়া!

উঠোনে সকালের পড়ে থাকা শিউলি কুড়িয়ে রাখা আছে। কেমন অন্যরকম গন্ধ তার। হাতের তালু রঙিন হয়ে ওঠে। সাদা কাপড় রাঙিয়ে নেয় কখনও পুতুল ঘরের জন্য। আনন্দ তখন থরে থরে সাজানো মেঘের বুকে। বড় হলেও আনন্দ ছড়িয়ে যায়। বিছিয়ে দেওয়া থাকে ওই যে গুটিয়ে তুলে রাখা শুকনো পাটকাঠির সারিতে... এত বহু ফসলি। সব ঋতুতেই এক এক রূপ। জলভরা সবুজ শাক এমন স্বাদের!.. বৃষ্টিভেজা বুনো গন্ধ, পাট পচা গন্ধ পথের দু'ধারে। সেটাই শুকিয়ে গেলে দড়াদড়ি কত কী তৈরি... আবার খটখটে ভাদ্রে পথের দু'পাশে 'পাটখড়ি' সাদাটে ঝকঝকে জ্যোৎস্না বা রোদের আলোয় অদ্ভুত মাথা তোলা স্থির। সাদা কাশের দুলুনির সঙ্গে কী–ই যে বন্ধুত্ব তার! একজন আনন্দ তুলে দেয় প্রকৃতিকে অন্যজন কৃষককে, ব্যবসায়ীকে খুশি করে।

শৈশব–কৈশোরের ছবি সেই 'মাথায় নিয়ে পাটকাঠির বোঝার' রহস্য এখন কত কাছে। নাগালের মধ্যে। সব নিয়েই তো হরবোলা প্রকৃতি। বন্ধু।

বিষণ্ণ শরতেও নীল রঙের উপর ভেসে থাকা সাদা রঙে আর কাশের দুলুনিতে কী সখ্য। ঠিক আমার একা হয়ে যাওয়া অদ্ভুত আলোর মতো। নতুন মানুষের চোখে এই শরতেই খুঁজে নেওয়া যায় অদ্ভুত মাধুকরী আলো। সে রাখাল বাঁশি বাজায়, তুলে নেয় আমার হাতের মুঠো ভরা অক্ষর। বাঁশিতে তোলে সুর, আর গান হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে ঠিক দূরে দূরে... রাখালের সৃষ্টি তো আর আমার থাকে না! সর্বজনের পদধ্বনির মতো ছোটে।

চরের ছোট্ট ছন আর বাঁশের বেড়ার ঘরে ক্লাস ফোরের মেয়ে তার বাবার কাছে বাংলা শেখে।

'তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে'

বেগুনি রঙের শাড়িতে সত্যিই দৌড়ে আসে মেয়ে। পিছন পিছন বাবা।... দেখ... দেখ... মেয়ে ওই একঝাঁক বক, উড়ল উড়তিছে .. সুয্যি আলো দেয় দেখ পাখায়...। মেয়েটা হাততালি দেয়... তোর নৌকাটা আনবি না বাপ... রাত শেষেই মহালয়... দিদিমণি বইল ছে। জাগনা থাইকব আজ।

ঢাকের দ্রিমদ্রিম বোল বাজে বাপের বুকেও। কাশের বন ছাপিয়ে বাতাসের দোলায় ওর মেয়েও তো অমনি যাবে অন্য কোন পাড়ায় কোন শহরে... কাশের ফুল কুচি হয়ে ওড়ে। উড়তে থাকে মেয়ের চুলে, শরীরে। ছোট ছোট হাতে বাবার হাত ধরে।... চল নৌকা খোল তোর। নতুন শেখা গান করি, স্কুলে শিখাইছে নতুন দিদিমণি–

'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া লুকোচুরি খেলা রে ভাই'...

বাবা তাকায় মেয়ের দিকে। আকাশের ছায়া পড়ে চোখে, নদীর জল থিরথির কাঁপে।

শরৎ লাইভ

রম্যাণী গোস্বামী

কাশফুল ফুটলে শরৎ আসে। রেললাইনের ধারে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে কাশবনের সফেন সমুদ্রে ঢেউয়ের অবিরল ওঠানামা দেখতে দেখতে আপামর বাঙালির মনে পড়ে যায় অপু–দুর্গার কথা। মনে পড়ে মহালয়ার শিরশিরে বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ আর শিশিরভেজা ভোর চারটেয় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কাশফুল মানেই তাই নস্টালজিয়া। সেই নস্টালজিয়াতেই ভর করে ডুয়ার্সের অলিতে গলিতে, ফুলবাড়ি ক্যানাল, তিস্তার চর, জলঢাকা, কালজানি, মানসাই, মহানন্দার ধারে ধারে মেঠো পথে দাঁড়িয়ে একজন অ্যামেচার ফোটোগ্রাফারের কাঁধের ঝুলন্ত ক্যামেরা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে।

রোদের গন্ধমাখা ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে শ্বেতশুভ্র তুষারকণার মতো কাশফুলের রোঁয়া। নদীর ধারে কাশবনের মাথায় হাওয়ার নাচন জেগেছে। লেন্সে সেই কাঁপন ধরা পড়ে স্থিরচিত্রে। তিস্তার বুকে ডিফোকাসড দু'–তিনটে ডিঙিনৌকা অলসভাবে ঘুরে বেড়ায়। জাল ফেলে নদীয়ালি মাছ ধরতে ব্যস্ত জেলেমাঝিরা। আশ্বিনের রোদ ঝলকায় নৌকোর খোলে রাখা বোরোলি, মৌরলা আর চিংড়ির ছোট ছোট স্তূপে। নদীতে মাছ এখন আগের চাইতে অনেক কম। তবু বৃদ্ধ জেলের ম্লান মুখ ঢেকে যায় ঘন কাশের নিবিড়তায়। নদীর গন্ধ, খিদের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফুটফুটে নাতনিটার কথা ভেবে দু'মুঠো কাশফুল তুলে নেয় সে আনমনে।

ক্যামেরার শাটারে ক্লিক শব্দ ওঠে। একপাশে বন্ধ রায়পুর চা বাগান। অন্যপাশে তিস্তা। মাঝে রংধামালি বাঁধ। বাঁধরাস্তার দু'ধারের দোদুল্যমান কাশবন চা শ্রমিক রঞ্জিত ওরাওঁ, হরিলাল লোহারের মনে কার্যত কোনও রোমাঞ্চ জাগায় না। বরং সীমাহীন আতঙ্ক তাঁদের শিহরিত করে। দেখতে দেখতে আরেকটা পুজো চলে এল! ঘরের বাচ্চাগুলোর হাতে কীভাবে তুলে দেবেন নতুন পোশাক? সবুজ ঝোপঝাড়ের প্রেক্ষাপটে জমাট কাশের শুভ্রতা ক্ষুধার্ত দুপুরে সবজে কলাপাতার উপর ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের কথাই মনে করায় শুধু।

ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে ক্যামেরার লেন্স এবার একটু জুম হল। জলঢাকা নদীর চর। কোভিডের প্রকোপে বছর তিনেক আগে অভিভাবক হারানো চরুয়া দুই কিশোর। স্কুলের পাট সেই কবে চুকেবুকে গিয়েছে। সামনেই আবার করম পরব। বাতাসে তাই দুখভোলানিয়া উৎসবের আমেজ। দাদা জনমজুরির কাজ পেয়েছে টাউনে। কাঁধে নিয়েছে ভাইকে। সকালে পান্তা খেয়ে কাজে বেরোনোর পথে থমকে দাঁড়িয়ে জাগতিক সব চাওয়া–না পাওয়া ভুলে দুজনে কাশফুলের রূপে মগ্ন এখন। ভাইয়ের হাতে ধরা বাঁশের তৈরি রঙিন কাগজের ঘূর্ণি। হাওয়ায় বনবন করে ঘুরছে সেটা। মাথার উপরে ফটফট করছে গত সপ্তাহের অবিরাম বৃষ্টির পর জলে ধোয়া শরতের আকাশ। সুলেখা কালির মতো যার রং। আঙুরের থোকার মতো সাদা মেঘের গোছা মন্থরগতিতে নেমে এসে মিশে গিয়েছে দূর পাহাড়ের আরও এক পোঁচ ঘন নীলের গায়ে। আকাশ আর পাহাড় থেকে সেইসব নীলের কিছুটা ছলকে পড়েছে দাদার গায়ের জামায়। মলিনতা মুছে পরক্ষণেই তা রঙিন।

যন্ত্রের ডিসপ্লেতে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কাশবনের এক অপার্থিব ল্যান্ডস্কেপ।

জলপাইগুড়ির বয়স্ক দম্পতি নির্মলা ও সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয় তিস্তার চার নম্বর স্পারে। ছেলেমেয়ে দুজনই বিদেশে সেটেলড। 'বিকেলবেলাটা আসি। কাশফুলের সময়টায় বড় ভালো লাগে জায়গাটা।' বলতে বলতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন। 'বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আসে। রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায়। সেলফি তোলে। কলকল করে। আমরাও আমাদের ফেলে আসা ফুরফুরে দিনগুলোতে ফিরে যাই।' ভোর সাড়ে ছ'টায় ওই জায়গাতেই গিয়ে দেখা মিলল চারজন মধ্যবয়সি গৃহবধূর। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বেঞ্চে বসে গল্পে মশগুল তাঁরা। কাশের দেশে এটুকুই অবকাশ। ফিরে তো আবার সারাদিনের হেঁশেল ঠেলা।

রেললাইনের ধারে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে কাশবনের সফেন সমুদ্রে ঢেউয়ের অবিরল ওঠানামা দেখতে দেখতে আপামর বাঙালির মনে পড়ে যায় অপু–দুর্গার কথা। মনে পড়ে মহালয়ার শিরশিরে বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ আর শিশিরভেজা ভোর চারটেয় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কাশফুল মানেই তাই নস্টালজিয়া।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের মতোই ক্যামেরা ফ্রেমবন্দি করে ফেলল মা ও মেয়ের এক জুটিকে। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে জানাল, 'আগে বাবার সঙ্গে আসতাম। বাবা কাশফুল বড় ভালোবাসতেন। মানুষটা আর নেই। রেখে গেছেন দেওয়াল আলমারিজুড়ে বই। ওতে বাবার গায়ের গন্ধ। ছাদে মাদুর বিছিয়ে ওদেরও রোদে দিই এই সময়টায়। পুরোনো ম্যাগাজিনগুলো আশ্বিনের রোদ পেয়ে চনমনে হয়ে ওঠে। ইস! অত ভালো এক একটা ম্যাগাজিন। উঠেই গেল! ভাবা যায়!' বলতে বলতে আবারও চোখ চলে যায় নদীর দিকে। সাবেকি যা কিছু তাকে আঁকড়ে ধরে রাখার আকুলতা ফুটে ওঠে মুখেচোখে। ধনাইমালি হাইস্কুলের ভূগোলের সিরিয়াস দিদিমণি পড়া না পারার জন্য দুরন্ত ছাত্রকে বকতে গিয়েও থমকে যান। হাইবেঞ্চের কোনায় গুঁজে রাখা একগুচ্ছ কাশ দেখেই মন স্নিগ্ধ হয়ে আসে তাঁর।

ক্যামেরা এখন লো–লাইট মোডে। মায়ের আগমনের হপ্তা দুই বাকি। শরৎ রাতের নদীচরে কাশবন জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যায় আর ডুয়ার্সের ডুকপা জনজাতির মানুষেরা মেতে ওঠেন টিউগ্যাপ উৎসবে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, সে রাতে পরিষ্কার আকাশে জেগে ওঠে টিউগ্যাপ নামের নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রের মাহাত্ম্যে চরাচরের সমস্ত জলাশয়ের জল দূষণমুক্ত হয়। এভাবেই কাশবনের উপস্থিতি খুব সাধারণ দৃশ্যকেও করে তোলে অনন্য। সকলের অজান্তে আট থেকে আশি'র 'স্ট্রেস রিলিভার' হয়ে ওঠে সে। যদিও এখন তার নিজের অস্তিত্বও সংকটের বাইরে নয়।

মানবজাতির আগ্রাসী লোভ, গ্লোবাল বয়েলিংয়ের প্রকোপ, ক্রমশ বেড়ে ওঠা চাষ আবাদ, অবাধে পশুচারণ, জলাভূমি বুজিয়ে কংক্রিটের নির্মাণ, নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা রিসর্ট, প্রোমোটার রাজত্ব, নদী লুটেরা, বালি–মাটি মাফিয়ারা একে একে গিলে ফেলছে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তর, নদী, মাঠ, পুকুর, বনভূমি। ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝে মাঝে একটুকরো শরৎ আত্মগোপন করে আছে জোর করে। তবু আছে। অত উঁচু থেকে কাশ নয়, বিবর্ণ সাদা মৃত শবের কফিনের মতো মনে হয় তাদের।

করলা নদীর তীরে এমনই এক কাশবনের ভিতরে হারিয়ে যেতে যেতে অশীতিপর দিদার মুখে শুনেছিলাম কুশকুমারের গল্প। পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী নগরীর (কুশিনগরের প্রাচীন নাম) রাজা ইক্ষবাকু ও রানি শীলবতীর কদাকার পুত্র কুশ। যার নামকরণ করা হয়েছিল কুশতৃণর নামানুসারে। এই কাশফুলেরই অপর এক প্রজাতি কুশফুল, আকারে যা অপেক্ষাকৃত ছোট। একদিন দিবালোকে কুরূপ রাজা কুশকুমারকে দেখে তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী, মদ্ররাজ্যের রাজকন্যা প্রভাবতী ভয়ে ও ঘৃণায় বাপের বাড়ি চলে যান। প্রাণাধিকা প্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে কুশরাজা পৌঁছোন শাকলনগরে।

সেদিন থেকে নগরবাসীর হৃদয়ে ঝংকার তুলে বেজে ওঠে অন্তেবাসী বিরহী কুশরাজার হাতের কোকনদ বীণার বেদনাবিধুর সুর। কাশবনে হিল্লোল তুলে সেই সুর দূরে মিলিয়ে যায়। উন্মনা করে তোলে মন। আধুনিক গ্যাজেটনির্ভর অসহিষ্ণু দুনিয়ার লাইক, ফলোয়ার, রিলের কুৎসিত প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় সেইসব পুরোনো মানুষের কোথায় হারিয়ে গেল তাঁদের পুরাণ, লোককথা, রূপকথায় উপচে পড়া গল্পের ঝোলা নিয়ে? প্রতিদিন আমরা কি একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছি না আমাদের সনাতন মূল্যবোধগুলোকে? কাশফুল কি শুধুমাত্র নস্টালজিয়া হয়ে দেখনদারির মুঠোফোনেই বন্দি হয়ে থেকে যাবে? রয়ে যাবে পুরোনো ছবির নেগেটিভে? নাকি ডুয়ার্সের বুকে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জন্ম নেবে আরও একটি স্নিগ্ধ শরতের লাইভ অ্যালবাম?

শরৎ এলে কাশফুল ফুটবে। আর তখনই একজন ক্যানডিড ফোটোগ্রাফারের হাতের ক্যামেরা আবারও থিরথির করে উঠবে উত্তেজনায়। এই আশাই মনকে জিইয়ে রাখে।

ভিতরের আর
কী কী রং
ধারাবাহিক
ইতি মাধবী
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
গল্প
সুমন মল্লিক
রানা সেনগুপ্ত
উত্তরের ভাবনা, এলোমেলো গদ্য
শৌভিক রায়
কবিতা
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া
বিদ্যুৎ রাজগুরু
নাদিরা আহমেদ
সাহানুর হক
দেবাশিস চক্রবর্তী
সোমা দে
ভুবন সরকার
ভারত আমার...
পৃথিবী আমার

উইন্ডো সিট

সুমন মল্লিক

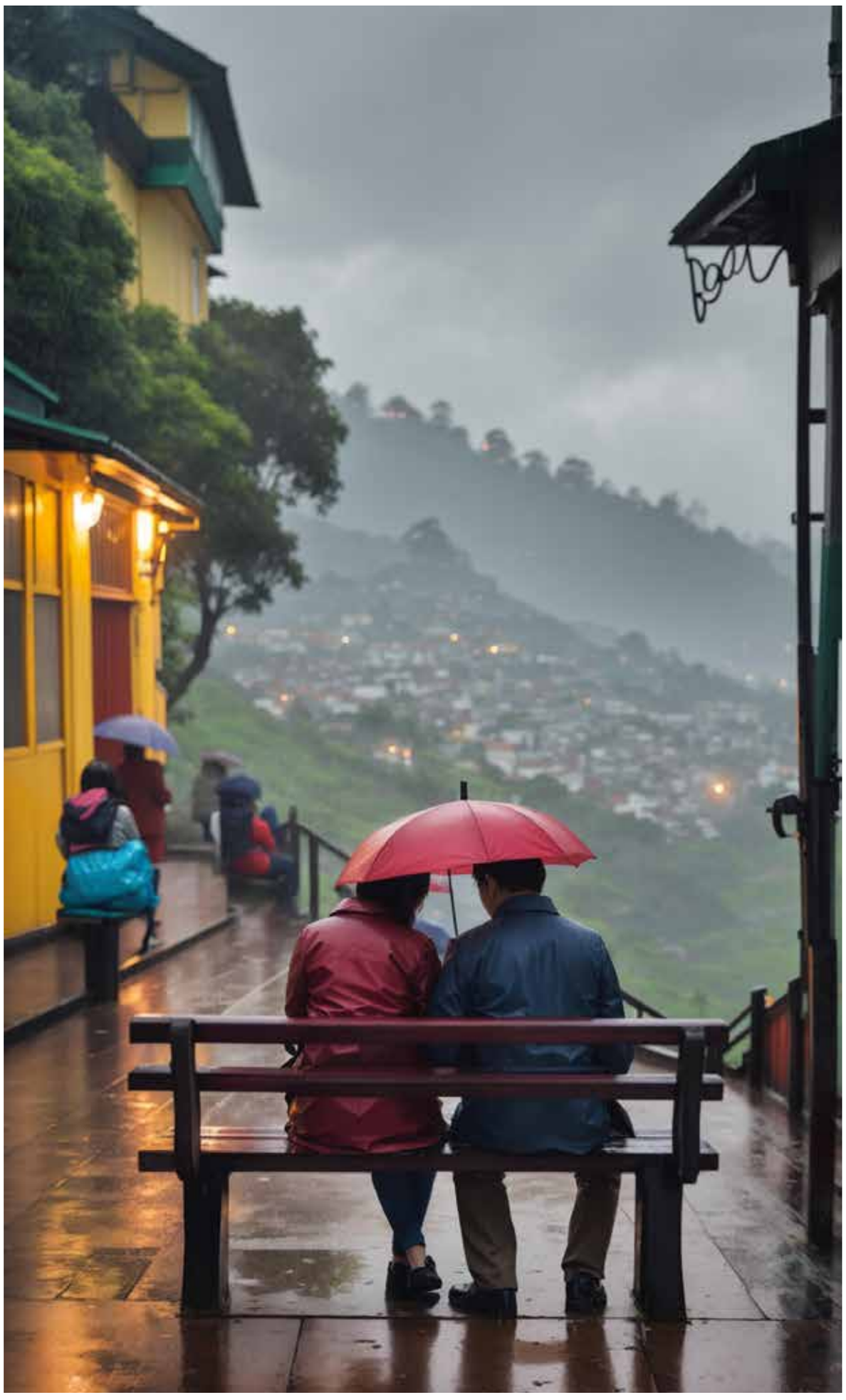

বাসটা তেনজিং নোরগে স্ট্যান্ডে ঢুকতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। আগে উঠে সিট দখলের হুড়োহুড়ি। বাসটা রায়গঞ্জ যাবে। বিকেলের পর এই রুটে সরকারি বাস খুব কম। রাতুল ও পায়েল এই হুড়োহুড়ির মধ্যে অংশ নিয়েছে। না, ওরা একে অপরকে চেনে না। রাতুল শিলিগুড়ির ছেলে। কলকাতায় একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সবে জয়েন করেছে। রায়গঞ্জে মামার বাড়ি যাচ্ছে। পায়েলের বাড়ি বিধাননগরে। শিলিগুড়ি কলেজে ইংরেজি অনার্সে পড়ছে ফাইনাল ইয়ারে। একটু পেছন দিকে জায়গা পেয়ে গেলেও উইন্ডো সিটে কে বসবে তা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

বেশ খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। পরে বিধাননগরে নেমে যাবে জেনে রাতুল উইন্ডো সিটটা পায়েলকে ছেড়ে দিয়ে পাশে বসল। প্রায় আধ ঘণ্টা দুজনের মধ্যে কোনও কথা হল না। শেষে রাতুলই সরি বলার মধ্য দিয়ে আবার কথা শুরু করল। এসব পথচলতি খুচরো যুদ্ধে সবসময় মেয়েরাই জয়ী হয়। খুব বেশি কথা হল না দুজনের মধ্যে। হাই হ্যালো, কে কী করে, কোথায় থাকে ইত্যাদি। এরপর কেউই আর কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে যায়। কানে হেডফোন গুঁজে নেয় পায়েল।

বাসের দুলুনিতে চোখ লেগে এসেছিল রাতুলের। হঠাৎ টের পেল ওর কাঁধে পায়েলের মাথা। পায়েলও ঘুমিয়ে পড়েছে বাসের দুলুনিতে। এবার পায়েলকে ভালো করে দেখল রাতুল। ঘুমিয়ে থাকলে মেয়েদের এত সুন্দর লাগে, এটা রাতুলের জানা ছিল না। রাতুলের মগ্নতা ও মুগ্ধতার ঘোর কেটে গেল কনডাক্টরের চিৎকারে। বিধাননগর এসে গিয়েছে। বাস ব্রেক কষতেই ঘুম ভাঙল পায়েলের। বাড়ি এসে গিয়েছে দেখে ব্যাগ নিয়ে দ্রুত নেমে গেল। যাবার আগে রাতুলের দিকে মৃদু হেসে শুধু বলল, সরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।

২

দু'দিন কেটে গিয়েছে, পায়েলের সঙ্গে ঝগড়া, পাশাপাশি সিটে বসা, কাঁধে মাথা রেখে পায়েলের ঘুম, ঘুমন্ত সেই মায়াবী মুখ, সবকিছু কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আটকে ফেলেছে রাতুলকে। অনেকভাবে চেষ্টা করেছে মনকে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত রাখতে। পারছে না। কিছুতেই সেই ঘোরের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারছে না রাতুল।

আর তিনদিন পর মামাতো দাদার বিয়ে। বাড়িতে আত্মীয়দের ভিড়। দাদার জোড়াজুড়িতেই রাতুল আগে চলে এসেছে। বাবা-মা আসবে বিয়ের আগের দিন। সর্বত্র কাজের নানান ব্যস্ততা। রাতুলও দাদা ও মামার কথা মতো কাজে নেমে পড়েছে। কিন্তু কাজের ব্যস্ততার মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছে যখন তখন। বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে পায়েলের মুখখানি। কেন এমনটা হচ্ছে? এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। চিন্তায় পড়ে যায় রাতুল। কিন্তু সেই চিন্তার ভেতরেই একটা অদ্ভুত ভালোলাগা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে রাতুলকে।

অবশেষে এল বিয়ের দিন। পাত্রীর বাড়ি ডালখোলা। রায়গঞ্জ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বরযাত্রী রওনা দিল ঠিক সন্ধেবেলা। রাতুল বসেছে দাদার গাড়িতে। এরপর গেট ধরা। সেখানে দাঁড়াতেই চঞ্চুস্থির হয়ে গেল রাতুলের। উলটোদিকে যারা গেট ধরেছে তাদের মধ্যে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পায়েল। রাতুলকে দেখামাত্র পায়েলের হাসিটা অন্যরকম হয়ে গেল। আর তারপর সেখানে কী কী হল তা ওরা কেউই বুঝল না, শুধু অপলক তাকিয়ে থাকল একে অপরের দিকে।

৩

বিয়েবাড়ির ভিড় এবং ব্যস্ততায় পায়েলের সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগই পেল না রাতুল। কিন্তু চোখে-চোখে কথা হয়ে চলল দুজনের মধ্যে। পরের দিন নতুন বৌদিকে নিয়ে ফেরার সময় দুজনের মধ্যে আবার একপ্রস্থ ঝামেলা হল উইন্ডো সিটে বসা নিয়ে। শেষে মামাতো দাদার নির্দেশে পায়েলকে উইন্ডো সিট ছেড়ে দিয়ে ওর পাশে বসল রাতুল। রাতুলের পাশে মামাতো বোন। সামনে নবদম্পতি ও মেয়ের বাড়ির একজন ভদ্রমহিলা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর গাড়ির দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়ল পায়েল আর তার ঠিক পরেই ঢলে পড়ল রাতুলের কাঁধে। রাতুল শুধু মৃদু হাসল। এভাবে দুজনের এত দ্রুত আবার দেখা হয়ে যাবে, এটা কখনোই ভাবেনি রাতুল।

রাতের খাওয়া শেষ করে রাতুল ছাদে এল সিগারেট খেতে। দেখল পায়েল মামাতো বোন রিয়ার সঙ্গে গল্প করছে। রাতুলকে দেখে রিয়া নেমে গেল। সিগারেটটা ধরিয়ে কথা শুরু করল রাতুল, 'সেদিন বাসে দেখা হবার পর এত তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে ভাবিনি।'

'হ্যাঁ, আমিও ভীষণ অবাক হয়েছি। সুমন্তদা কে হয় আপনার?'

'আপন মামাতো দাদা। আপনি মধুদি'র...'

'আপন মাসতুতো বোন। আমি কিন্তু সেদিন বাসে ওভাবে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সরি।'

'তাহলে তো গতকালের ঘুমের জন্যও আরেকবার সরি বলতে হয় আপনাকে।' মুখে মৃদু হাসি রেখে বলে রাতুল।

'ও হ্যাঁ, তাই তো। ভেরি সরি। আসলে গাড়িতে উঠলেই দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায় আমার।'

'ইটস ওকে। সরি বলতে হবে না। এখন তো আমরা রিলেটিভ হয়ে গেছি।'

'হুম।'

'আমি কিন্তু আগামীকাল চলে যাচ্ছি।'

'মানে! বৌভাতে থাকছেন না?'

'না। অফিসে কাজের খুব চাপ। বারবার ফোন করছে। প্রাইভেট জবে যা হয়। থাকতে পারলে ভালো হত। জমিয়ে আড্ডা হত।'

'হ্যাঁ। শুধু সরি সরিই করলাম। ঠিক মতো আলাপই হল না আপনার সঙ্গে।'

'সেটাই তো। আচ্ছা, আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে।' দুজনেই হাসতে লাগল।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ার আগে পায়েলের খোঁজ করল রাতুল। পেল না। পরে দেখল গেটের সামনে একাই দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা হল না দুজনের। কেউ কিছু বলতেই পারল না।

৪

'আচ্ছা, গাড়িতে উঠে বসলেই ঘুম পেয়ে যায় কেন তোমার?' রিলেটিভ তো হয়েই গিয়েছিল দুজন, কিন্তু পাঁচ মাস মোবাইলে আলাপ চলতে চলতে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে রাতুল ও পায়েলের মধ্যে, একটা অজানা ভালোলাগার সম্পর্ক। তবে সেটা ভালোবাসা কি না, তা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। আর সেই না বোঝার মাঝে ওরা আপনি থেকে তুমি হয়ে গিয়েছে।

'আমি সবসময় অ্যাবোমিন খেয়ে উঠি গাড়িতে। তাই ঘুম পায় আর সেজন্যই উইন্ডো সিট খুঁজি। হাওয়া এলে ভালো লাগে। তুমি কেন উইন্ডো সিটে বসতে চাও সবসময়?'

'গাড়িতে উঠলেই দমবন্ধ হয়ে আসে আমার। তাই। ছাড়ো এসব। আচ্ছা, আবার কবে দেখা হবে আমাদের?'

'তুমি কলকাতা থেকে ফিরলেই দেখা হবে।'

'বিয়ের চক্করে অনেকদিন ছুটি নিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি তো আর ছুটি পাব না।'

'জানি সেটা। তবে দেখা হতেই পারে যদি পরশু বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি নিতে পারো অফিস থেকে।' বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে পায়েল।

'মানে!' কিছু বুঝে উঠতে পারে না রাতুল।

'মানে পরশু সকালে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছি বাবা আর আমি। আমার ছোট কাকু কলকাতায় থাকে। পরশু কাকুর ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। পরশু লাঞ্চের পরই বেরোবার চেষ্টা করছি।'

৫

নানা বর্ণের আলোয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে সন্ধেবেলায়। প্রাণবন্ত সবুজ লন এবং বিস্তৃত রঙিন ফুলের বাগান পার করে পায়েল ও রাতুল লেকের পাড় ধরে হাঁটছে। হঠাৎ রাতুল বলল, 'সেদিন মামাবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর থেকে শুধু ভেবেছি আবার কবে দেখা হবে আমাদের। তোমারও কি এরকমটা হয়েছে?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় তোমার মধ্যেও এই একই ভাবনা কাজ করেছে। না হলে কলকাতায় আসবে এটা তুমি আমাকে নাও জানাতে পারতে।'

'ওয়াও, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান! আমার কিন্তু অত বুদ্ধিটুদ্ধি নেই।' পায়েলের ঠোঁটের কোণে মৃদু লজ্জামিশ্রিত একটা হাসি খেলা করে।

ছোটগল্প

'আচ্ছা। তা এই যে কী সুন্দর আমাদের দেখা হবার রাস্তাটা তৈরি করলে, এটা কি বুদ্ধি ছাড়া হয় ম্যাডাম?'

দুজন একসঙ্গে হেসে ওঠে। পায়েল বলে, 'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলার আছে।'

'কী কথা, বলো।'

'আজ দুপুরে কাকুর এক বন্ধু তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে এসেছিল ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে। সেই ছেলের নাকি আমাকে পছন্দ হয়েছে। বিয়ে করতে চায়। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। আমার বাবা-মায়েরও নাকি ছেলেকে দেখে ভালো লেগেছে। কাকু মা-বাবাকে নিয়ে কাল যাবে ছেলেটির বাড়িতে।'

'ও আচ্ছা।' এর বেশি আর কিছু বেরোয় না রাতুলের মুখ থেকে। সমস্ত হাসি উড়ে যায়। কপালে চিন্তার ভাঁজ।

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি চিন্তায় পড়ে যাবে।'

'কেন? চিন্তায় পড়ে যাব কেন? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো নাকি?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'এক্ষেত্রে আমার কী মনে হয়, সেটা বড় কথা নয়।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, এই যে দুজনের বাড়ি থেকে এত দূরে অন্য একটা শহরে আমরা পাশাপাশি বসে আছি, এর মধ্যেই সব উত্তর রাখা আছে।' রাতুলের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রাখে পায়েল। 'আজ বৃষ্টি নামলে দারুণ হত।'

'কেন?'

'দুজন একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতাম।'

৬

মাঝে দু'বছর কেটে গিয়েছে। সকাল ছ'টার বাসে কার্সিয়াং যাবে রাতুল। একটা উইন্ডো সিট ওর লাগবেই। তাড়াহুড়ো করে উঠে শেষ উইন্ডো সিটটাও বোধহয় আর পাওয়া গেল না। একজন মহিলা উইন্ডো সিটটার দিকে এগিয়ে চলেছে। রাতুল দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি। যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে কি উইন্ডো সিটটাতে একটু বসতে দেওয়া যায়? আমার একটু অসুবিধে আছে।'

একটি কথাও না বলে মহিলাটি উইন্ডো সিটটা রাতুলকে ছেড়ে দিয়ে পাশে বসল। বাসের একদম পেছনে ওই দুটো সিটই শুধু ফাঁকা ছিল। মহিলাটি একটু অদ্ভুত। মুখে মাস্ক, চোখে সানগ্লাস, মাথা থেকে গলা পুরোটা ওড়নায় ঢাকা। আধ ঘণ্টা পর মহিলাটি ঘুমিয়ে পড়ল।

পাহাড়ি রাস্তায় এঁকেবেঁকে বাস চলছে। আচমকা মহিলার মাথাখানি এসে পড়ল রাতুলের কাঁধে। জানালা দিয়ে জোরে হাওয়া আসছে। সেই হাওয়াতে একসময় ভদ্রমহিলার ওড়না সরে গেল। রাতুল খেয়াল করল, ভদ্রমহিলার গালে ও ঘাড়ে গোল গোল ছোট ছোট অনেকগুলি পোড়া চিহ্ন। বাস রোহিণীতে দাঁড়াল দশ মিনিটের জন্য। এখানে সবাই সকালের চা-টিফিন সারে। ভদ্রমহিলার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ওড়নাটা আবার ঠিক করে নিচ্ছে। রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মুখে পোড়া চিহ্নগুলো কীসের?'

সামান্য চুপ থেকে ভদ্রমহিলা বলল, 'কেমন আছ?'

চমকে উঠল রাতুল। এই কণ্ঠস্বর ওর ভীষণ চেনা। বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না কিছুতেই। বলতে চাইল অনেককিছুই। কিন্তু কাঁপাস্বরে শুধু বেরোল, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি পায়েল।'

'খবর কী তোমার? আছ কেমন? সেই যে উধাও হলে...। বৌদির কাছে শুনেছি তোমার বিয়ের কথা। সত্যি কথা বলতে, প্রথমে ভেঙে পড়েছিলাম ভীষণ। সময় লাগলেও, পরে সামলে নিয়েছি নিজেকে। এর ঠিক পরেই কোভিড এল। আমার চাকরিটা চলে গেল। শেষ দু'বছরে ঝড় বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে।'

'আমার ওপর দিয়েও ঝড় বয়ে গেছে অনেক।'

'কেন? তোমার আবার কী হয়েছে?'

'সে অনেক ইতিহাস।'

'তা শুনি সেই ইতিহাস।'

'কোথায় নামবে তুমি? দার্জিলিং?'

'না, কার্সিয়াং। মাস চারেক হল এখানেই থাকি। একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াই। তুমি কোথায় যাচ্ছ? দার্জিলিং?'

'হ্যাঁ। একটা স্কুলে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।'

'মানে?' অবাক হয়ে যায় রাতুল।

'বললাম না, দীর্ঘ ইতিহাস। বলতে সময় লাগবে। পারলে পরশু দার্জিলিং এসো। গল্প হবে। পরশু তো শনিবার। আমি রবিবার সকালে ব্যাক করব।'

৭

ম্যালে পায়েল ও রাতুল বেঞ্চে বসে আছে পাশাপাশি। বছর দুয়েক আগে ভিক্টোরিয়ায় ওরা এভাবে বসেছিল। পায়েল জানতে চাইল, 'বিয়ে করেছ?'

'না।'

' কেন?'

'এই প্রশ্ন করার মানে হয় না। ছাড়ো। সেদিন বাসে যেটা শোনা হয়নি, সেই তোমার ইতিহাসটা বলো।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পায়েল বলতে শুরু করল, 'তোমার কথা বাড়িতে বলেছিলাম, বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। বাবা-মা তখন ইঞ্জিনিয়ার ছেলে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। ওদের জেদের কাছে আমি হার মানতে বাধ্য হলাম। শেষে দেরি না করে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। আর তারপর শুরু হল আমার নরকযাপন। বাসররাতেই আমি বুঝে গেলাম আমাকে এক অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম ছেলেটি মাদকাসক্ত এবং নানা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। ছেলের মা-বাবা বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। এরপর ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রশ্ন করায় ছেলেটি আমাকে দৈহিক নির্যাতন করতে শুরু করল। প্রায় তিন মাস আমি সহ্য করলাম মুখ বুজে। তারপর একদিন ছেলেটি আমাকে গলা চেপে ধরে সিগারেটের ছ্যাঁক দিতে লাগল। ভাগ্য ভালো ওর বাবা-মা সেদিন বাড়িতে ছিলেন। ওদের চিৎকারের জন্যই সেদিন বেঁচে গেছি।'

'দাঁড়াও আমি আসছি।'

'কোথাও যাচ্ছ?'

'এক মিনিট।'

এক বোতল জল নিয়ে এসে পায়েলের হাতে দিয়ে রাতুল বলল, 'একটু জল খেয়ে নাও।'

'সেদিন রাতেই কাকুকে খবর দেওয়া হয়। পরদিন বাবা এসে আমাকে নিয়ে যায়। আর ফিরে যাইনি। তারপর থানা, কেস, শেষে ডিভোর্স।' বোতল থেকে জল খেতে থাকে পায়েল। 'পোড়া জায়গাগুলোর ট্রিটমেন্ট চলছে। ডাক্তার বলেছে, ঠিক হয়ে যাবে, তবে অনেকটা সময় লাগবে।'

পায়েলের হাতে হাত রাখে রাতুল। পায়েলের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামে। সেই জলে রাতুলের হৃদয় গলে যাচ্ছে, দীর্ঘদিনের জমানো ব্যথা ও অভিমান উবে যাচ্ছে। পায়েলের চোখ মুছে দেয় রাতুল। বলে, 'তোমার সঙ্গে আমিও ফিরছি কাল। সবটা ঠিক করে নেব আমি।'

রাতুলের কাঁধে মাথা রাখে পায়েল। এই কাঁধেই তো ওর পরম শান্তি। এই কাঁধেই তো ও সারাজীবন মাথা রাখতে চেয়েছিল। ভাবতে ভাবতে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়। বছর দুয়েক আগে ভিক্টোরিয়াতে বৃষ্টিতে ভিজতে চেয়েছিল পায়েল ও রাতুল। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার সেই ইচ্ছে আজ পূরণ হল। ওদের ভাগ্যও হয়তো এটাই চেয়েছিল।

সপ্তাহের সেরা ছবি

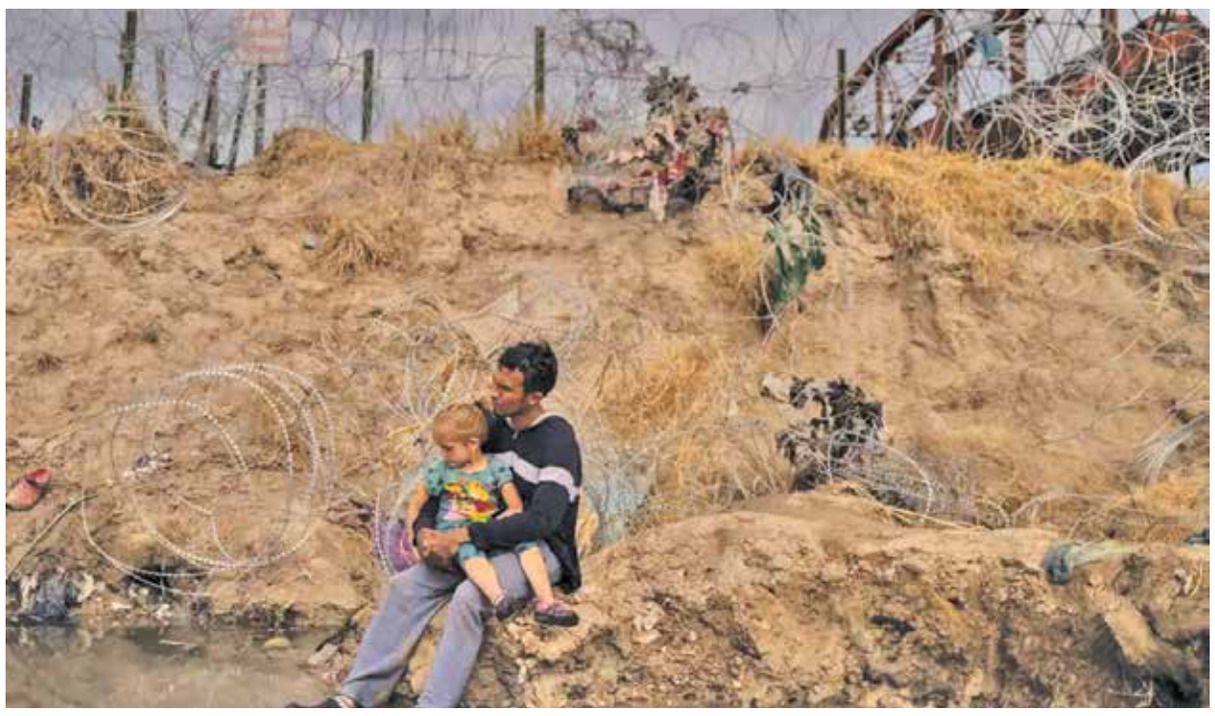

শরণার্থীর যন্ত্রণা কাঁটাতারের বাধা পেরিয়ে ভাইঝিকে নিয়ে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টায় ব্যস্ত ভেনেজুয়েলার শ্রমিক। – গার্ডিয়ান পত্রিকার সৌজন্যে

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

মাংসের পোশাক

কখনও শুনেছেন মাংসের টুকরো দিয়ে তৈরি পোশাকের কথা? জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী লেডি গাগাকে এই ধরনের পোশাকে কিন্তু অনেকদিন আগেই দেখা গিয়েছিল। ২০১০ সালে একটি মিউজিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি মাংসের পোশাক পরেই স্টেজে উঠেছিলেন। তাঁর এই পোশাক নিয়ে তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক তর্জা। যদিও গায়িকার বক্তব্য, 'যেখানে আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি, সেখানে কীভাবে আপনাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেটা কী আর এমন! তাই এই মাংসের পোশাক পরার সিদ্ধান্ত।' যাইহোক, সেই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় পুরস্কারপ্রাপকদের থেকেও দর্শকদের নজর কেড়েছিল লেডি গাগার মাংসের পোশাক।

১ মিনিটে ২১ মোজা

সময় মাত্র এক মিনিট। এই সময়েই ১১ জন স্বেচ্ছাসেবীর ২১টি পা থেকে মোজা খুলে কানাডার এক কুকুর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ল। অস্ট্রেলিয়ার শেপার্ড প্রজাতির এই কুকুরটির নাম 'দাইকুইরি'। জনপ্রিয় টিভি শো 'লো শো দেই রেকর্ড'-এ অংশ নিয়ে রেকর্ড গড়তে জেনিফার ফ্রেসার তাঁর কুকুরটিকে নিয়ে কানাডা থেকে ইতালির মিলানে আসেন। পায়ে মোজা পরা ১১ জন স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চে প্রবেশ করেন। দাইকুইরিকে সবার পা থেকে মোজা খোলার কাজ দেওয়া হয়। দাইকুইরি তাঁদের ২১টি পা থেকে মোজা খুলে নয়া রেকর্ড গড়ে।

জেলিফিশের কাণ্ড

ওরা লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে থাকতে পারে। ওদের নেই কোনও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। তবু ওরা দ্রুত নতুন কিছু শিখতে পারে এবং বিভিন্ন তথ্য মনেও রাখতে পারে। সম্প্রতি কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত নতুন একটি গবেষণায় ক্যারিবিয়ান বক্স জেলিফিশ সম্পর্কে এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। গবেষক জান বিলেকির বক্তব্য, তাঁরা জেলিফিশের ভিজুয়াল বিহেভিয়র এবং সব ধরনের অভিজ্ঞতার ওপর নজর রেখেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষণ হল স্বাভাবিক প্রগতি, যা ক্যারিবিয়ান জেলিফিশ সহজেই আয়ত্ত করতে পারে।

আইফোনের জন্য

আইফোন। শব্দটার মধ্যেই অদ্ভুত এক জাদু লুকিয়ে। যা কিনতে অনেকের পাগলামি রীতিমতো ইতিহাস। গোটা বিশ্বজুড়ে এই ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষও এর সাক্ষী থাকল। আইফোন ১৫ সিরিজের লেটেস্ট ফোন কিনতে একজন আহমেদাবাদ থেকে মুম্বইয়ে এলেন। বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের অ্যাপল স্টোরের বাইরে প্রায় ১৭ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েও রইলেন। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরে ওই ব্যক্তি বললেন, 'রাত ৩টে থেকে লাইনে দাঁড়াই।'

লেআউট রাস্তা

রাস্তা তৈরিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য আগেভাগেই দারুণ ব্যবস্থা। কর্ণাটকের রামাগোন্ডানাহালি গ্রামের ডঃ শিবারামা করন্থ লেআউটে কর্ণাটক ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডিএ) ২০০ মিটারের একটি রাস্তা বানাচ্ছে। এই রাস্তাটির অভিনবত্ব বলতে এর ওপর দিয়ে যতগুলি রাস্তা যাচ্ছে, এতে সেগুলির সমস্ত লেআউটই থাকবে। প্রতিটি রাস্তার খুঁটিনাটি এই রাস্তায় থাকায় সুবিধা হবে।

মন নিয়ে কাছাকাছি, তুমি আছো আমি আছি

ইতি মাধবী

মাধবী মুখোপাধ্যায়ের প্রিয়তম বন্ধু কে? প্রশ্ন করলে তিনি বলেন সমুদ্র। সমুদ্রের গভীরতার জন্যই সমুদ্রকে তাঁর পছন্দ। আর প্রিয়তম নেশা কাজ এবং কাজ। চিরকাল পরতে পছন্দ করেন সাদা শাড়ি। অল্প বয়স থেকেই। আজকের পর্বে উঠে এল সেই সমস্ত গল্প। আলোচনা করলেন তিন কিংবদন্তি বন্ধু সাবিত্রী–সুপ্রিয়া–সন্ধ্যাকে নিয়ে।

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

সে কলকাতার এক বিখ্যাত রাজবাড়ি। বিরাট লন দিয়ে হুসহাস গাড়ি আসছে যাচ্ছে। বাড়িজুড়ে আলোর রোশনাই। এই খানিক আগে ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর নামল। সে তো আর শুধু রাজপুত্তুর নয়! আজ সে বিয়ের বর। একটু পরেই লগ্ন। কনে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে পরম লগনটির।

আর মহাগরিমায় চওড়া লাল জরিপাড় সাদা বেনারসি শাড়ি পরে মহারানি সবকিছু পরিদর্শন করছেন।

মহারানির সমস্ত শরীর থেকে, মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অপূর্ব বিভা। বিয়েবাড়ির বারান্দায় ঘরে অলিন্দে উঠোনজুড়ে ফুলের সুবাস। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সুন্দরী সুবেশী মেয়েদের হিল্লোল। তাদের নিক্কন, ফিশফাশ কথা, হঠাৎ হঠাৎ জলতরঙ্গের মতো খিলখিল হাসি বিয়েবাড়িকে অনন্য মাধুর্যে ভরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এদের সবার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ফুটে আছেন রানিমা। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চলন, তাঁর বাচনভঙ্গি মুগ্ধ করে দিচ্ছে সকলকে।

ক্যামেরা প্যান করল। তারপর মাস্টার শটে সবাইকে ধরা হল। তারপর টু শট এবং সবশেষে রানিমার ক্লোজ। পরিচালক রানিমার রিঅ্যাকশন নিলেন। তারপর কাট বললেন। উপস্থিত সকলেই একটা ঘোরে ছিলেন এতক্ষণ। কাট বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন গভীর ঘোর থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

আসলে এতক্ষণ শুটিং চলছিল। একটি ধারাবাহিকের শুটিং।

ধারাবাহিকের নাম সন্ন্যাসীরাজা। কর্মসূত্রে ওই ধারাবাহিকের সঙ্গে জড়িয়েছিলাম আর সেই সূত্রে মাধবীর সঙ্গেও। তাঁর অনেক আগে থেকেই দুজনের কাজে এবং গল্পে অনেক সময় কেটেছে। টুকরো টুকরো কথায় তাঁর জীবন কাটানোর আভাস ফুটে উঠেছে। তবে ওই রাত ছিল স্মরণীয় এমন একটি রাত, যে রাতে আকাশতলায় ঝুলে থাকা চাঁদের আলোর নীচে, একটি মহাবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে আমরা একটা গোটা রাত জেগে কাটিয়েছিলাম। এরপরও অনেকবার এমন রাত এসেছে। সারা রাত না জাগলেও মাঝরাত বা শেষরাত অবধি জেগে কাটিয়েছি, কিন্তু সেই রাত ছিল আলাদা।

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাত। একটি নিটোল রাত, যে রাতের গভীরে যেমন শিশিরের মতো অশ্রু টলমল করছিল, তেমন রাতের নৈঃশব্দ্য ফালাফালা করে ঝড়ের মতো হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছিল দুই অসমবয়সি নারী।

অনেক ব্যক্তিগত কথা, অনেক অনুভূতি, অনেক আবেগ যার সবটা লেখার জন্য নয়, কিন্তু অনেক কিছুই যা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো। তাঁকে জানার জন্য এই লেখা খুব জরুরি।

একটা পর্যায়ে ঠিক র‍্যাপিড ফায়ারের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন আছড়ে পড়ছিল মাধবীর দিকে।

--শুনেছি তুমি অল্পবয়স থেকেই সাদা শাড়ি পরতে। কেন?

--কী জানি। জীবনটা রঙে রঙে এমন রঙিন হয়েছিল, তাই হয়তো সাদা রংটা ব্যালেন্স করত।

--এত ভেবে পরতে?

--না, এখন ভেবে বলছি। আমি বরাবরই সাদা পরতে ভালোবাসি।

--তোমার প্রিয় বন্ধু কে?

--অনেকেই। যার নাম বলব না, তারই খারাপ লাগবে।

--এটা তো পলিটিকালি কারেক্ট একটা উত্তর হল।

--(হাসি) তা হল।

--সত্যিটা কী?

--সারাজীবন ধরে এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, বন্ধুতা পেয়েছি, এত মানুষের কাছে শিখেছি। তারা সবাই আমার বন্ধু। বন্ধুত্বে আমি বয়স দেখি না। আমার থেকে অনেক ছোটরাও আমার বন্ধু।

--বিশেষ কোনও নাম?

--সমুদ্র।

--মানে?

--যে একবার সমুদ্রে স্নান করে তার কি আর ডোবাতে স্নান করতে ভালো লাগে?

--সমুদ্র কে?

--যার মধ্যে গভীরতা আছে, সে...।

--তার নাম?

--গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক, সে গোলাপই...

দুজনের হাসির মিলিত ঝংকারে কাচের চুড়ির মতো মধ্যরাত ভেঙে খানখান হয়ে যায়। ঝুলে থাকা আলগা চাঁদ এখন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উঁচুতে। মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশময়। আকাশের চাঁদের প্রতিবিম্ব যেন মাটির বুকে পড়েছে। তাই মাটিতেও এখন অনন্য সুন্দর একটি চাঁদ টলটল করছে তার যাবতীয় সুষমা নিয়ে।

ফের প্রশ্ন, ফের উত্তর।

--তুমি এই যে এতরাত অবধি সিরিয়ালের জন্য কাজ করছ, কেন? এনজয় করো?

--অবশ্যই। টাকাপয়সা যা আছে, তাতে আমার একটা জীবন চলে যেত। আমার স্বভাব চারপাশের লোকজনকে দিয়েথুয়ে বাঁচা। তাও পারতাম সাধ্যমতো। তাই টাকার জন্য কাজ করি না।

--তাহলে? ভালোবাসা?

--কাজ করি দুটো কারণে। যতই বলি একদিন কাজ করতে চাইনি, শুধু সংসার করতে চেয়েছি, কিন্তু জীবন আমাকে কাজের মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আসল কথা হল, এভাবে কাজ করতে করতে আমি আর কাজ কখন একাকার হয়ে মিলেমিশে গিয়েছি। এখন আমার অস্তিত্বের অন্য নাম কাজ। তাই কাজ না থাকলে মনে হয় আমি বেঁচে নেই। ওই যে একটু আগে বললে না, আমার সব থেকে বড় বন্ধু কে? তার উত্তর হল, কাজ। কাজের সঙ্গে আমার একটা লাভ হেট রিলেশন আছে, সেই ছোট্টবেলা থেকেই।

> ‘সাবুর মনটা এখনও শিশুর মতো। শুটিংয়ে সাজগোজ করতে না পারলে খুব রেগে যায়। গাঢ় রংয়ের শাড়ি পরতে খুব ভালোবাসে। পুজোয় যদি হালকা রংয়ের শাড়ি দিই, মুখ ভার করে থাকে। সেই কোন ছেলেবেলার বন্ধু ও আমার। ওর জীবনের প্রায় সব সুখ–দুঃখের সঙ্গী আমি।’

--আজও?

--এখন আর রাগ নেই, শুধু অনুরাগ।

--আর একটা কারণ?

--মানুষের সঙ্গ। এই যে চারপাশে এত হইচই, আবার শট নেওয়ার মুহূর্তে চিৎকার করে ডিরেক্টর বলে উঠছেন, সাইলেন্স। আমরা শট দিচ্ছি। শট টেক হয়ে গেলে ডিরেক্টর বলছেন, কাট। আমরা আবার কলকল করে কথা বলে উঠছি, যেন কিন্ডারগার্টেনের একঝাঁক বাচ্চা আমরা। চারপাশে এই যে জীবনের আয়োজন, এটা আমাকে খুব টানে, খুব। এখানে এলে মনে হয় নিজের বাড়িতেই এলাম। সহ অভিনেতা–অভিনেত্রীদের সঙ্গে গল্প হয়, তাদের সমস্যার কথা শুনি, সিনিয়ার হিসেবে কখনো–কখনো পরামর্শ দিই, কিংবা নিছক আড্ডা মারি, মনে হয় জীবনের আরও একটা দিন বাঁচা হয়ে গেল।

--এখন তো অঢেল অবসর। সংসারে সময় দিতে পারো। একদিন তো তাই চেয়েছিলে!

--হ্যাঁ, ধর্মকর্ম, স্বামী–মেয়েরা–জামাইরা–নাতি–নাতনিরা, সবই তো আছে আমার।

--তাহলে?

--তাহলে এই যে, এর বাইরে আমার একটা আলাদা জীবন ছিল চিরদিন। এই জীবনটার সঙ্গে বাঁচতে বাঁচতে এই জীবনটাও আমার একটা এক্সটেনডেড সংসার হয়ে গিয়েছে। কিংবা এই এক্সটেনডেড জীবনটাই হয়তো আমার আসল জীবন, আসল সংসার। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। আমি মাধবী মুখোপাধ্যায়, এটা অস্বীকার করি কীভাবে!

--তোমার সময়ের অভিনেত্রীদের কথা তোমার কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করে, বলবে?

--সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সুপ্রিয়া দেবী...।

--সাবুর সঙ্গে এখনও নিয়মিত যোগাযোগ আছে। একসঙ্গে কাজও করি অনেক জায়গায়। খুবই শক্তিশালী অভিনেত্রী ও। মনটা এখনও শিশুর মতো। শুটিংয়ে সাজগোজ করতে না পারলে খুব রেগে যায়। গাঢ় রংয়ের শাড়ি পরতে খুব ভালোবাসে। পুজোয় যদি হালকা রংয়ের শাড়ি দিই, মুখ ভার করে থাকে। সেই কোন ছেলেবেলার বন্ধু ও আমার। ওর জীবনের প্রায় সব সুখ–দুঃখের সঙ্গী আমি। অত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, অথচ সারাজীবন শুধু দায়িত্ব পালন করে গেল। আর এখন তো একেবারেই একা। এই জীবনটা ওর পাওনা ছিল না। আবার এও ভাবি, হয়তো সংসারের জাঁতাকলে আটকে পড়লে ও পৃথিবীতে এই দাগটুকু রেখে যেতে পারত না।

এখানে একটা কথা বলতেই হবে। যেসব মেয়ে সিনেমা, শিল্প, সাহিত্য, গান, ছবি আঁকার মতো অফ বিট প্রোফেশন বেছে নিয়েছেন, যাঁদের আমি চিনি জানি, তাঁদের বেশির ভাগেরই সংসার সুখের হয়নি। হয়তো পুরুষ এখনও মেয়েদের ঘরসংসারের বৃত্তে দেখতেই বেশি পছন্দ করে। মেয়েদের আলাদা পরিচয় তৈরি হলে তারা ইনসিকিওর ফিল করে।

--সুপ্রিয়া দেবী?

--তাঁর অভিনয়ের কথা সকলেই জানেন। আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। মানুষ হিসেবে তাঁকে খুবই দরাজ অন্তরের বলে মনে হয়েছে আমার। লোককে খাওয়ানো, আদরযত্ন করায় তাঁর জুড়ি ছিল না। আর উত্তমবাবুকে ভালোবাসতেন খুব, এটাও নিজের চোখে দেখেছি।

--উত্তমকুমার? তিনিও নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসতেন সুপ্রিয়া দেবীকে?

--নিশ্চয়ই বাসতেন। তবে...।

--তবে? থামলে কেন?

--ভালোবাসা তো শুধুই ফুলের জন্ম দেয় না। তার সঙ্গে কাঁটাও থাকে।

--ওঁদের মধ্যে কি কাঁটা ছিল?

--শুধুই ফুল ছিল, একথা বলতে পারব না। সুপ্রিয়া দেবী তো আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন, একথা সবারই জানা। নিশ্চয়ই গভীর কোনও মনোবেদনার কারণ ঘটেছিল। তবে এক্ষেত্রে কার দোষ, কার নয়, সে বিচার করার আমরা কেউ নই। আলাদা করে বলতে গেলে, উত্তমকুমার সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই অন্যরকম। তিনি মেয়েদের সম্মান দিতে জানতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে বরাবর তেমন সম্মান এবং সহযোগিতাই পেয়েছি কাজ করতে গিয়ে। তিনিও খুব বড় মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনেও কম কাঁটা ছেঁড়া ছিল না।

--সন্ধ্যা রায়?

--সে আমার বন্ধু। দক্ষ অভিনেত্রী। তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে গেলে একটা কথাই বলব, মানুষ বাইরে থেকে যা দেখে এবং শোনে, সবসময় তা সঠিক হয় না। সন্ধ্যার জীবনেও অনেক লড়াই আছে, অপমান অসম্মান আছে, আছে অনেক না পাওয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতার বঞ্চনা। কেউ কেউ নিজের সম্মান রাখতে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে নিজেই নীরবে সরে আসে। সন্ধ্যা তেমনই একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মেয়ে।

--তুমি কি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো?

--ভেবে দেখিনি। কেন?

--ধরো, হাইপথিটিকালি বলছি, তুমি যদি আর একটা জন্ম বর পাও, তাহলে নারী না পুরুষ, কী হয়ে জন্মাতে চাও?

--আবার মেয়ে হয়েই জন্মাতে চাই।

--কেন? মেয়েজীবনে তো এত দুঃখ!

--তবু। মেয়েজীবনে যেমন দুঃখ পেয়েছি, তেমন অফুরান ভালোবাসাও তো পেলাম। আর মেয়ে জন্ম পেয়েছি বলেই জানি মেয়েদের দুঃখ–কষ্ট–ভালোবাসা–মান–অভিমান–চাওয়া পাওয়ার কথা। আর একটা মেয়ে জন্ম পেলে এ জীবনে অন্য অসহায় মেয়েদের জন্য যা যা করতে পারিনি, পরের জন্মে সেগুলো করব। আমার শুশ্রূষার হাতটা সেসময় সরাসরি বাড়িয়ে দেব তাদের দিকে।

রাত কখন শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে খেয়াল করিনি দুজনের কেউই। একটু আগে শুটিং প্যাকআপ হয়েছে। এখন সকলের ফেরার তাড়া। শুধু আমাদের কোনও তাড়া নেই।

ভোরের আকাশে এখন জলরংয়ের ছবি আঁকা রয়েছে। একটা পাতলা কুয়াশার জাল ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে। মাধবী হঠাৎ খুব অন্তর্গতভাবে বললেন, ‘বেঁচে থাকাটাই বড় মহার্ঘ। জীবনের কী মায়া!’

ঠিক একই কথা অন্য মনটিতেও আলোড়ন তুলছিল। আকাশ থেকে নেমে আসা এই কুয়াশার জাল যেন একটি মায়াজাল। পৃথিবীর মানুষকে মায়ায় বেঁধে রেখেছে। এ মায়া জীবনের, এ মায়া অন্যকে ভালোবাসার, অন্য একটি মনের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার।

আসলে মানুষ চলে যায়, কিন্তু সুখ–দুঃখে ভরা জীবনের ছাপটি সে রেখে যায় এই পৃথিবীর বুকে।

হঠাৎ তাঁর মোবাইল বেজে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘দেখেছ কাণ্ড! তোমার সঙ্গে গল্পে গল্পে রাত ভোর হয়ে গেল। আমার সারথি ফোন করছে।’

মাধবীর মোবাইলের কলার টিউনে তাঁরই লিপ দেওয়া বিখ্যাত গান বাজছে, ‘আরও দূরে চলো যাই/ঘুরে আসি/মন নিয়ে কাছাকাছি/তুমি আছো আমি আছি/পাশাপাশি.../রেখেছি এ হাত ধরে/এক হয়ে অন্তরে...’

এও তো শুধু স্মৃতি নয়, নয় শুধুই নস্টালজিয়া। এ জীবনের গান, বেঁচে থাকার গান, ভালোবাসা পাওয়ার এবং ভালোবাসা দেওয়ার গান। এভাবেই আমরা সারাটি জীবন ধরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে চাই। সহস্র ঝড়েও প্রদীপটি নিভে যেতে দিতে চাই না। ‘বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা’র স্রোতে এভাবেই আমরা থেকে যেতে চাই, ভেসে যেতে চাই।

(ক্রমশ)

এডুকেশন ক্যাম্পাস

শিভম সূত্রধর, সপ্তম শ্রেণি, বারবিশা হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার।

অদ্রিজ বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কোচবিহার।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, চতুর্থ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

স্রিয়াঙশী দাস, চতুর্থ শ্রেণি, সারদা শিশুতীর্থ, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

খুকুদির কাহিনী

রানা সেনগুপ্ত
অলংকরণ : অভি

খুকুদি বলত, 'সামান্য ব্যাপারে বাবার কাছে যাস কেন? আমার কাছে আসতে পারিস না! আমিও অনেক রোগের ওষুধ জানি।'

চুপ করে থাকতাম।

খুকুদি আবার বলত, 'জ্বর, সর্দিকাশি, পেট খারাপ এমন অনেক কিছুর দাওয়াই জানি। মাথাঘোরারটা জানতাম না। সেদিন বাবার এক রোগী টেলিফোনে বলল, ডাক্তারবাবু, বড়ই মাথা ঘুরছে। বাবা টেলিফোনেই ওষুধের নাম বানান করে বলে দিল। ব্যাস। আমিও সেটা খাতায় টুকে নিলাম।'

আমতা-আমতা করে বলতাম, 'কিন্তু বাড়িতে যে ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন দেখতে চাইবে। তুমি চিকিৎসা করলে তো সেটা দিতে পারবে না!'

খুকুদি বলত, 'সেটা ঠিকই বলেছিস। তবে তারও উপায় আছে। আমি বরং বাবার কয়েকটা প্যাডের পাতা লুকিয়ে নিয়ে রাখব। আর বাবার সই তো করতেই জানি। স্কুলের সব রিপোর্ট কার্ডে তো বাবার বকলমে আমি সই করি। কেউ ধরতে পারে না। হিহিহি। আসবি। তুই তো আসবিই। তোর পাড়ার লোকেদের বলবি আমার কাছে বিকেলের দিকে আসতে। তখন বাবা চেম্বারে আর মা ঠাকুরঘরে কয়েক ঘণ্টা। দেখে দেব।'

তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছি না দেখে, খুকুদি চটে যেত। বলত, 'লাভটা তোর এতে বিরাট। বাবা পাঁচ টাকা ফিজ নেয়। আমি নেব এক টাকা। বাবার জুনিয়ার কি না। সেই টাকাটা দিয়ে তুই আর আমি সন্ধের সময় পাড়ার মোড়ে গিয়ে আলু কাবলি, ফুচকা আর ঘুগনি খাব। বাড়ি যাবার আগে ওষুধ খেয়ে যাবি। পেট খারাপও হবে না!'

এমন ঢালাও নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও আমি খুকুদির পসার জমাতে পারতাম না। দায়বিপদে লোকে তার বাবা, এলাকার বিখ্যাত ডাক্তার অনিরুদ্ধ বোসের চেম্বারেই ভিড় করত। প্রায় ছ'সাত মাসে খুকুদির বিকেলের চেম্বারে রোগী হয়েছিল আমাকে নিয়ে চারজন। তিনজনের একজন ডাক্তার বোসের ড্রাইভার আর একজন বাগানের মালি। শেষজন পরিচারিকা। খুকুদি তবু বাড়ির বাগানে চেম্বার খুলে বসে থাকত। আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। দুজনে বসে বসে নানা গল্পে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতাম। বলতাম, 'তুমি তো বড় হয়ে ডাক্তার হবেই। এত তাড়াহুড়ো করছ কেন?' খুকুদি বিরক্ত গলায় বলত, 'সে যখন হব, হব। এখন বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিই। তোদের পাড়ায় ঠিকমতো আমার কথা বলছিস না। না হলে, গরিব লোকের কি অভাব আছে?'

২

এ গল্প অনেক পুরোনো। অন্তত কয়েক যুগ তো বটেই। সেবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়েছে। মানুষ দেশের নানা প্রান্ত থেকে দুর্গাপুরে ছুটে আসছে ভাগ্য বদলাতে। সে কারখানাকে কেন্দ্র করে কত ছোট ছোট কারখানা খুলেছে। সেখানে লোকে টপাটপ চাকরি পাচ্ছে। চারদিকে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য বাড়ি। তাতে অনেকগুলি ঘর। স্থানীয় ভাষায় 'খোলি'। এক এক খোলিতে এক এক পরিবার। প্রতি খোলিতে আলাদা আলাদা কাহিনী। ভাষা। পঞ্জাবি, মাদ্রাজি, সিন্ধি, মালয়ালি কত ভাষারই না মানুষ। কত বিচিত্র প্রেম, হিংসা, মেলামেশা। তখন নেহাতই আমি সদ্য কিশোর। সাহিত্য কী তা জানি না। গল্প, উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁরা আদৌ মানুষ কি না, তাও না। না হলে কবে 'বারো ঘর এক উঠোন' লিখে ফেলতাম আমিই।

চারদিকে অবশ্য শুধু ছোট ছোট খোলিই তৈরি হচ্ছিল না। বিশাল বিশাল অট্টালিকাও মাথা তুলছিল। সে কাজেও অসংখ্য মানুষ যুক্ত। গড়ে উঠছিল কত মন্দির, মসজিদ, গির্জা। আসছিল পুরোহিত, মৌলবি, পাদ্রি।

প্রথমে এক এক দিকে, এক এক ভাষার মানুষ। পুবে পঞ্জাবিরা, তো পশ্চিমে বাঙালি। উত্তরে সিন্ধ্রি, দক্ষিণে মালয়ালি।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে থাকতেন এক পাদ্রি সাহেব। শুনতাম, তিনি বড়ই অসুস্থ। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। বেশিদিন বাঁচবেন না। বিধবা মেয়ে তাঁর দেখভাল করতেন। সে মহিলার দুই ছেলে লিগোরি, হেনরি। দুটোই আধা গুন্ডা। এলাকার যার তার বাড়ির কাচের সার্সিতে ঢিল ছোড়া, বাগানে ঢুকে ফল পেড়ে নেওয়া, রাস্তায় ছোট ছেলেদের কাছ থেকে খাবার বা পয়সা কেড়ে নেওয়া, দোকানে ঢুকে চুরি ওদের দাপটে এলাকা ছিল তটস্থ। আমাকেই কতবার হেনস্তা হতে হয়েছে ওদের হাতে, গুনেগেঁথে বলা যাবে না। মুদিখানার জিনিসপত্র, গোয়ালের দুধ, সবই ওরা কেড়ে নিত। পাদ্রি সাহেবের সম্মানের জন্য লোকে ওদের সেভাবে কিছু বলতে পারত না। তাতে দুজনের বাড়, আরও বাড়ত।

খুকুদিদের বাড়িটাই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর। চারদিকে বাগান। সে বাগানে ফল, ফুলের গাছ। মস্ত গেট খুলে ঢুকতে হয় কম্পাউন্ডে। নুড়ি বিছানো পথ ধরে যেতে হয় একতলার ছিমছাম বাড়িটাতে। সে বাড়িতে ঢোকবার ছাড়পত্র সহজে

দুই লিভারের মাঝে দু'খানা সিঙ্গল ক্যাপ রেখে সেদিন দু'পকেটে দু'খানা পিস্তল নিয়ে খুকুদিদের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। জিমি তেড়ে আসতেই পরপর দু'খানা 'ফায়ার'। অত বড় অ্যালসেশিয়ান কাত! কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটি গিয়েছিল খুকুদির কাছে। রেগে আগুন খুকুদি গেটের কাছে ছুটে এসেছিল।

পাইনি। কতদিন গেটের লোহার নকশায় নাক ঠেকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছি।

গেটের কাছে কাউকে দেখতে পেলেই খুকুদির জিমি ছুটে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিত ভৌ ভৌ ভৌ। আমার মলিন জামাপ্যান্ট দেখে বোধহয় রাগ বেড়ে যেত। আসলে বড়লোকের কুকুরেরা, গরিবদের সহ্য করতে পারে না। জিমির ভীষণ চিৎকার শুনেও খুকুদির কোনও প্রতিক্রিয়া দেখিনি। অবশেষে, একদিন খুকুদিকে আমার প্রতি মনোযোগ দিতেই হল।

কালীপুজোর সময় বাবা দু-দু'খানা ক্যাপ ফাটাবার পিস্তল কিনে দিয়েছিল। যত্ন করে রেখেছিলাম। রোল করা ক্যাপ, পুজোর পর আর পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই সিঙ্গল ক্যাপ কিনতে বাধ্য হতাম। দুই লিভারের মাঝে দু'খানা সিঙ্গল ক্যাপ রেখে সেদিন দু'পকেটে দু'খানা পিস্তল নিয়ে খুকুদিদের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। জিমি তেড়ে আসতেই পরপর দু'খানা 'ফায়ার'। অত বড় অ্যালসেশিয়ান কাত! কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটি গিয়েছিল খুকুদির

ছোটগল্প

কাছে। রেগে আগুন খুকুদি গেটের কাছে ছুটে এসেছিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কী ভাবল কে জানে! বলল, 'তুই বাড়ির ভেতরে আসতে চাস?' মাথাটা ওপর-নীচে নাড়ালাম। খুকুদি গেট খুলে আমাকে ঢুকিয়ে নিল। দেখি, বাইরে থেকে যা দেখেছিলাম, ভেতরটা তার চেয়ে ঢের সুন্দর। সব চেয়ে সুন্দর খুকুদি! তারপর থেকে আমি আর জিমি, খুকুদির দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট।

নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করলাম ডাক্তার বোসের বাড়ি 'প্যারাডাইস'-এ। দিন খুবই ভালো কাটছিল। খুকুদি কত গল্প করত, কত ভালো ভালো বই পড়তে দিত। কিন্তু খুকুদির ডাক্তার হবার স্বপ্ন সাকার করাতে রোগী জোগাড় করতে পারতাম না। রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে খুকুদি বলত, 'লোকজন আনতে না পারবি তো, আর আসিস না। দূর করে দেব। ঢুকতে দেব না।' নির্লজ্জ আমি তবু সে বাড়ির ভেতর না ঢুকে, খুকুদির কাছে না বসে শান্তি পেতাম না।

৩

হঠাৎ একদিন, খুকুদিদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকে তৈরি হতে শুরু করল বহুতল। বাড়ির সামনের রাস্তায় বিশাল বালি, রড, পাথরের পাহাড় জমতে শুরু করল। এলাকার হাঘরে ছেলেমেয়েরা সেই বালির ওপর খেলত। বানাতে শুরু করল গুহা, টানেল, রাস্তা। লেগোরি আর হেনরি, দুই ভাই সেই বালিয়াড়ির দখল নিল। আর কেউ সেখানে ঘেঁষতে পারে না। হেনরির নানা শিল্পকর্ম, গির্জা, যিশু খ্রিস্ট, বাঘ, সিংহ সেই বালির পাহাড়ে ফুটে উঠতে শুরু করল। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। গোলমাল ছিল না। সেগুলো এতটাই সুন্দর, যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে দেখত। সে ভিড়ে আমিও ছিলাম। সমস্যা শুরু হল এরপরে।

এক সন্ধ্যায় প্যারাডাইস থেকে বের হয়ে দেখি, লিগোরি আর হেনরি, তখনও সে বালির পাহাড়ে। রাস্তার কাছে যে বালি জমে ছিল, সেখানে দেখি ফুটে উঠেছে নগ্ন নারীমূর্তি। কাছে গেলাম। চমকে উঠে দেখি, আরে, এ তো খুকুদির প্রমাণ সাইজের চেহারা! বুক দুটো পাহাড়ের মতো উঁচু, দুই উরুসন্ধির কাছে কাটা! লিগোরি হেঁকে বলল, 'দেখে যা, প্রদীপ, হেনরি কেমন বানিয়েছে। মিলিয়ে দেখ, ওই মেয়েটার মতো হুবহু হয়েছে কি না।' লজ্জায় পালিয়ে এলাম।

একদিনে এই অসভ্যতা শেষ হল না। প্রতিদিনই খুকুদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে বালির ওপর নগ্নিকাকে দেখতে পেতাম। আমাকে দেখে টিটকিরি দিয়ে ওরা বলতে শুরু করল, 'কী রে? কী করে এলি?' ভয়ংকর রাগ হত। কিন্তু আমি আর কী করতে পারি? ক্যাপ ফাটানো পিস্তল দুটো যদি সত্যিকারের হত, তাহলে ওদের কপালে ঠেকিয়ে দেগে দিতাম। তার তো উপায় নেই!

শেষে আর সহ্য করতে না পেরে, সব কথা খুকুদিকে খুলে বললাম। বললাম, 'তুমি ডাক্তারবাবুকে জানাও। তিনি পুলিশে খবর দেবেন। ওদের শায়েস্তা করার আর কোনও পথ নেই।' খুকুদি গম্ভীর হয়ে গেল। তার ঠিক পরের দিন, লিগোরি আর হেনরি বালিতে তাদের শিল্পকর্ম নিয়ে মশগুল। আচমকা গেট খুলে খুকুদি ওদের দিকে তেড়ে এল। সঙ্গে জিমি আর আমি। তিনজনেরই রুদ্রমূর্তি! আমাদের দেখে কাপুরুষ দুটো তো পালিয়ে বাঁচল। বালির ওপরের নগ্নিকাকে তছনছ করে দিল খুকুদি।

বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে পলাতকদের পিছনে ছুটতে গেলাম। আর, বালিতে লুকিয়ে থাকা মস্ত একটা পেরেক আমার পায়ে বিঁধে রক্তারক্তি! যত্ন করে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল খুকুদি। কী একটা ইনজেকশনও দিয়ে দিল। এক রাতেই ব্যথা কমে গিয়েছিল।

কিন্তু খুকুদির একটা কথা বড় ব্যথা দিয়েছিল 'বুঝলি, তুই এই ক'দিন আমার নোংরা চেহারাটা দেখেছিস না! মনে বোধহয় কুচিন্তাও ঢুকেছিল। এতে তোর ঘোর পাপ হয়েছে। তাই পায়ে এমনি করে পেরেক ফুটে গিয়েছে।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, মনের ভেতরের কথা খুকুদি টের পেল কী করে? এও কি ডাক্তারেরা পারে?

আশা করেছিলাম, খুকুদির তাড়া খেয়ে ছেলে দুটোর আক্কেল হবে। কিন্তু কোথায় কি! পরের সন্ধ্যায় আবার বালির ওপর নগ্নিকা। সাহস করে এগিয়ে গেলাম। দুজনকে ডেকে বললাম, 'তোদের কি শিক্ষা নেই? এবার তাহলে খুকুদি, ডাক্তারবাবুকে বলবে। তোদের নামে পুলিশে খবর যাবে। জেলে যাবি! আর একটা কথা, তোদের নোংরামি শুনে পাদ্রি সাহেব কী মনে করবেন? বাড়িতে পুলিশ এলে, তাঁর কতটা অপমান হবে?' ওরা হকচকিয়ে গেল। নগ্নিকার সামনে দুজনকে রেখে বাড়ির পথ ধরলাম।

৪

পরের সকালে, কী একটা কাজে খুকুদির বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছি, বালির ওপর দেখি নতুন মূর্তি। নতজানু, করজোড়ে দুজন। লিগোরি আর হেনরিকে বালির তৈরি মূর্তিতেও দিব্যি চেনা যাচ্ছে। খুকুদিকে ডেকে দেখালাম দুটো মূর্তি। দেখে খুকুদির মুখে যেন শরৎকালের প্রশান্তি। বলল, 'ছোঁড়া দুটোকে বলবি, আমি ছেড়ে দিলাম। আর ওদের বলবি, শরীর খারাপ হলে যেন আমার কাছে আসে। সব রোগের ওষুধ জানি জ্বর, সর্দি, পেট খারাপ, মাথাঘোরা... ওদের বলবি, ওদের বাড়ির চারপাশের লোকেদের যেন এ কথা বলে।' বলতে বলতে খুকুদি গেট খুলে ঢুকে গেল। হতবাক আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

খুকুদির বার্তা পেয়েও লিগোরি আর হেনরি আসেনি। কিছুদিন পরে ওরা নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরে সত্যিই খুকুদির পসার জমে উঠল। খ্রিস্টানপাড়ার যত গরিবগুরবো, অনাথ আতুর ছিল, সকলেই নানা অসুখে খুকুদির শরণাপন্ন হতে লাগল। খুকুদির বাড়িতে বিকেলে তাদের বড় ভিড়। ব্যস্ত খুকুদি আর কোনওদিকে নজর দিতে পারে না। আমার সঙ্গে গল্প করার সময়ও নেই। কতদিন দীর্ঘক্ষণ বসে বসে দেখতাম, খুকুদি অসুস্থদের রোগ শুনে ওষুধ দিচ্ছে।

তার মুখে অজানা এক সুষমা ফুটে উঠেছে। অনেকটা যেমন দেবীদের মুখে ফুটে ওঠে।

কবিতা

বালিকা মায়ের গান
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

অল্পবয়সি মা গান গায় রোজ
কুটুম পাখির ডালে বসে দোল খায়
গ্রিলের রোদ ধরে ধরে বিছানায়
সাদা ব্যান্ডেজের দেশে শুয়ে পড়ে সটান
ধবধবে তুলো সরিয়ে ভরসা দেয় বাবা
মাথা ধুয়ে দিতে দিতে বলে এই তো ক'টা দিন
দেওয়ালের দিকে ফিরে শোয় সুর
বালিকার মতো ঠোঁট ফোলায়
গুনগুন করে আর খালি পেটে আঙুল দেখায়
ছাই থেকে উঠেছে বলে গনগনে খিদে তার
আমি আর ছোড়দি ভাত মেখে বসলেই
আমাদের পাতে রোজ খেতে বসে যায়
ফোঁটা ফোঁটা নুন হয়ে মার গান
মিশে যায় ব্যঞ্জনে, ভাতের থালায়...

খোঁজ
নাদিরা আহমেদ

এই যে আকাশে এত চাঁদ
এসব আমার স্বপ্নের ফল;
তুমি আঁধার সরিয়ে পূর্ণিমার কবলে পড়ে যাচ্ছ
ঘুমোও- এখন রাত তাই....
জেগে থাকো- এখন অস্থির ক্ষুধার্ত সময় তাই....

ওই শোনো যেসব আলো আর কখনও সংগমে যাবে না
তাদের ফিশফাশ শোনো... তারা নিভে যাবে
বসন্ত না এলে আমাদেরও সংগম হবে না ধানকাটা মাঠের পাশের শ্মশানে...

তুমি নিষ্ঠুর হতে চাও... আমি ছুরি তুলে দেব
তুমি চাঁদ পৃথিবী ফলবতী গাছ বাঁচাও....
আমাদের সন্তান মারা গেছে গর্ভের পুনর্বাসনে
এসো পেঁচা খুঁজি... দেশ খুঁজি- মানচিত্র আর মানুষ খুঁজতে যাই....

সওদা
সোমা দে

আলো ফুরিয়ে এলে অনন্ত শূন্য আকাশ নয়
পাহাড়ের বুকেই মেঘের একমাত্র প্রশান্তি
সম্ভ্রম খুলে যায়, স্বেচ্ছায় গিলে নেয় বিষাদ
অস্তিত্ব বিলিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায় মায়া শরীর

ভিজে থাকা পাইন বনের অন্দরে তখন জৌলুস,
জমজমাট হাটবাজার
জোনাকির আলোর নীচে সওদাগরের তাঁবেদারি

একলা চাঁদ দেখেছিল অনেককিছুই কিন্তু রাজসাক্ষী হতে চায়নি,
আপন কক্ষের বন্ধ ফটকে লিখে রেখেছিল- অমাবস্যা
সমস্ত আঁধার মিশে গেছে পতিতার দুর্ভাগ্যে

শেষকালে একমাত্র নদী শুনেছিল তার অভাবী আত্মকথা;
গভীরে ধারণ করে জনসমক্ষে পরিচিতি দিয়েছিল
পূত প্রবাহিনী...

আবাস
ভুবন সরকার

আকাশ ছুঁয়েছে আমার ঘর
জানালায় আটকে আছে একফালি আকাশ
মেঘেদের মিছিল চলে সার সার
শুনি বৃষ্টি হয়ে ভাসিয়ে দেবার স্বপ্নোচ্ছ্বাস
সবুজ দেখব বলে টবে গাছ রেখেছি।
যেভাবে সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আকাঙ্ক্ষা
তরতর করে সিঁড়ি ভাঙছে স্বপ্নসুখ
মেঘেদের ছাড়িয়ে যাবে মনুষ্য আবাস
একফোঁটা জলের আশায় ভাঙবে শাসন
টবের শীর্ণকায় ফ্যাকাশে গাছের মুখ।

ঘুড়িমন
বিদ্যুৎ রাজগুরু

ঘুড়ি ওড়ে আকাশে
ঘুড়িময় মন
মেঘের পেখম ছুঁয়ে
রঙিন জীবন।
আলো রঙে রাঙা
শারদ আকাশ
ঘুড়ি ওড়ে বাতাসে
প্রিয় অবকাশ।

ঘুড়ি ওড়ে ঘুড়ি খেলে
পাখি হয় মন
লাটাইয়ের সুতোতে বাঁধা
ঘুড়ির জীবন।

কিছু ঘুড়ি ছিঁড়ে যাক
উড়ে যাক বাতাসের গুঁতোতে
মনঘুড়ি বেঁধো না আর
লাটাইয়ের সুতোতে।

আকাশের নীচে আমি
অপেক্ষায় একলা
ইচ্ছের ডানা মেলে
মনঘুড়ি পাগলা।

সাতজন গুহামানবের মতো
সাহানুর হক

হাঁটতে হাঁটতে জ্যোৎস্নাস্নাত রাজপথ পেরিয়ে দেখি
কতকিছুই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এই মহাসড়কের দুই দিকে
যেন ঝিমুনি ঘুমে সুনামির মতো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হাজার
কিছু লাশ ঝরা পাতার মতো পড়ে আছে, একের উপর এক
এই দুই পায়ে সবকিছু পিছনে রেখেছি দাগি অতীতের মতো
তারপর আরও হেঁটেছি ডুয়ার্স সংলগ্ন রাস্তাটিতে
যার দুই দিকে বক্সার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাইনবোর্ড
অথচ রোজ খবরের কাগজে দেখি একটি-দুটি-তিনটি হাতির মাথা
কারা যেন কেটে ভেসে দিয়েছে তিস্তা-তোর্ষা-জলঢাকার জলে
তারপর আর হাঁটতে পারি না, মানুষের পরিচয় ভুলে যাই
দুই হাত তুলে প্রার্থনা করি, যেতে চাই প্রাচীনের দিকে
সাতজন গুহামানবের মতো ঘুমোতে চাই সভ্যতার থেকে দূরে
আর কখনোই সেই ঘুম থেকে জেগে উঠতে চাই না আমি!

ভিন্ন চিন্তা
দেবাশিস চক্রবর্তী

জাতিস্মর হয়ে সেই সব কথামালা, ফেলে আসা দিবারাত্রি
সেই যাপনচিত্র, ভালোবাসা, নদী পাহাড়ের খুনশুটি,বৃষ্টিময়
পড়ন্ত বিকেল, শীতের চাদরে ঢাকা কমলা রোদে উলবোনা
অনেক হারিয়ে যাওয়া গোপন রহস্যে ঘেরা আরব্য রজনী
ফিরে পেতে চাই ফ্ল্যাশব্যাকে। সময় যান্ত্রিক বড় এখন।
ভাবনাগুলো অযথাই লাট খায় খড়ি আঁকা বৃত্তের ভেতর।
জাতিস্মর হতে চাই। ইহজন্মের সবেতেই অরুচি আমার।

এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা

হরিদ্রাভ সন্ধ্যায় বানভাসি হয় চাঁদ

শৌভিক রায়

পরান মণ্ডলের জালে আজকাল আঁশবোরোলি আর ধরা দেয় না। অনীহা নামের গুপ্তরোগ গ্রাস করেছে তাদের।

গর্ভিণী হরিণীদেরও দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মেঘ করলেই ওরা ভিড় জমাত মস্ত পাকুড়তলায়। আসলে নেই সেই পাকুড় গাছ। বদলে পড়ে আছে তার বিরাট আস্ত গুঁড়িটা! গাছ নেই তো ঝরবে কী! স্নান করাবে কাকে? অগত্যা চলে যায় মেঘদল। অন্য কোথাও। অন্য কোনও খানে।

পেছনে পড়ে রইল তাই এক বিরাট ভূমি। সেই ভূমির মাথায় নীল পাহাড়। বুকে এঁকেবেঁকে থাকা গুচ্ছের নদী। ছোট, মাঝারি, বড় হরেক কিসিমের। পায়ের দিকে মস্ত ঢাল বলে সেই নদীরা বয়ে চলে দ্রুত।

চলে? নাকি চলত? পাহাড় থেকে বয়ে আসা পাথররা জেদ ধরেছে আর যাবে না। বালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা জাগিয়ে তুলেছে চর। এই শরতে সেই চর কাশফুলে ঢাকা। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বরফ পড়ে আছে যেন!

এছাড়াও হয়েছে এক কাণ্ড! ভালোবেসে জল, নদীকে আটকেছে মানুষের দল। বিরাট ব্যাপার সেসব। চাকা ঘুরছে। বিদ্যুৎ আসছে। চমক দিচ্ছে চারদিকে। নদীও হতভম্ব। সে জানত না ঐশ্বর্য তার এত! থমকে গিয়েছে সে। সহসাই।

ওদিকে চিলাপাতার অরণ্যে সাজো সাজো ব্যাপার। কালো মৃত্তিকা বড্ড খুশি আজ। রোদের সঙ্গে দেখা হবে যে! ঠাসাঠাসি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা মহীরুহদের ষড়যন্ত্র ছিল এতদিন। সূর্যের আলো পেত না মৃত্তিকার সুখস্পর্শ। আদিম অন্ধকারে ছেয়ে থাকত চারদিক। হিংস্র শ্বাপদেরা ছমছমে ঘুরে বেড়াত যত্রতত্র। তাদের জ্বলজ্বলে চোখ ত্রাস আনত আবহে।

মহীরুহ মরে গিয়েছে। লাশ হয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছে সে।

নিজের জেলে ডিঙিতে পরান মণ্ডল তাই আকাশ ধরে। গাঢ় নীল আকাশ। কখনও কৃষ্ণ কালো। কখনও ঝুপি ঝুপি অন্ধকার। কখনও তারা ভরা আকাশ। তার জালে ধরা পড়ে অনায়াস। ফাউ মেলে নীল সারি পাহাড়ের চিত্রপট। সবুজের ঝলক। সঙ্গে লাল নীল নানা রং। তোর্ষার চরের বিষণ্ণ শালিখ। একা ওদাল। কৃষ্ণচূড়া। কিংবা মাদার। কল্পিত রেখা পেরিয়ে বালিহাঁসেদের সঙ্গে উড়ে যেতে যেতে পরান দেখে নক্ষত্ররা ডাকে তাকে- সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী, রোহিণী। প্রেমাসক্ত চোখে সে জেগে ওঠে করতোয়া, কুমলাইয়ে আর মুজনাইয়ের ধারে, নিজস্ব অবগাহন শেষে।

তবু টপ স্টেশনের নীলাকুরুনজির মতো সুখ তার কপালে ওই বারো বছরে একবার। প্রতি বছর কোনও হরিদ্রাভ সন্ধ্যায় বানভাসি হয় তার চাঁদ। জল থইথই চারধারে ভেলা বায় সে। জল সেঁচবার চেষ্টাও করে না সে। মা দুর্গা স্বয়ং যেখানে পারেননি, সেখানে কোন ছাড় সে!

থিকথিকে পলি জমে জমে হাতের মুঠোয় সর্বনাশ হলে, অদূরে ঢাকের আওয়াজ। পরান টের পায়, প্রান্তসীমার টলটলে স্মৃতি জাগিয়ে মা আসছেন। কিছু হাঁড়িকুড়ি আর নিঃসীম মান-অভিমান নিয়ে, সে থিতু হয় আবার উদ্বাস্তু হবে বলে! পাওনা তার মায়ের মৃদু হাসি। আশ্বিনের নতুন ধানে রাইকিশোরীর চুলের গন্ধ।

কল্পনায় শরীরের আলপথ আর অজানা বাঁকে হেঁটে যেতে যেতে সে শোনে মধ্যবর্তী এক বেসুরো গান। তারপর বনজ্যোৎস্নায় স্নান। সবকিছু হারিয়েও অম্লান।

আসলে ছায়া সরে যায়। আর ছায়া সরতেই দাঁড়িয়ে থাকে ধুলো মাখা সময়। সেই সময়ের পরতে পরতে রয়ে যায় গোলাবাড়ির ধান, মাটির দাওয়ার আলপনা, ফলবতী বৃক্ষ, দিঘিজল, দেশভাগ আর এক অদৃশ্য বৃত্তপথে। নিঃশব্দে কেটে যায় প্রবলপরাক্রমী রাত। যন্ত্রণার ছায়াঘরে কর্কট সেজে সুখ যখন কামড়ে ধরে, তখনই তো উলম্ব বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে কেউ। হালকা ঝোলে। বুড়ো আঙুল দেখায় জীবনকে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও এই যে খেলতে নামা, যাবতীয় প্রত্যর্পণ শেষে, কীভাবে তাকে পরাজিত বলি!

দিগন্তে মন্দাক্রান্তা ছন্দে আরশিনগর দেখি তাই। হয়ে যাই পরান মণ্ডল। আঁকি অভিমানী ছবি নিজস্ব ক্যানভাসে।

'আকাশপ্রদীপ সবার সাথে/ তুলসীতলায় মায়ের আঁচল/ ইচ্ছেডানার স্বপ্ন উড়ান/ হঠাৎ সে যে দিনবদল!'

জানি দিনবদল হয় না। হতে পারে না।

তারাদের লিখে চলা ইতিহাসে অনির্দিষ্ট নির্দিষ্টতায় একক কেউ মিশে যায় আমাদের সবার সঙ্গে। এভাবেই।

Veg & Vegan Cafe -n- Restaurant
Guilt free eating with family & friends
Siliguri Club Eastern By Pass
Near Iskcon Road crossing, Siliguri
W- 86099 82828 / 81589 08797

প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত পরিবার। শনিবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বেহাল রাস্তায় বিপত্তি রেগুলেটেড মার্কেটে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কোথাও রাস্তার একটা অংশ ভেঙে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে, কোথাও বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই রাস্তার একাংশজুড়ে এবড়োখেবড়ো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বর্ষার মরশুমে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটজুড়ে থাকা রাস্তাগুলোকে কেন্দ্র করে ফের বেহাল পরিস্থিতি সামনে আসতে শুরু করেছে। বিষয়টা নিয়ে আড়তদাররা ক্ষোভ জানিয়েছেন। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে আসা ভ্যান, পণ্যবাহী গাড়ির চালকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব তমাল দাস অবশ্য বলেন, 'আমরা নিয়মিতভাবে রাস্তা সংস্কারের চেষ্টা করছি। বেশ কিছু রাস্তার সংস্কারের জন্য বোর্ডে প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সেগুলো পাশ হয়ে গেলে বাকি রাস্তাগুলোর সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে যাবে।'

শনিবার শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে গিয়ে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমপ্লেক্সের একপাশ ধরে ফিশ কমপ্লেক্সে যাওয়ার রাস্তা ধরে এগোতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। রাস্তার একাংশজুড়ে গর্ত তৈরি হয়েছে। বিনোদ শর্মা তার ওপর দিয়েই কোনওমতে তাঁর ভ্যান টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হতাশার সুরে বললেন, 'রাস্তাজুড়ে ফের বিপদ তৈরি হয়েছে। গোটা রাস্তা এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়ায় ভ্যান টানতে খুবই সমস্যা হচ্ছে।' রাস্তার একটি অংশ ভেঙে রড বেরিয়ে আসায় সমস্যা আরও বেড়েছে। একে কেন্দ্র করে প্রায়ই অনেকে বিপদে পড়ছেন বলে আড়তদার প্রকাশ মাহাতো বললেন। তাঁর কথায়, 'যেভাবে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে, তাতে প্রায়ই রেগুলেটেড মার্কেটে কাজ করা শ্রমিকদের পা কাটছে।' রেগুলেটেড মার্কেটে কাজ করা শ্রমিক আকাশ সাহানি বললেন, 'রোজই চোট পাচ্ছি। যে কোনওদিন বড়সড়ো কোনও বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব বললেন, 'আমরা নিয়মিতভাবে রাস্তাগুলির ওপর নজর রাখছি। যে সমস্ত জায়গায় রাস্তা বেহাল হয়েছে সেই জায়গাগুলি দ্রুতই সংস্কার করা হবে।'

সচিবের কথা

আমরা নিয়মিতভাবে রাস্তা সংস্কারের চেষ্টা করছি। বেশ কিছু রাস্তার সংস্কারের জন্য বোর্ডে প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সেগুলো পাশ হয়ে গেলে বাকি রাস্তাগুলোর সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে যাবে।

—তমাল দাস
শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি

কাল পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক মেয়রের

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শহরে মাদকের কারবার রোখার পাশাপাশি ট্রাফিক সমস্যা সামাল দিতে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সোমবার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের পাশাপাশি ডিসি ট্রাফিক, এডিসিপি ট্রাফিক সহ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ওই বৈঠকে তাঁর আলোচনার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ওপরে থাকা বাজারও শীঘ্রই সরানো হবে বলে মেয়র জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে বলে মেয়র জানিয়েছেন। শনিবার 'টক টু মেয়র'-এ নানা সমস্যা নিয়ে ফোন আসার পর মেয়র এই মন্তব্য করেন।

লক্ষ্য মাদক ও ট্রাফিক সমস্যা

গৌতম বলেন, 'বামেরা রাজনৈতিক স্বার্থে ওই বাজার সরাতে দেয়নি। পাশাপাশি শহরে কোনও পরিকল্পনা করে কাজ করেনি।' পালটা শহরের প্রাক্তন মেয়র তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের দাবি, 'শহরের পরিকল্পিত যত উন্নয়ন হয়েছে তা বামফ্রন্ট আমলেই হয়েছে। ওঁরা কোথাও একটা বাজার তৈরি করতে পেরেছেন? ওঁরা দাবি করেছিলেন স্টেডিয়াম ভেঙে বানাবেন, উড়ালপুল বানাবেন। কিন্তু আদৌ কি ওঁরা কিছু করতে পেরেছেন? আমরা হকার্স কর্নার, ক্ষুদিরাম মার্কেট, বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট করেছিলাম। ওঁরা একটা ইটও গাঁথতে পারেননি।'

শনিবার টক টু মেয়রে এক ব্যক্তি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ওপর বাজার নিয়ে মন্তব্য করেন। ওই বাজার সরানোর দাবি করেন। ওই বাজার সরানো নিয়ে কথা হয়েছে বলে মেয়র তাঁকে আশ্বস্ত করেন। এর বাইরে রাস্তা, পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ আসে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়েই গৌতম দেব দাবি করেন বামফ্রন্ট ৩৪ বছর সরকারে এবং ৪৪ বছর শিলিগুড়ি পুরনিগমে ক্ষমতায় ছিল। তাও তারা কোনও কাজই পরিকল্পিতভাবে করতে পারেনি। পরিকল্পনার অভাবের জন্যেই শহরে ট্রাফিক সমস্যা বাড়ছে বলে তাঁর দাবি।

মাটিগাড়ায় নতুন টার্মিনাস তৈরির সিদ্ধান্ত

দূরপাল্লার বাস সরানোয় আপত্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দাবিমতো রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে ছাড়পত্র। পরিবহণনগরে বিহার সহ অন্য দূরপাল্লার বাসগুলোর টার্মিনাস তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়াই বাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূলেরই শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত ইন্টার স্টেট ক্যারেজ বাস বুকিং শ্রমিক ইউনিয়ন (বিহার, অসম, কলকাতার দূরপাল্লার বাস)। এমনকি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠনের অন্দরে আন্দোলনের পরিকল্পনাও চলছে।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্জল দে'র সাফ কথা, 'আমরা চাই শহরেই এই বাসের টার্মিনাস থাকুক। কারণ এই বাসগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু শ্রমিক জড়িয়ে রয়েছেন। ওঁরা এব্যাপারে আমাকে চিঠিও দিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি সঠিক। বিষয়টি যাতে মানবিকতার সঙ্গে দেখা হয়, তার জন্য শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা বলব।'

এদিকে, বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাস অপারেটর ও বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করছেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই এব্যাপারে আলোচনা করেছি। ওঁরা তো সবাই রাজিও হয়েছেন। এটা যাবতীয় সিদ্ধান্তই রাজ্য সরকারের। পরিবহণ দপ্তর থেকে আমাদের শুধু বাস টার্মিনাস বানানোর ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছে।'

আলোচনা হয়নি

- দূরপাল্লার বাসগুলোর টার্মিনাস তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
- আলোচনা ছাড়াই বাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ
- বাসগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু শ্রমিক জড়িয়ে রয়েছেন
- দূরপাল্লার বাসগুলো শুধুমাত্র যাত্রী নেওয়ার জন্যই শহরে ঢোকে

কোনও আলোচনাই হয়নি বলে দাবি করছেন শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্তোষ সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'জোর করে যদি আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা সম্ভব হবে না।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলছেন, 'শহরের স্বার্থে ওই বাসগুলো সরাতেই হবে। সকলেরই শহরের বিষয়টা ভাবা উচিত।'

প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ করেই পরিবহণনগরে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা কেন? ইন্টার স্টেট ক্যারেজ বাস বুকিং শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে এর পেছনে বেশ কিছু যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে। ইউনিয়নের বক্তব্য, বাম আমলে আমরা একবার ওই জায়গায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বারবার চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এব্যাপারে পুলিশ-প্রশাসনকে বলার পরেও কোনও কাজ হয়নি।

দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনম লেপচার অবশ্য আশ্বাস, 'ওখানে বাস টার্মিনাস হলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টাও দূর হবে। ওখানে সবসময়ের জন্য পুলিশ প্রশাসন মোতায়েন রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইউনিয়নের সভাপতি আনন্দ গুপ্তর বক্তব্য, 'বিহার বাস রাত একটায় ঢোকে। সেসময় যাত্রীরা কীভাবে পরিবহণনগর থেকে বের হবেন? পুরো সিদ্ধান্তের সঙ্গেই আমাদের রুজিরুটির ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে।' তাঁর আরও যুক্তি, বিহার সহ অন্য দূরপাল্লার বাসগুলো শুধুমাত্র যাত্রী নেওয়ার জন্যই শহরে ঢোকে। সারাদিনের যানজট কিন্তু ওই সময়ের জন্য হয় না।

শুধু বিহারেরই ১০০ বাস ঢোকে শহরে। সন্তোষের বক্তব্য, 'একসময় বাসগুলো মাল্লাগুড়ির ক্যাটেল ফিল্ডে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল। তাতে কিন্তু বাস অপারেটর, বাস মালিকদের সবাই রাজি ছিলেন।' এখন মাটিগাড়ায় নিয়ে যাওয়ার পিছনে যুক্তি কী? দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনমের যুক্তি, 'পরিবহণনগরের ওই জায়গাটা অনেকটা বড়।'

ওয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র। শনিবার।

৭ নম্বর ওয়ার্ডে 'পাড়ায় চলো'

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : 'পাড়ায় চলো' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এদিন তিনি সামসিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে বিবেকানন্দ রোড বরাবর সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। এই কর্মসূচি চলবে রবিবার সকাল পর্যন্ত।

এই কর্মসূচির পেছনে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই, বলছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'এটা পুরোপুরি পুরনিগমের কর্মসূচি। বিরোধীদের ওয়ার্ডগুলিতেও ঘোরা হবে।' মূলত পুর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের অর্থনৈতিক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার দিক সহ ওয়ার্ডের যাবতীয় খুঁটিনাটি নথি আকারে রাখাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি একে একে ওয়ার্ডের শামিনগর, নিষিদ্ধপল্লিও পরিদর্শন করেন। মেয়রকে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানান এলাকাবাসী। মেয়র বলেন, 'এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। একজন ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্তের সঙ্গে কথা হল। তাঁর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।' পাশাপাশি এদিন তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন ক্লাব, গণসংগঠনগুলোর সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন।

স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগের কথা শোনার পাশাপাশি বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মেয়র। তিনি বলেন, 'জাতীয় ক্ষেত্রে সবটাই রাজনীতি হিসেবে দেখা হয়। এখানে জয় শ্রীরাম কিংবা জিন্দাবাদের কোনও ব্যাপার নেই।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের পালটা মন্তব্য, 'শহরের রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি খুব খারাপ। মেয়র আর কত ঘুরবেন? এবার শহরের সমস্যাগুলোর সমাধানও তো করা প্রয়োজন।'

পুরনিগমের জায়গা চাইলেন পার্থপ্রতিম

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের মাল্লাগুড়ির শিলিগুড়ি ডিপোর জায়গা ক্রমেই অপর্যাপ্ত হয়ে উঠছে। এরমধ্যেই ইলেক্ট্রিক বাস এলে সেটার চার্জিং পয়েন্ট ও সিএনজি বাস এলে গ্যাস রিফিলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে এই ডিপোতে। এই পরিস্থিতিতে ডিপোর পিছনে পুরনিগমের ঘেরা দেওয়া জায়গা চাইলেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এদিন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে নিয়ে তিনি মাল্লাগুড়িতে থাকা ওই ডিপো পরিদর্শন করেন। উপস্থিত ছিলেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইও।

গৌতম বলেন, 'জমিটির কী স্ট্যাটাস রয়েছে, সেটা আমরা দেখব। তাছাড়া পুরনিগম ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম দুটোই রাজ্য সরকারের। তাই কোনও অসুবিধা হবে না।'

শুক্রবার তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন নিগমের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'টার্মিনাসের পুরোনো ড্রয়িং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে টার্মিনাসের ওপরে কিছু করা যাবে কি না, সেটা বুঝতে পারছি না। বেসমেন্টেও কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে আমরা একটা ধন্দের মধ্যে রয়েছি। এই পরিস্থিতিতে আমরা একটা এক্সপার্ট টিমকে দিয়ে নতুন করে ডিজাইন করতে চাইছি।' পার্থ বলেন, 'টার্মিনাস পুরোপুরি ভাঙা হলে বাসগুলো কোথায় দাঁড় করানো হবে, সেটাও একটা প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে বাসগুলোকে হিমুল ক্যাটেল ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সেখানে বানানো হবে।' তাছাড়া তিনবাত্তিতেও বাসস্ট্যান্ড হচ্ছে। নিগমের চেয়ারম্যানের সংযোগ, 'তিনবাত্তির বাসস্ট্যান্ডটির প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ওখানেও কিছু বাস নিয়ে যাওয়া হবে।'

এদিকে ডিপোর পিছনের পুরনিগমের ঘেরা দেওয়া জমি প্রসঙ্গে নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, 'আমাদের ডিপোর সামনের নিগমের জায়গায় বহু বছর আগে জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। সেসময় পুরনিগমের সঙ্গে মৌখিকভাবে কথা হয়েছিল যে ডিপোর পিছনের পুরনিগমের জায়গায় আমরা বাস রাখতে পারব। কিছুদিন আমরা বাস রেখেওছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে ওই জায়গা পুরনিগম ঘিরে দেয়। যেহেতু আমরা জলাধারের জন্য আমাদের জমির কিছু জায়গা ছেড়েছি তাই ডিপোর পিছনের জায়গাটাও আমাদের প্রাপ্য।' গৌতম বলেন, 'দ্রুতই আমরা এবিষয়টা দেখে নিচ্ছি।'

টুকরো খবর

চোখ পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থায় শনিবার (ইউনিট-২) চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সংগঠনের হাতিয়াডাঙ্গা মেইন রোডের সামনে থাকা দ্বিতীয় ইউনিটে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যে সকল রোগীর ছানি অপারেশনের প্রয়োজনের তাঁদের বিনামূল্যে তা অপারেশন করারও ব্যবস্থা করা হয়। শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয়ের সহযোগিতায় এদিনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

রাধাষ্টমী উদযাপন

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে ধুমধাম করে রাধাষ্টমী পালিত হল। শনিবার সকাল থেকে মন্দিরে ভক্তদের আগমন দেখা যায়। বৃন্দাবন থেকে রাধা ও কৃষ্ণের জন্য নতুন পোশাক আনা হয়। রাধাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১০৮ প্রকার ভোগ দেওয়া হয়। পুজো শেষে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভাষা দিবস

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নর্থবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডেফ-এর তরফে শনিবার আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষা দিবস পালন করা হয়। এদিন সংগঠনের সদস্যরা ভেনাস মোড়ে একটি কর্মসূচি করেন। নানা দাবি নিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

আজ শহরে

উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী, শিলিগুড়ির আয়োজনে সোমবার পর্যন্ত চলছে 'উত্তাল নাট্য উৎসব'। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার আর্য সমিতি মঞ্চে। আজকের পরিবেশন উত্তালের 'কালো ব্যাগ', 'বাঁচার উপায়' ও বলাকার প্রযোজনা 'পেশকারের বিচার'। পাশাপাশি নাচ, গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। প্রবেশ অবাধ।

পালসার ম্যানিয়া ২.০

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাইকারদের স্টান্ট দেখে অবাক উপস্থিত দর্শকেরা। শনিবার সেবক রোডের একটি হোটেলে বাজাজ অটোর তরফে পালসার ম্যানিয়া ২.০ আয়োজন করা হয়। যেখানে ভারতের জনপ্রিয় স্টান্ট গ্রুপ বাইক নিয়ে নানা স্টান্ট দেখান। এছাড়াও বাইকপ্রেমীদের জন্য বাইকের ফ্রি ট্রায়াল রাখা হয়।

কাঁচামালের দাম বাড়ায় প্রতিমার দাম দ্বিগুণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কুমোরটুলিতে এখন চরম ব্যস্ততা। পুজোর আর একমাসও দেরি নেই। খাওয়াদাওয়া তো দূরের কথা, নিঃশ্বাস ফেলারও সময় থাকে না মৃৎশিল্পীদের। কিন্তু এবছর কুমোরপাড়ায় গিয়ে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ। এদিন মূর্তির বরাত দিতে গিয়েছিলেন মৃণাল সেন। তিনি বলেন, 'আমি গতবছর যত টাকা দিয়ে মূর্তি কিনেছিলাম, এবার তার চেয়ে ৫০০ টাকা বেশিই এনেছিলাম। কিন্তু এবছর দাম তো প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। কী আর করব? বাধ্য হয়ে ওই দামেই প্রতিমার বরাত দিয়ে গেলাম।'

প্রতিমার দাম বাড়ার এত কারণ কেন? মৃৎশিল্পীরা জানিয়েছেন, কাঁচামালের দাম বাড়ার কারণেই এবছর মূর্তির দাম এত বেড়েছে। অতিরিক্ত দামের কারণে এবছর কম

সংখ্যক মূর্তি বানাচ্ছেন তাঁরা।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, কালাগছ, দার্জিলিং জেলার ঘোষপুকুর এমনকি বিহার থেকেও প্রতিবছর শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে মাটি আসে। তবে এবছর মূর্তি গড়ার শুরুর সময় থেকেই মাটির আমদানি কমেছে। স্বাভাবিকভাবে চড়া দাম দিয়ে মাটি কিনতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে বাঁশ, অলংকার, কাপড়ের দাম। তাই প্রতিমার দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন মৃৎশিল্পীরা। যদিও অস্বাভাবিক এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ ক্রেতারা মানতে চাইছেন না বলে জানালেন মৃৎশিল্পী সুধীর পাল। তাঁর কথায়, 'এবার ক্রেতারা প্রতিমার বরাত দিতে এসে দাম শুনেই অবাক হচ্ছেন। অনেকে ছোট মূর্তি নিচ্ছেন, কেউ কেউ আবার না বুঝে আমাদের সঙ্গে বচসা শুরু করছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কিছু করার নেই।'

গতবছর প্রায় ১৬টি দুর্গা, ১২টি কালীমূর্তি তৈরি করেছিলেন মৃৎশিল্পী রিঙ্কু পাল। তবে এবছর কাঁচামালের

দাম বাড়ায় প্রতিমার সংখ্যা কমাতে হয়েছে। এই দাম বাড়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন শিলিগুড়ি মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল। তাঁর কথায়, 'এবছর মাটির আমদানি কমেছে, কিন্তু পাল্লা গিয়ে দাম বেড়েছে। সেজন্য আমাদেরও প্রতিমার দাম বাড়াতে হচ্ছে।'

এদিকে আগের বছর যে প্রতিমা আট হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন, এবছর তার দাম ১৪ হাজার শুনে অবাক রুম্পা পাল। পাড়ার পুজোর জন্য প্রতিমার বরাত দিতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ রুম্পা, প্রতিমাদের। তাঁরা বলছিলেন, 'প্রতিবছরই ছোট করে পুজো করি। প্রতিমার দাম অনেকটা বেশি হলেও পুজো তো করতেই হবে। আর প্রতিমাও কিনতে হবে। এবছর প্রায় হাজার চারেক টাকা বেশি দিয়ে প্রতিমার বরাত দিলাম।'

অতিরিক্ত দামের জেরে যেমন ছ্যাঁকা খাচ্ছেন ক্রেতারা, তেমনি বিক্রেতাদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অন্য বছরের তুলনায় এবার কম সংখ্যক মূর্তি বানানোয় মৃৎশিল্পীরা আদৌ লাভের মুখ দেখতে পারবেন কি না, সন্দেহ রয়েছে। তাঁরা জানান, শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলি বাদ দিয়ে অধিকাংশ বাড়ির পুজো কিংবা কম বাজেটের পুজোর উদ্যোক্তারা ছোট মূর্তির দিকেই ঝুঁকছেন।

বিনিয়োগ করুন ভবিষ্যতের কথা ভেবে

প্রবীণ আগরওয়াল

পরিবারের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য আমরা কাজ করি। দরকারের সময় যাতে কাজে লাগে সেই জন্য টাকা জমাই। সঞ্চয় আমাদের চাহিদার বড় অংশ পূরণ করে। যাঁরা সদ্য কাজের জগতে পা দিয়েছেন তাঁদের সবার লক্ষ্য একটি চাপমুক্ত ভবিষ্যৎ এবং স্থিতিশীল বর্তমান। কিন্তু জীবন ধারণের পক্ষে এটাই কি সব? আমাদের উপার্জন কি যাবতীয় চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট? জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পক্ষে সবার কাছে যথেষ্ট সঞ্চয় রয়েছে বা থাকবে? অবসরগ্রহণের পর কীভাবে চলবে? এবারের আলোচনা সেইসব নিয়েই।

ভবিষ্যতের জন্য...

ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি)

একে স্থায়ী আমানত বা মেয়াদি আমানত বলা হয়। ঝুঁকিমুক্ত নিশ্চিত রিটার্ন পেতে হলে এখানে বিনিয়োগ করতে হবে। এটি এক ধরনের তরল বিনিয়োগ। অর্থাৎ, চাইলে আপনি ফিক্সড ডিপজিট ভাঙিয়ে থোক টাকা পেতে পারেন। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আমানত ভাঙালে কিছু জরিমানা দিতে হবে।

পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ)

পিপিএফ হল ভারত সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রকল্প। পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এখানে সুদের হার এখনও গড়পড়তা স্থায়ী আমানতের চেয়ে বেশি। এর মাধ্যমে বছরে দেড়লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাওয়া যায়। এর সুদও পুরোপুরি করমুক্ত। ১৫ বছর মেয়াদি আমানতে বিনিয়োগকারী সপ্তম বছর থেকে টাকা তুলতে পারেন। পিপিএফ অ্যাকাউন্টের থোক টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে। যেমন – বাড়ি কিনতে বা ব্যবসা বাড়াতে। তবে পিপিএফে সুদের হার প্রতি বছর বদলাতে পারে। প্রকল্পটি চালু হওয়ার সময় যে সুদ মিলত গত কয়েকবছরে তা বেশ খানিকটা কমেছে। যদিও করমুক্ত বিনিয়োগ হিসাবে এখনও এটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (এনপিএস)

এটিও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। ১৮-৬০ বছর বয়সিরা এনপিএসে বিনিয়োগ করতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদি এই বিনিয়োগ প্রকল্পটি অবসর জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। মাঝপথে প্রকল্প ছেড়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। তবে তা ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে মিউচুয়াল ফান্ড সবসময় একটি দুর্দান্ত বিকল্প। একইভাবে স্টক ও শেয়ারেও বিনিয়োগ করা যায়। এগুলি সাধারণত মিউচুয়াল ফান্ডের থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আবার এখানে ফেরত লাভের পরিমাণ বেশি হতে পারে। ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড আপনার লগ্নির পোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে। দীর্ঘমেয়াদে যা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপি।

এসআইপি

এটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের একটি পদ্ধতি, যা বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিনিয়োগের অনুমতি দেয়। সেটা মাসিক, ত্রিমাসিক বা বার্ষিক হতে পারে। এটি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিনিয়োগে সাহায্য করে। এইভাবে আপনি ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবেন।

এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)

গত কয়েক বছরে এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে বিনিয়োগ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো স্টক, বন্ড সহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। এটি এমন একটি বিনিয়োগ যা পোর্টফোলিওর বৈচত্র্য বৃদ্ধি করে। এদেশে ইটিএফ তহবিলগুলি সাধারণভাবে অপ্রত্যক্ষ হয়, যা নিফটি ৫০ বা সেনসেক্সের মতো অন্তর্নিহিত সূচককে অনুসরণ করে।

উপসংহার

সঞ্চয় হল ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখার একটি প্রথাগত পদ্ধতি। পরিকল্পনা এবং ধৈর্য্য আপনার ভবিষ্যতের ভিতকে পোক্ত করবে। অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও বিনিয়োগের ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে পোর্টফোলিও-র নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে সঞ্চয়ের পথে পা বাড়ান। এখন থেকে সঞ্চয় না করলে আর কবে করবেন?

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগতবিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

লাগাতার সংশোধনের জেরে ১৯৭৫০-এর নীচে নিফটি

নতুন র‍্যালির অপেক্ষায় শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

আশঙ্কা একটি ছিলই যে, শেয়ার বাজারে গত কয়েকমাসে নিয়মিতভাবে র‍্যালির শেষে সংশোধন আসবে যে কোনও দিন। এমনিতেই আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৯৪ ডলার অতিক্রম করেছিল সপ্তাহখানেক আগে। ফেডারেল ব্যাংক আমেরিকাতে তাদের প্রাইমারি ইন্টারেস্ট রেট ৫.২৫-৫.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, তারা আমেরিকাতে যাতে রিসেশন তীব্র না হয়ে ওঠে এবং একইসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি যাতে ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তা বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে গোটা বিশ্বে কিন্তু খাদ্যসংকট বজায় রয়েছে এবং সমস্যায় পড়েছে আফ্রিকার দেশগুলি। রাশিয়া এবং ওপেক দেশগুলি কোনওভাবেই তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না চাওয়ায় সমস্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির। অন্যদিকে, ভারত এবং কানাডার মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কানাডার পেনশন ফান্ডগুলি নিয়ে, যাদের ভারতে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপর বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়াও কয়েকশো কানাডার কোম্পানি যারা ভারতে ব্যবসা করে থাকে তাদের নিয়েও সংশয় তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, বহু কোম্পানি যারা ভিসা সংক্রান্ত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারা কানাডা ভিসা পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।

পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থায় বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে সংশোধন চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে ডাউজোন্স ফিউচার্স (০.৫১ শতাংশ) পতন দেখে। পতনমুখী হয়েছে ন্যাসড্যাক (১.৫৩ শতাংশ), এসঅ্যান্ডপি (-০.৯৪ শতাংশ)। বিভিন্ন ইউরোপীয় বাজারগুলির মধ্যে ড্যাক, ক্যাক এবং ফুটসিও পতন দেখে। এশীয় বাজারগুলিতেও বড় পতন এসেছে। যেমন নিক্কেই ২২৫, স্ট্রেইটস টাইমস, হ্যাংসেং, তাইওয়ান, কসপি, জাকার্তা এবং সাংহাইয়ে। অর্থাৎ কেবল ভারত নয়, বিশ্বের প্রায় সব শেয়ার বাজারই ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন এসেছে, তা বাজারের বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাস্থ্যকর। এমনিতেই বিভিন্ন শেয়ারের দাম বেশ চড়া হয়ে উঠেছিল। বিগত কয়েক দিনে সংশোধনের ফলে কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

যে সরকারি কোম্পানিগুলি দুরন্ত উত্থান দেখেছে গত কয়েক মাসে, তাদের শেয়ারদরে ভালো সংশোধন এসেছে। বৃহস্পতিবার বেলা শেষে এসজেভিএন (-১৩.০৯ শতাংশ) পতনের মুখ দেখে। এছাড়া পিটিসি ইন্ডিয়া (-৪.৩৭ শতাংশ), আইআরএফসি (-৩.৫৬ শতাংশ), ময়েল (-৩.০৭ শতাংশ), ব্যাংক অফ বরোদা (-২.৯৫ শতাংশ), এমআরপিএল (-২.২৫ শতাংশ), জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স (-২.১২ শতাংশ), কানাড়া ব্যাংক (-১.৭৭ শতাংশ), অয়েল ইন্ডিয়া (-১.৭৩ শতাংশ), জিএমডিসি (-১.৬ শতাংশ) প্রভৃতি। এসজেভিএন-এ বড় পতনের অন্যতম কারণ হল ভারতীয় সরকার নিজের অংশীদারিত্বের মোট ২.৪৬ শতাংশ বিক্রি করতে চলেছে। ফ্লোর প্রাইস ঠিক করা হয়েছে ৬৯ টাকা। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে নন-রিটেল অংশের জন্য ২৪০ শতাংশ চাহিদা বা ওভার সাবস্ক্রিপশন হয়। অতিরিক্ত ২.৪৬ শতাংশ শেয়ার বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে ওভার সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে রিটেল এবং নন-রিটেল উভয়ক্ষেত্রেই।

এটা ঘটনা যে, শেয়ার বাজারে পতন এলেই অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা ভয় পান এবং শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে লাভ ঘরে তোলার কথা ভাবেন। তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে সর্বকালীন উচ্চতায় ওঠা নতুন খবর নয় এবং গত কয়েক বছরে বহুবারই ভারতীয় ইনডাইসেস নিফটি এবং সেনসেক্স তাদের সর্বকালীন উচ্চতা ভেঙেছে। অতএব, নতুন উচ্চতায় উঠলেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বিশেষ করে একটি উচ্চতায় আসীন হওয়া, সংশোধন এবং তারপরেই নতুন উচ্চতা- এমন পরিস্থিতি মাঝেমধ্যেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে দেখা দিয়ে থাকে। বিশ্বের কোনও শেয়ার বাজারই দিনের পর দিন ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে না এবং ভারতীয় শেয়ার বাজারও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তবে বিগত বছরগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, বিনিয়োগের দিক থেকে ভারতবর্ষ দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানিগুলির কাছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের এনার্জি কোম্পানি টোটাল এনার্জিস, আদানি গ্রিন এনার্জির সঙ্গে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চারের কথা ঘোষণা করেছে যাতে তারা ৩০০ মিলিয়ন ডলার বা ২৪৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এই জয়েন্ট ভেঞ্চারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মোট ১০৫০ মেগাওয়াট সৌর এবং বায়ু শক্তি উৎপাদন করা। উল্লেখ্য, এর আগেই টোটাল এনার্জিস আদানি গ্রিনে ২০ শতাংশ অংশীদারিত্বও কিনে রেখেছে। বৃহস্পতিবার আদানি গ্রিন এনার্জি ১.৪৪ শতাংশ পজিটিভে বন্ধ হয়। অন্য আদানি গ্রুপ শেয়ারগুলির মধ্যে আদানি পাওয়ার (৪.২৩ শতাংশ), আদানি এন্টারপ্রাইজেস (০.৪৩ শতাংশ), আদানি পোর্টস (১.৭০ শতাংশ), আদানি টোটাল গ্যাস (০.৫৭ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। সেপ্টেম্বর মাসে লিস্টিং হওয়া বিভিন্ন কোম্পানির আইপিওগুলির মধ্যে রয়েছে রত্নবীর প্রিসিশন, ঋষভ, কাহান প্যাকেজিং, জুপিটার লাইফলাইন হাসপাতাল এবং আরআর কেবল। গুজরাটের মশলা কোম্পানি মধুসূদন মশালার আইপিও ওভার সাবস্ক্রাইবড হয়েছে ৪১৩ গুণ। এর প্রাইস ব্র্যান্ড রাখা হয়েছে ৬৬-৭০ টাকা। এর আগে শ্রীভরি স্পাইসেস প্রায় ৪১৮ গুণ ওভার সাবস্ক্রাইবড হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারে নিফটি ১৫৯ পয়েন্ট এবং সেনসেক্স ৫৭০ পয়েন্টের সংশোধন দেখে। তা সত্ত্বেও ওইদিন বহু শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতম স্তর ছুঁয়ে ফেলে। তার মধ্যে রয়েছে আনন্দ রাঠি, চোলা ফিন্যান্সিয়াল হোল্ডিং, ডিসম্যান কারবোজ, গ্লেনমার্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কাবেরী সিড, কিলিচ ড্রাগস, কেএসবি পাম্পস, ফিনিক্স মিলস, পলিক্যাব, র‍্যামকো সিস্টেম, রানে হোল্ডিং, আরপিজি লাইফ, সেনকো গোল্ড, ওয়েলস্পান কর্প ইত্যাদি। গত দশ বছরে অর্থাৎ ২০১৩ থেকে ২০২২-এর মধ্যে মাত্র একবারই নিফটি নেগেটিভে বছর শেষ করেছে এবং সালটি ছিল ২০১৫ যেখানে নিফটি ৪.১ শতাংশ নীচে বন্ধ হয়। ২০২০ সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ৫০ শতাংশের বেশি পতন আসে, অতিমারি করোনার প্রকোপে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিফটি ২০২১ শেষ করে ১৪.৯ শতাংশ এবং সর্বকালীন উচ্চতা দিয়ে। ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ ৩১.৪ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে সর্বনিম্ন ৩ শতাংশ পজিটিভ উত্থান দেখে নিফটি। ২০২৩-এর ২১ সেপ্টেম্বর অবধি নিফটি ৯.০৪ শতাংশ এবং সেনসেক্স ৮.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এসেছে যেখানে নির্মা, গ্লেনমার্ক লাইফসায়েন্সের ৭৫ শতাংশ মালিকানা কিনে নিয়েছে ৫৬৫১ কোটি টাকা দিয়ে। নির্মা এমন একটি গ্রুপ যারা ভারতে ডিটারজেন্ট, সাবান, সিমেন্ট, প্রসাধন এবং সোডা অ্যাশ প্রস্তুত করে। যেখানে গ্লেনমার্ক মাথার ওপর ঋণের বোঝা নিয়ে সংকটে রয়েছে। এই ডিল তাদের ব্যালান্সশিটে যথেষ্ট ভারমুক্ত করবে বলেই ধারণা। নিফটির এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ রয়েছে ১৯,৫৪০-এর কাছে। তাই বিশ্ব বাজারের দুর্বলতাকে সঙ্গী করে এর কাছাকাছি নেমে আসা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। আবার ১৯৯৫০ একটি নতুন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তবে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর উচিত কোনও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া। বাজারে দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেলে নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছুটা মুশকিল হয়ে পড়ে কর্তব্য স্থির করতে। ভারতকে বিদেশ থেকে তেল আমদানি করতে হয় বটে, তবে গোটা বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রিফাইনড পেট্রোলিয়াম অয়েল রপ্তানি করে ভারত এবং তা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার পরেই। এইসময় ভারত গোটা বিশ্বের মোট ৮.৪ শতাংশ রিফাইনড পেট্রোলিয়াম অয়েল সরবরাহ করে থাকে।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন অব্যাহত থেকেছে। নিফটি ৬৮ পয়েন্ট এবং সেনসেক্স ২২১ পয়েন্টের সংশোধন দেখেছে। শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে আরেকটি সুসংবাদ আসে যখন জেপি মর্গ্যান ঘোষণা করে যে, তারা ভারতীয় গভর্নমেন্ট বন্ডকে গভর্নমেন্ট বন্ড ইন্ডেক্স ইমার্জিং মার্কেটস ইন্ডেক্সে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে জুন, ২০২৪ থেকে। এর ফল হিসেবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আরও বেশি করে আগ্রহী হবে। ভারতীয় মুদ্রা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় শক্তিশালী হবে এবং এই অন্তর্ভুক্তিতে অন্তত ৩৫ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ভারতীয় বাজারে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারত সরকারের বন্ড কিনলে তা আখেরে কর্পোরেট বন্ডগুলিকে সাহায্য করবে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে পিএনবি গিল্টস শেয়ারের ওপর এবং তা শুক্রবার ২০ শতাংশ আপার সার্কিটে বন্ধ হয়েছে। পিএনবি গিল্টস কাজ করে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ আন্ডাররাইটিং, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ, ট্রেজারি বিলস ইত্যাদি নিয়ে। ফলে দারুণ উৎসাহ দেখা গিয়েছে এই কাউন্টারে। শুক্রবার গোটা দিনটাই গিয়েছে লাল-সবুজের খেলার মধ্য দিয়ে। যদিও নিফটি শেষপর্যন্ত সবুজে থাকতে পারেনি। নিফটি সবুজে ঢুকতেই ট্রেডাররা হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করা শুরু করেন।

তবে টাকা বিভিন্ন বিদেশি মুদ্রার তুলনায় বেশ খানিকটা শক্তিশালী হয়েছে। প্রতি ডলার ট্রেড করেছে ৮২.৯৪ টাকায়। প্রতি পাউন্ড ট্রেড করেছে ১০১.৫৬ টাকায়। প্রতি ইউরো ট্রেড করেছে ৮৮.২১ টাকায় এবং প্রতি ইয়েন ট্রেড করেছে ০.৫৬ টাকায়। বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করেছে ২২.০৭ লাখ টাকা, ইথেরিয়াম ১.৩২ লাখ, কারদানো ২০.২৮৫ টাকা, পোলকাডট ৩৩৩.৯৭ টাকা, পলিগন ৪৩.১৩ টাকা এবং আভালান্স ৭৩৮.০৯ টাকায়। বিভিন্ন কমোডিটির মধ্যে ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৫৮,৮৯৩ টাকা, প্রতি কিলো রুপো ট্রেড করেছে ৭৩,৬০০ টাকায়। প্রাকৃতিক গ্যাস ট্রেড করেছে ২১৯ টাকা প্রতি এমএমবিটিইউ। অ্যালুমিনিয়াম, কপার, লেড প্রত্যেকে নেগেটিভে ট্রেড করেছে। যদিও জিঙ্কের দাম ০.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ট্রেড করেছে। টোটাল এনার্জিসের সঙ্গে আদানি জয়েন্ট ভেঞ্চারের পাশাপাশি আদানি গ্রুপ মহারাষ্ট্রে ইলেক্ট্রিক মিটার বসানোর জন্য ১৩,৮৮৮ কোটি টাকার বরাত পেয়েছে। প্রতি ৯৬ লক্ষ মিটার বসানোর কাজ করবে আদানি।

শুক্রবার ফিউচার্স এবং অপশনসের মধ্যে যে শেয়ারগুলি সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে বার্জার পেন্টস (৬.৬৩ শতাংশ), কানাড়া ব্যাংক (৫.০৮ শতাংশ), আরইসি (৪.৫৫ শতাংশ), গ্রানিউলস ইন্ডিয়া (৪.২১ শতাংশ) ইত্যাদি। এর মধ্যে বার্জার পেন্টস বোনাস শেয়ার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ১:৫ অনুপাতে। বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে যাদের ক্রিসিলের ৫ তারা রেটিং রয়েছে সেগুলি হল পরাগ পারেখ ট্যাক্স সেভার ফান্ড ডিপি (গ্রোথ), এসবিআই লং টার্ম ইকুইটি ফান্ড ডিপি (গ্রোথ), এইচডিএফসি মিড ক্যাপ অপারচুনিটিজ ফান্ড ডিপি (গ্রোথ), আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ফোকাসড ইকুইটি ফান্ড ডিপি (গ্রোথ), নিপ্পন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড ডিপি (গ্রোথ)। বাজারে যে এনএফও অর্থাৎ নিউ ফান্ড অফারগুলি আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে বন্ধন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড (গ্রোথ) (২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর, ২০২৩), ইউটিআই ইনোভেশন ফান্ড (গ্রোথ) (২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর,২০২৩), এডেলওয়াইজ মাল্টিক্যাপ ফান্ড (৪ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর,২০২৩)।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

জেএস ডব্লিউ ইনফ্রার আইপিও

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ১৩ বছর বিরতির পর আইপিও নিয়ে আসছে জেএসডব্লিউ গ্রুপ। দেশের প্রথম সারির এই শিল্পগোষ্ঠী জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের শেয়ার বিক্রি করে ২৮০০ কোটি টাকা তুলতে চায়।

জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ইস্যু খুলছে ২৫ সেপ্টেম্বর। বন্ধ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। প্রতিটি শেয়ারের দাম ধরা হয়েছে ১১৩-১১৯ টাকা। ন্যূনতম ১২৬টি শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করতে হবে এবং ন্যূনতম লগ্নির অঙ্ক ১৪ হাজার ৯৯৪ টাকা। সর্বোচ্চ ১৬৩৮টি শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করা যেতে পারে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হতে পারে। এই সংস্থার ৯০.৯১ শতাংশ শেয়ার আছে সজ্জন জিন্দাল পরিবারের হাতে। বাকি ৯.০৮ শতাংশ শেয়ার আছে জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, জেএসএল এবং সিদ্ধেশ্বরী ট্রেডেক্সের কাছে। বন্দরের পরিকাঠামো সংক্রান্ত নির্মাণ ব্যবসায় জড়িত জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে ৩২২.২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। ইতিমধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১২৬০ কোটি টাকা শেয়ার বিক্রি করেছে সংস্থাটি। দেশ-বিদেশের ৬৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও লগ্নিকারী সংস্থা এই বিনিয়োগ করেছে।

কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু মাইক্রনের

আহমেদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর : ২৮ জুন গুজরাটের সানন্দে কারখানা গড়ার মউতে স্বাক্ষর করেছিল মার্কিন সংস্থা মাইক্রন টেকনলজি এবং গুজরাট সরকার। তার তিন মাসের মধ্যেই ২৩ সেপ্টেম্বর ভূমিপুজো করে কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের সময় ২২ জুন ভারতে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিল মাইক্রন। সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে ২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার প্রায় ২২৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সংস্থাটি। পরবর্তী ৫ বছরে ৫০০০ প্রত্যক্ষ এবং ১৫০০ অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে এই কারখানায়। সানন্দের কারখানায় সেমিকনডাক্টর তৈরির পাশাপাশি একটি গবেষণাগারও তৈরি করবে মাইক্রন।

গাড়ি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে যে কোনও বৈদ্যুতিক পণ্যে সেমিকনডাক্টর ব্যবহার করা হয়। তাই বিশ্বজুড়ে এর চাহিদা তুঙ্গে। ভারতে সেমিকনডাক্টর এবং ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ তৈরি করতে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই ৭৬ হাজার কোটি টাকার পিএলআই স্কিম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতে সেমিকনডাক্টর তৈরি হলে বিভিন্ন পণ্যের দাম কমবে। এর পাশাপাশি চিন থেকে আমদানিও কমবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে সংশোধন হল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। চলতি সপ্তাহের চারটি লেনদেনের দিনেই নামল দুই শেয়ার সূচক। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৬৬০০৯.১৫ এবং ১৯৬৭৪.২৫ পয়েন্টে। চারদিনে সেনসেক্স নেমেছে ১৮২৯.৪৮। নিফটি খুইয়েছে ৫১৮.১ পয়েন্ট। টেকনিকালি সেনসেক্সের সাপোর্ট লেভেল হল ৬৫৭০০-৬৫৫০০ এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হল ৬৮০০০। অন্যদিকে নিফটির সাপোর্ট লেভেল হল ১৯৬০০-১৯৫০০ এবং রেজিস্ট্যান্স হল ২০৩০০। এই লেভেল বিবেচনা করেই আগামী সপ্তাহে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লাগাতার উত্থানের পর এই সংশোধন প্রত্যাশিত ছিল। সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হলে লতুন লগ্নির সুযোগ আসবে শেয়ার বাজারে।

সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া শেয়ার বাজারের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের ঋণনীতি নিয়ে কঠোর অবস্থান। সুদের হার ৫.২৫-৫.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে তা আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের

মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। রাশিয়া ও সৌদি আরব তেল উত্তোলন কমিয়ে দেওয়ায় ব্যারেল প্রতি অশোধিত তেলের দাম ফের ৯০ ডলার পেরিয়েছে। যা ফের বিশ্বজুড়ে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ানোর আশঙ্কা তৈরি করেছে।

বিগত কয়েক সপ্তাহে শেয়ার বাজারের রেকর্ড উত্থানে অন্যতম ভূমিকা ছিল বিদেশি লগ্নির। চলতি সপ্তাহে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার সূচকের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্বের প্রথমসারির মুদ্রাগুলির তুলনায় মার্কিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধিও সেই পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতিও লগ্নিকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। মরশুমের শেষলগ্নে দেশজুড়ে ভালো বর্ষা অবশ্য শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভালো বর্ষা হওয়ায় এবার শস্যোৎপাদন স্বাভাবিক হওয়ার আশা বাড়িয়েছে। শস্যোৎপাদন ভালো হলে মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে। ফলে আগামী বছর থেকে সুদের হার কমানোর পথে হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

শেয়ার বাজার চাঙ্গা থাকায় বিগত কয়েক মাসে একাধিক সংস্থা আইপিও এনেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ আইপিও লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের মুনাফা দিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে বাজারে আসছে আরও কয়েকটি আইপিও-নিউ জাইসা টেকনো (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর), মনোজ বৈভব (২২-২৬ সেপ্টেম্বর), আপডেট সার্ভিস (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর), জেএস ডব্লিউ ইনফ্রা (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর), ভ্যালিয়েন্ট ল্যাবরেটরিস (২৭ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর), অর্গানিক রিসাইক্লিং (২১-২৬ সেপ্টেম্বর), মার্কো কেবলস (২১-২৫ সেপ্টেম্বর), মঙ্গলম অ্যালয় (২১-২৫ সেপ্টেম্বর), হাইগ্রিন কার্বন (২১-২৬ সেপ্টেম্বর) এবং ইনস্পায়ার ফিলমস (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর)।

অন্যদিকে সোনারুপোর বাজার এখনও ঝিমিয়ে। সামনে উৎসবের মরশুম। আগামীদিনে তাই ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। রাশিয়া ও সৌদি আরব তেল উত্তোলন কমিয়ে দেওয়ায় ব্যারেল প্রতি অশোধিত তেলের দাম ফের ৯০ ডলার পেরিয়েছে। যা ফের বিশ্বজুড়ে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ানোর আশঙ্কা তৈরি করেছে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) **এক্সাইড ইন্ড :** বর্তমান মূল্য-২৫৬.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮০/১৫৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৪৬-২৫২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২১৭৭৭, টার্গেট-৩২০।

২) **অশোক লেল্যান্ড :** বর্তমান মূল্য-১৭৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯১/১৩৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৬৬-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৫১২, টার্গেট-২৩৬।

৩) **গুজরাট গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-৪৩৯.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৩৯/৪৩৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪২৫-৪৩২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০২৬১, টার্গেট-৫৩০।

৪) **ইনফোসিস :** বর্তমান মূল্য-১৪৯৬.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১১৮৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬২০৯৫৯, টার্গেট-১৬৪০।

৫) **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-১৮৫.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯২/১২১, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৭৬-১৮২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩২৮৬০, টার্গেট-২৪৮।

৬) **রিলায়েন্স :** বর্তমান মূল্য-২৩৫৪.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৫৬/২১৮০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৩০০-২৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৯৩৩২৬, টার্গেট-২৬০০।

৭) **ডাবর ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৫৬১.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬১১/৫০৪, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪৫-৫৫৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৯৪৬৪, টার্গেট-৬৩২।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

গণেশের বিসর্জন... টানা কয়েকদিনের গণপতি উৎসবের শেষ আরব সাগরে। অন্যদিকে, মণ্ডপ থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা। মুম্বইয়ে শনিবার।

এক দেশ এক নির্বাচন

রাজনৈতিক দলগুলির মত জানবে কমিটি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই সব রাজ্যে বিধানসভা ভোট করিয়ে নেওয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে কমিটি তৈরি করেছে কেন্দ্র। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে শনিবার প্রথমবার বৈঠকে বসলেন সেই কমিটির সদস্যরা। সূত্রের খবর, সেখানেবিভিন্ন সময়ে হওয়া বিধানসভা ভোটগুলি কীভাবে একসঙ্গে (লোকসভা ভোটের সময়)করা সম্ভব তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনেএই ব্যাপারে মতামত জানানোর সুযোগ পাবে রাজনৈতিক দলগুলি।

এদিনের বৈঠকে কোবিন্দ ছাড়াও হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল, অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এনকে সিং, আইনজীবী হরিশ সালভে, লোকসভার প্রাক্তন সচিব সুভাষ কশ্যপ, প্রাক্তন চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলামনবি আজাদ। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরিকেও কমিটিতে রাখা হয়েছিল। তবে তিনি বৈঠকে যোগ দেননি। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, স্বীকৃত জাতীয় দল, বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দল, সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবে কমিশন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিদের মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া কমিটির সদস্যরা আইন কমিশনের সঙ্গেও পরামর্শ করবেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত

- স্বীকৃত জাতীয় দল, বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দল, সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা
- বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়
- আইন কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক
- কেন্দ্র বা কোনও রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হলে কীভাবে তা সামাল দেওয়া যাবে তার রাস্তা খোঁজা

লোকসভা ভোট হয় ৫ বছর অন্তর। বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রেও একই সময়সীমা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু কোনও রাজ্যে বা কেন্দ্রে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের জেরে সরকার পড়ে গেলে এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করণীয় সেই রাস্তার খোঁজ চলছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কমিটি। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মোদি সরকার এক দেশ এক নির্বাচন বিল আনতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে জল্পনা ছড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। সংসদে পাশ করানো হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। এদিনের বৈঠকের পর ফের এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধী নেতাদের একাংশের মতে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগেই এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে পারে কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে। শুধু লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন নয়, পুর এবং পঞ্চায়েত ভোটও একইসঙ্গে করিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে সরকারের তরফে।

কমিটির বৈঠকে তিনি যে যোগ দেবেন না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর।রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী নেতা গুলামনবি কমিটিতে জায়গা পেলেও বর্তমান বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন বাদ পড়লেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কমিটির প্রথম বৈঠকে রামনাথ কোবিন্দ, অমিত শা সহ অন্যরা। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুধু নারীশক্তির জয়গান

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর : পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং লোকসভা ভোটের সময় যত এগিয়ে আসছে, আস্তিনের তাস একটি একটি করে বের করতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংসদে সদ্য পাশ হওয়া 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম' সেরকমই একটি তাস। লোকসভা এবং পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে সেটিকে হাতিয়ার করে দেশের মহিলা ভোটব্যাংককে কবজা করতে মরিয়া বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে জনসভা করেন তিনি। সেখানে শ্রোতার আসনে ছিলেন শুধুমাত্র মহিলারা। তাঁদের সামনে গত ৯ বছরে কীভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে সেকথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, রানি লক্ষ্মীবাই থেকে চন্দ্রযান-৩ পর্যন্ত সব যুগেই ভারতে মহিলাদের নেতৃত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে মোদি কৃতিত্ব দাবি করলেও তাঁকে খোঁচা দিতে দেরি করেনি কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত বলেন, 'মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পর বিজেপির তামাম মহিলা সাংসদ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এবং ছবি তোলেন। এঁরাই হলেন ভারতের সবথেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা। কিন্তু মহিলাদের ওপর অপরাধ হচ্ছে দেখেও এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলারা যখন লাগাতার চুপ থাকেন তখন তা দেখে দুঃখ এবং করুণা হয়।'

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়মকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিল বলে আখ্যা দিয়ে মোদি বলেন, 'এই বিল নবরাত্রির উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে এই বিল। আমাদের এমন একটি সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে মহিলাদের এগোনোর জন্য কারও কোনও সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না।' নারীদের ক্ষমতায়নে ভারতই বিশ্বগুরু সেই বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, 'বাকি দুনিয়ার কাছে মহিলাদের নেতৃত্ব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। কিন্তু আমরা হলাম সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা ভগবান শিবের আগে মা পার্বতী এবং মা গঙ্গার পুজো করি। রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জন্মভূমি হল বারাণসী। রানি লক্ষ্মীবাই থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এং চন্দ্রযান-৩ প্রত্যেক যুগে মহিলাদের নেতৃত্ব কী সেটা আমরা প্রমাণ করেছি।'

মহিলা সংরক্ষণ বিল তিন দশক ধরে আটকে থাকার জন্য বিরোধীদের নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'তিন দশক ধরে মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে ছিল। কিন্তু যে দলগুলি সবসময় বিলটির বিরোধিতা করেছে তারাও এবার সংসদের উভয়কক্ষে এটিকে সমর্থন করেছিল। এর কারণ হলেন আপনারা। রেকর্ড ভোটে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছে এবং সেটা করার সৌভাগ্য হয়েছে বারাণসীর আপনাদের সাংসদের।' মহিলাদের জন্য তাঁদের সরকার কী কী করেছে সেই ফিরিস্তিও তুলে ধরেন তিনি। মোদি বলেন, 'কাশীতে হাজার হাজার মহিলার নামে তাঁদের বাড়ি হয়েছে। এতে সমাজে তাঁদের সম্মান বেড়েছে। ক্রীড়া থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান ওড়ানো, সবেতেই আমাদের কন্যারা দুর্দান্ত সাফল্য পাচ্ছে।'

বারাণসীতে মহিলাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় নরেন্দ্র মোদির। শনিবার।

সন্ত্রাস রোধে মোদির প্রস্তাব

নয়াদিল্লি,২৩ সেপ্টেম্বর : সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান। উত্তর-পূর্বেরজঙ্গি সংগঠনগুলিকে চিনা মদতের অভিযোগও নতুন নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রের মাথাব্যাথা বাড়িয়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের অতিসক্রিয়তা।ভারতে নাশকতার ছক কষা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি স্পষ্টতই নরম মনোভাব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এমন সময়ে সন্ত্রাস মোকাবিলায় একটি আন্তর্জাতিক আইনি পরিকাঠামো তৈরির ব্যাপারে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মোদিরপ্রস্তাব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

শনিবার দিল্লির বিজ্ঞানভবনে ইন্টারন্যাশনাল ল'ইয়ার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার আশা, এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। তা সাইবার অপরাধ হোক বা আর্থিক জালিয়াতি, অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার। এইসবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমাদের আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় হতে হবে।' তিনি আরও বলেন, আজ একটি বৈশ্বিক পরিকাঠামোর খুব প্রয়োজন। কোনও একক সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাই আমাদের সাধারণ আইন ও পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে,যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা যাবে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে সেই ব্যাপারে ধোঁয়াশা নেই। ভারতকে বিপাকে ফেলতে পাকিস্তানকে মদত দিচ্ছে চিন। একাধিক পাক জঙ্গিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেজিং। অন্যদিকে, সংসদে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো যেভাবে খালিস্তানপন্থী জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনায় ভারতকে দায়ী করেছেন তাতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের লড়াই আরও কঠিন হয়েছে। এক জঙ্গি মৃত্যুর ঘটনাকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে কানাডা। টরন্টোয় ভারতীয় দূতাবাসের এক শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ থেকে স্পষ্ট যে, ভারত তার নিজের ভূখণ্ডে জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কোণঠাসা করলেও তারা বিদেশের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

টুকরো খবর

পিওকে ছাড়ো, পাকিস্তানকে বার্তা ভারতের

নিউ ইয়র্ক,২৩ সেপ্টেম্বর : জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতীতে নানা মঞ্চে বারবার একথা বলেছে ভারত। এবার রাষ্ট্রপুঞ্জে দাঁড়িয়ে সরাসরি পকিস্তানকে অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ছেড়ে চলে যেতে বললেন ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট। সম্প্রতি পাকিস্তানের তত্ত্বাবোধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক কাকা সাধারণসভায় কাশ্মীর নিয়ে সরব হয়েছিলেন। শনিবার তাঁকে জবাব দিতে গিয়ে সুর চড়ান ভারতের ফাস্ট সেক্রেটারি গেহলট। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এটা করে থাকে তারা। বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির অজানা নয়।'ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে হলে পাকিস্তানকে ৩টি পদক্ষেপ করতে হবে। এক, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করা। দুই, অধিকৃত কাশ্মীর খালি করে দেওয়া। তিন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনে রাশ টানা। পাকিস্তানের কাছে ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিও করেছেন গেহলট।

.....

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ চন্দ্রবাবু

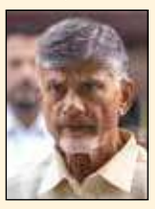

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : হাইকোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরটি খারিজ করার প্রথমে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন টিডিপি সুপ্রিমো। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিতে তাঁর আইনজীবীরা মামলার একটি প্রতিলিপি জমা দেন। টিডিপির রাজ্য সভাপতি কে আচেন নাইডু অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি নিয়েছেন। চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালকে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন টিডিপির সমর্থক হিসেবে পরিচিতি চলচ্চিত্র প্রযোজক নারায়ণা রাও আটলুরি।

.....

ছেলের পদ্ম যোগে সায় অ্যান্টনি পত্নীর

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ সেপ্টেম্বর : বড় ছেলে অনিল অ্যান্টনির বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে দাবি করলেন তাঁর মা তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা একে অ্যান্টনির স্ত্রী এলিজাবেথ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিওয় আবেগতাড়িত হয়ে তিনি দাবি করেছেন, অনিলের বিজেপিতে যাওয়ার প্রস্তাব আগেই এসেছিল। সে সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। এলিজাবেথ জানান, কংগ্রেসি পরিবারের ছেলে হয়েও অনিল বিজেপিতে যাওয়ায় পরিবারে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল সেটা পরে কেটে গিয়েছে। তাঁর প্রার্থনার কারণেই ছেলে রাজনীতিতে নতুন সুযোগ পেয়েছে। এলিজাবেথ জানান, তাঁর দুই ছেলে রাজনীতিতে যোগ দিতে আগ্রহী হলেও কংগ্রেসের চিন্তন শিবিরে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে পাশ হওয়া প্রস্তাবের কারণে তা হচ্ছিল না। তাঁর প্রার্থনার পরই অনিল তাঁকে ফোন করেন এবং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে বলা হয়েছে।'

জঙ্গি-যোগে এক অভিযুক্তের এনআইএ হেপাজত

ইম্ফল,২৩ সেপ্টেম্বর : অশান্তি ছড়ানো ও নিরাপত্তাবাহিনীর অস্ত্র লুটের অভিযোগে দিনকয়েক আগে ৫ যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল মণিপুর পুলিশ। যার জেরে অশান্তি ছড়িয়েছিল ইম্ফল উপত্যকায়। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন। শুক্রবার নিম্ন আদালতে জামিন পেয়েছিলেন ৫ জন। তাঁদের মধ্যে একজনকে হেপাজতে নিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মৈরাংথেম আনন্দ সিং নামে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মায়ানমারে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ রয়েছে।

শনিবার তাঁকে মণিপুর থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর জেরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ইম্ফলে। বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মেইতেইরা। রাস্তায় রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অপরোধ করা হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। রাজ্যে মোতায়েন নিরাপত্তাবাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, মেইতেই-কুকি সংঘর্ষকে কাজে লাগিয়ে ভারতে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে মায়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলি। প্রাথমিক তদন্তে ওই জঙ্গিদের সঙ্গে মৈরাংথেমের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে।

১৯ জুলাই দিল্লিতে এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়ের করেছিল এনআইএ। গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি নিরাপত্তাবাহিনী এবং বিরোধী জনজাতিদের ওপর হামলা চালাতে ক্যাডার নিয়োগ করছে। এদিনই মৈরাংথেমকে দিল্লির এক আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর ৫ দিনের এনআইএ হেপাজত মঞ্জুর করেন। অন্যদিকে, শনিবার থেকে রাজ্যে চালু হয়েছে মোলাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

'সংসদ ভবন যেন মোদি মাল্টিপ্লেক্স'

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নতুন সংসদ ভবনকে মোদি মাল্টিপ্লেক্স বলে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের প্রধান বলেন, 'বিপুল ঢক্কানিনাদ সহযোগে যে নতুন সংসদ ভবনের দ্বারোদঘাটন হয়েছে তা আসলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যপূরণের জন্যই রা হয়েছে। এই ভবনকে মোদি মাল্টিপ্লেক্স বা মোদি ম্যারিয়ট বলা যেতে পারে। চারদিন পর আমি যেটা দেখলাম সেটা হল দুটি কক্ষের ভিতর এবং লবিতে সাংসদদের কথোপকথন এবং আলোচনার মৃত্যু হয়েছে। আর্কিটেকচার যদি গণতন্ত্রকে খুন করতে পারে তাহলে সংবিধান পুনরায় না লিখেও প্রধানমন্ত্রী তাতে ইতিমধ্যে সফল হয়েছেন।'

স্বাভাবিকভাবেই রমেশের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের সভাপতি জেপি নাড্ডার তোপ, 'এটা ১৪০ কোটি ভারতীয়র আকাঙ্ক্ষার অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস এই প্রথমবার সংসদ বিরোধী হল তা নয়। ১৯৭৫ সালেও তারা এই চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'নতুন সংসদ ভবন হল নতুন ভারতের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মোদিজির উদ্যোগে মহিলা সংরক্ষণ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর এই সংসদ ভবন মহিলা সাংসদদের ঠিকানা হয়ে উঠবে। জয়রাম রমেশের বেদনা আসলে পরিবারতন্ত্রের হতাশার বহিঃপ্রকাশ।'

কাবাডি খেলোয়াড় খুন

জলন্ধর, ২৩ সেপ্টেম্বর : ম্যাচ চলাকালীন সোমবারপঞ্জাবের জলন্ধরেখুন হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কাবাডি খেলোয়াড় সন্দীপ সিং সান্ধু ওরফে সন্দীপ নাঙ্গল।পুলিশ সূত্রে খবর, খেলার মাঝে মাঠ থেকে বেরিয়ে ছিলেন সন্দীপ। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় একাধিক বন্দুকবাজ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্দীপের। তদন্তে নেমে গ্যাংস্টার যোগের ইঙ্গিত পেয়েছে পুলিশ। যদিও দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা। জলন্ধরের (গ্রামীণ) এসএসপি সতেন্দর সিং জানান, ,সম্ভবত ব্যক্তিগত শত্রুতা বা পেশাগত ঈর্ষার কারণে খুন করা হয়েছে সন্দীপকে।

বর্তমানে ব্রিটেনের বাসিন্দা সন্দীপ বিশ্বের প্রথম ৫ জনে থাকা কাবাডি খেলোয়াড়। মেজর কাবাডি লিগ ফেডারেশনের প্রধান ছিলেন তিনি। প্রতি বছর এই সময় পঞ্জাবে বিভিন্ন কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আসতেন তিনি। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত কয়েকবছরে কাবাডিতে প্রচুর বিনিয়োগ এসেছে। সেই সূত্রে একাধিক গ্যাংস্টার এই খেলায় প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। খেলোয়াড়রা কোন দলের হয়ে খেলবেন তাও গ্যাংস্টাররা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সন্দীপ খুনে এই ধরনের কোনও বিষয় জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাতিগণনা ফের চড়া সুর খাড়গে-রাহুলের

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের মুখে জাতিগত জনগণনাকে হাতিয়ার করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধি। মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসি সংরক্ষণের দাবি তোলার পাশাপাশি জাতিগত জনগণনার বিষয়টি নিয়ে আগেই সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। শনিবার রাজস্থানে দলের একটি কর্মীসভায় গিয়ে সেই ইস্যুতে ফের সরব হন রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'আমরা যদি ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের কথা বলি তাহলে জাতিগত জনগণনা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৪ ঘণ্টা ওবিসিদের ব্যাপারে কথা বলেন। ওবিসিদের সম্মান করার কথা বলেন। তাহলে উনি জাতিগত জনগণনা করতে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?' তাঁর মতে, জাতিগত জনগণনা হল ভারতের এক্সরে।

রাহুলের খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী বলা উচিত, কংগ্রেস আগেই জাতিগত জনগণনা সেরে ফেলেছে। আপনার হাতে পরিসংখ্যান রয়েছে। সেটা ভারতের মানুষকে দেখান। জাতির ভিত্তিতে পরবর্তী জনগণনা হওয়া উচিত। ওবিসিদের অপমান করবেন না। তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না।' বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতপাতের রাজনীতির বিরোধিতা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাসের সময় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে এবং দ্বারোদঘাটনের সময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ না জানানোয় মোদি সরকারকে নিশানা করেন তিনি।

জয়পুরে একমঞ্চে রাহুল, খাড়গে ও অশোক গেহলট।

খাড়গে বলেন, 'বিজেপি নতুন সংসদ ভবনের দ্বারোদঘাটনের সময় সিনেমার অভিনেত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়েছে। এটা রাষ্ট্রপতির অপমান। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকেও নতুন সংসদের শিলান্যাসে ডাকা হয়নি। কারণ অস্পৃশ্য।' এদিন জয়পুরের মহারাণী কলেজের এক ছাত্রীর স্কুটারের পিছনে বসে খানিকটা রাস্তা পার হন রাহুল গান্ধি। পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করেন তিনি।

> জাতির ভিত্তিতে পরবর্তী জনগণনা হওয়া উচিত। ওবিসিদের অপমান করবেন না। তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না।
>
> **–রাহুল গান্ধি**

এদিকে বিধানসভা ভোটের আগে মরুরাজ্যে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে ঘিরে। জয়পুরে শুক্রবার কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ রাজস্থানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। অনুষ্ঠানমঞ্চে না থাকলেও অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বসুন্ধরা। শাসক ও বিরোধী শিবিরের দুই মহারথী পাশাপাশি বসে হাসিমুখে ছবিও তোলেন। সেই ছবি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে ছিলেন বিধানসভার স্পিকার সিপি যোশি এবং বিরোধী দলনেতা রাজেন্দ্র রাঠোরও।

শপথে বোসের ডাক নিয়েও রহস্য

রাজভবনের আয়োজন জানেন না ধূপগুড়ির বিধায়ক, ধোঁয়াশায় শোভনদেব

কলকাতা ও ধূপগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের কাছে শপথগ্রহণের জন্য রাজভবন থেকে ফোন এবং মেল এসেছে। শুক্রবার বিকেলে ধূপগুড়িজুড়ে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। সদ্য নির্বাচিত বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজভবন বা কোনও জায়গা থেকেই এধরনের মেল বা ফোন আসেনি।

যদিও রাজভবন সূত্রে খবর, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের জন্য শনিবার রাজভবনে শপথগ্রহণের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বিধায়ক যাননি। তাই অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয় রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসকে।

বিধানসভা সূত্রে খবর, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথগ্রহণ সংক্রান্ত ফাইল রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রথা অনুযায়ী, সাধারণত মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য বিধায়কদের শপথগ্রহণের ভার বিধানসভার অধ্যক্ষকে দিয়ে থাকেন রাজ্যপাল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করেননি তিনি।

রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, শপথ নেওয়ার জন্য শুক্রবার রাজভবনের তরফে বিধায়ককে ফোনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এই তথ্য পরিষদীয়মন্ত্রীকে দেয়নি রাজভবন। অন্যদিকে লিখিত আমন্ত্রণপত্র না পাওয়ায় বিধায়ক জানিয়ে দেন, তিনি আমন্ত্রণ পাননি।

ক্ষুব্ধ শোভনদেব বলেন, 'আমি রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী। ৩১ বছর বিধায়ক। রাজ্যপালের কাছে নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথগ্রহণ সংক্রান্ত ফাইল পাঠিয়েছিলাম। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপাল আমাকে বা মুখ্যমন্ত্রীকে শপথের বিষয়ে জানাবেন। সেইমতো আমি বিধায়ককে ডাকব। কিন্তু এই রাজ্যপাল কোনও রীতিনীতি না মেনেই ইচ্ছামতো কাজ করছেন। সরাসরি তিনি বিধায়ককে শপথের জন্য ডাকতে পারেন না। ডাকলেই বা তিনি আসবেন কেন?'

এদিন রাজ্যপাল সমস্ত আয়োজন করলেও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় ফের কবে এই অনুষ্ঠান হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ, আগামী সপ্তাহে রাজ্যপালের বিদেশ সফরে যাওয়ার কথা। এদিকে সেই প্রতিনিধিদলে কতজন থাকবেন, তা নিয়ে রাজভবন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করায় এখনও ভিসা চূড়ান্ত

ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

হয়নি। শনিবারও পাসপোর্ট অফিসের আধিকারিকরা রাজভবনে এসেছিলেন। শেষপর্যন্ত যদি তিনি বিদেশ যান, তাহলে না ফেরা পর্যন্ত ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথগ্রহণ আটকে থাকবে বলে মনে করছেন রাজভবনের আধিকারিকরা।

তবে নির্মলের শপথগ্রহণ নিয়ে

নতুন সংঘাত

- রাজভবন সূত্রে খবর, ধূপগুড়ির বিধায়ককে শপথগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল
- এই তথ্য পরিষদীয়মন্ত্রীকে দেয়নি রাজভবন
- বিধায়ক সেখানে যাননি
- অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয় রাজ্যপালকে
- যদিও নির্মলচন্দ্র রায়ের দাবি, কোনও আমন্ত্রণপত্র তিনি পাননি

এই টানাপোড়েনে বিস্তর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। ফল ঘোষণার প্রায় ১৫ দিন পার হতে চলল। এখনও জয়ী সদস্যের শপথবাক্য পাঠ হয়নি। নির্মল বললেন, 'পরিষদীয় কমিটি ও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এব্যাপারে বলতে পারবে। তবে আমার কাছে কোনও আমন্ত্রণপত্র আসেনি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা অবশ্য কিছুই বলতে নারাজ। দলের জেলা সম্পাদক রাজেশকুমার সিং জানিয়েছেন, এরকম কোনও চিঠি এসেছে কি না, জানা নেই। তবে চিঠি এলে জয়ী সদস্য নিশ্চয় উত্তর দেবেন।

বিজেপি শিবির অবশ্য এই ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। রাজ্য সরকার ও রাজভবনের সংঘাত রয়েছে কি না, সেটাও স্পষ্ট নয়। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, 'ওই দলের শপথবাক্যের দরকার আছে কি? ওদের দলনেত্রী এতদিন দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি ফেরার পর সবকিছু হবে।'

এদিন নির্মল ধূপগুড়িতেই পুরো দিনটি কাটিয়েছেন। দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে নিজের কলেজে ক্লাস নিয়েছেন। দিনশেষে ডাউকিমারির বাড়িতে যান। তবে রাজভবন নিয়ে তিনি নিশ্চুপ। তাঁর বার্তা, দলীয় নেতৃত্ব যেভাবে নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে।

খুদের হাতে রূপ পাচ্ছে সিংহ। শনিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

ন্যূনতম মজুরি বৈঠক ২৯-এ

২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে চা বাগানে আন্দোলন অব্যাহত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বোনাস নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই রাজ্য ন্যূনতম মজুরির পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক ডাকল। ২৯ সেপ্টেম্বরশিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে শ্রমিক, মালিক ও রাজ্য– তিন পক্ষকে নিয়েই গঠিত ২৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির ১৮তম বৈঠক ডাকা হয়েছে। ১ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর সিঙ্গল বেঞ্চ বর্ধিত হারের চা মজুরি নিয়ে শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা অ্যাডভাইজারিকে চ্যালেঞ্জ করে মালিকপক্ষের একাংশের দায়ের করা একটি মামলা খারিজ করে দেয়। ওই মামলার রায়ে সিঙ্গল বেঞ্চ বরঞ্চ ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে ফেলার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেয়। গোটা প্রক্রিয়াটি শেষ করে ফেলার জন্য আদেশের দিন থেকে ছয় মাসের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। আদালতের সেই রায়ের পর ন্যূনতম মজুরির ২৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। এদিকে ডুয়ার্স–তরাইয়ের চা বাগানের দ্বিতীয় বোনাস বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ২৭ সেপ্টেম্বর পাহাড়ে মালিকপক্ষের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন (ডিটিএ) পাহাড়ের বাগানের দ্বিতীয় বোনাস বৈঠক ডেকেছে। ওই বৈঠক থেকে আদৌ কোনও ফল বের হবে কি না তা নিয়ে পাহাড়ের চা শ্রমিক সংগঠনগুলির নিজেদেরই সংশয় রয়েছে।

এদিকে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে ডুয়ার্স–তরাইয়ের চা বোনাস নিয়ে মালিকদের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশনস অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) ডাকা ২১ সেপ্টেম্বরের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর শনিবারও বাগানগুলিতে গেট মিটিং অব্যাহত ছিল। শাসকদলের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন শুক্রবারের পর এদিন সকালেও ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে একাধিক বাগানে গেট মিটিং করে। নাগরাকাটা হোপ চা বাগানে তৃণমূল, বিজেপি ও প্রোগ্রেসিভ পিপলস পার্টির সংগঠনগুলি জোটবদ্ধভাবে গেট মিটিং করে। মালিকদের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাবের অভিযোগ এনে প্রোগ্রেসিভ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের হোপ চা বাগানের কিশোর গোয়ালা, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আশিক সুরি, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের মদন সুরির মতো নেতারা ঝাঁঝালো বক্তব্য পেশ করেন।

আশায় শ্রমিকরা

- ২৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে ন্যূনতম মজুরির পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক
- ২৭ সেপ্টেম্বর পাহাড়ে ডিটিএ দ্বিতীয় বোনাস বৈঠক ডেকেছে
- শনিবারও তরাই–ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে গেট মিটিং অব্যাহত ছিল
- তৃণমূল ও বিজেপি প্রভাবিত সংগঠনগুলি ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চালায়

ডুয়ার্স–তরাইয়ের বাগান নিয়ে আগামী ৫ এবং ৬ অক্টোবর তৃতীয় বোনাস বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে যাতে ২০ শতাংশেরই বোনাস রফা হয় এই দাবিতে সবক'টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতারাও এদিনও অনড় থেকেছেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'করমপুজোর জন্য আপাতত গেট মিটিং হবে না। দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডেকে পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করা হবে। ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের প্রচেষ্টায় যে কোনও খাদ নেই তা ফের বৈঠক ডাকার মধ্যেই পরিষ্কার। আমরা আশাবাদী দ্রুত এব্যাপারে হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। ন্যূনতম মজুরির হার কত হওয়া উচিত তা সংগঠনগতভাবে ঠিক করা হয়েছে।'

বোনাস ইস্যুতে চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম এদিন কৌশলী বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর কথায়, 'যে সমস্ত বাগান ২০ শতাংশের বোনাস দিতে প্রস্তুত আছে তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা দ্রুত তা দেওয়া শুরু করে দিন। করমপুজোর পর ফোরামের পক্ষ থেকেও আন্দোলন শুরু হবে।' ন্যূনতম মজুরি নিয়ে জিয়াউলের প্রতিক্রিয়া, মহামান্য হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের ওপর এই দায়িত্ব দিয়েছে। এযাবৎকালের টালবাহানা ছেড়ে সরকার এবার কোর্টের নির্দেশ পালন করছে কি না তার ওপর কিন্তু নয় লক্ষ শ্রমিকের চোখ রয়েছে।' শ্রমিকদের ওই যৌথ মঞ্চের আরেক নেতা মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'ইচ্ছে করলে রাজ্যই ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে ঘোষণা করে দিতে পারে। বৈঠক ডাকা হয়েছে ভালো কথা। তবে এসব করে আর যাতে সময় নষ্ট না করা হয় সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে।'

পাহাড়ের ২৭ সেপ্টেম্বরের বোনাস নিয়ে হিল জয়েন্ট ফোরাম অফ হিলসের নেতা ও হিমালয়ান প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এসকে লামা বলেন, 'আলোচনায় অংশ নেব। তবে ডুয়ার্স–তরাইয়ের বৈঠকের ফলাফলই যেখানে হতাশাজনক সেখানে পাহাড়ের এই বৈঠকে আদৌ কোনও সমাধানসূত্র বের হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

জলদাপাড়া টুরিস্ট লজে গানের আসর

মাদারিহাট, ২৩ সেপ্টেম্বর : জলদাপাড়া টুরিস্ট লজে আবার শুরু হল লোকসংগীতের আসর। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করা হয়েছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। মাঝে বর্ষার মরশুমে জঙ্গল বন্ধ থাকার সময় এই অনুষ্ঠানও বন্ধ ছিল। এখন আবার জঙ্গল খোলায় শনিবার থেকে আবার শুরু হল লোকসংগীতের আসর।

সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠান পর্যটকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জেলার শিল্পীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। তবে সপ্তাহের ৭ দিনই এই অনুষ্ঠান হয় না। হয় কেবল শনিবার ও রবিবার, এই দুইদিন। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে বলে জানালেন লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহা। এর জন্য পর্যটকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনও টাকা নেওয়া হয় না।

শনিবার কলকাতা থেকে জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছিলেন সৌম্যদীপ ঘোষ ও গৌতম মজুমদার। বললেন, 'ঘুরতে এসে এখানকার শিল্পীদের কণ্ঠে যে এমন সুন্দর ভাটিয়ালি গান শুনতে পাব ভাবিনি।'

গ্রেপ্তার ৭

কিশনগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়া পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ শনিবার সাতজন সাইবার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা পূর্ণিয়ার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে পুলিশ অত্যাধুনিক যন্ত্র ও বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। চারশোর বেশি বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যাংকের পাসবুক ধৃতদের থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতরা কত টাকা প্রতারণা করেছে তা তদন্তের পরে জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।

অপহৃত ডিলার

কিশনগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের পলাশমণি গ্রামের কাছে শুক্রবার রাতে র‍্যাশন ডিলার মহম্মদ তমিজউদ্দিন অপহৃত হন। রাতেই বাহাদুরগঞ্জ থানায় তমিজউদ্দিনের স্বজনরা অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত করেন। গৌতমবাবু জানান, পুলিশ শীঘ্রই অপহৃতকে উদ্ধার করবে।

ঘোষণা উদয়নের

উত্তরবঙ্গে চলতি বছরে ৫০০ কোটির উন্নয়ন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গে চলতি বছরেই ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হবে বলে ঘোষণা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার কোচবিহারে সাগরদিঘির ধারে নিজেদের দপ্তরের সামনে রাস্তার পাশে মঞ্চ বেঁধে রাস্তা ও নর্দমার শিলান্যাস অনুষ্ঠান করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সেখানে মন্ত্রী, কোচবিহারের জেলা শাসক, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছাড়াও কোচবিহারের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা সহ পুরসভার প্রায় অধিকাংশ কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন।

উদয়ন বলেন, 'উত্তরবঙ্গে চলতি আর্থিক বর্ষে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাজ হবে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলায় ৯০ কোটি, আলিপুরদুয়ারে ৫৬ কোটি, জলপাইগুড়িতে ৬২ কোটি, মালদায় ৬৩ কোটি, উত্তর দিনাজপুরে ৫৬ কোটি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫৭ কোটি, দার্জিলিংয়ে ৪৪ কোটি টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে কোচবিহার শহরে তিন কোটি টাকার কাজ হবে। মূলত রাস্তা, নর্দমা, পথবাতির কাজ হবে।'

যদিও এদিনের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উদয়ন এবং কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মধ্যে তর্জা কার্যত মঞ্চে উঠল। পরিস্থিতি এমন আকার নেয় যে মন্ত্রী ছাড়াও জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), পরেশচন্দ্র অধিকারী সহ পুরসভার প্রায় সমস্ত কাউন্সিলার ও বিভিন্ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে হওয়া ওই অনুষ্ঠানকে 'অবৈধ' বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন রবি ঘোষ। তাঁর কড়া প্রতিক্রিয়া, 'পুরসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়া শহরের মধ্যে এ ধরনের কোনও অনুষ্ঠান করা যায় না। এটা মন্ত্রী উদয়ন গুহর জানা উচিত।'

> চলতি আর্থিক বর্ষে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাজ হবে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলায় ৯০ কোটি, আলিপুরদুয়ারে ৫৬ কোটি, জলপাইগুড়িতে ৬২ কোটি, মালদায় ৬৩ কোটি, উত্তর দিনাজপুরে ৫৬ কোটি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫৭ কোটি, দার্জিলিংয়ে ৪৪ কোটি টাকা খরচ হবে।
>
> –উদয়ন গুহ
> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

রবি ঘোষকে কার্যত এক ঘরে করে উদয়ন–হিপ্পির এই কর্মসূচিকে ভালো চোখে নেননি দলের অনেকেই। তবে, এখনই তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না। হিপ্পিকে এ ব্যাপারে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এদিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চের পিছনে যে বড় ব্যানার টানানো ছিল সেখানে মন্ত্রী, জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিধায়ক পরেশ ও জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ থেকে শুরু করে মোটামুটি সকলের নাম থাকলেও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবি ঘোষের নাম ছিল না। বিষয়টি নিয়ে উদয়ন দাবি করেন, 'প্রথমে নাম রাখা হয়েছিল। কিন্তু রবিবাবু ফোন করে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছেন অনুমোদন না নিয়ে তাঁর নাম কেন রাখা হয়েছে? এরপরে আমরা ওঁর নাম তুলে দিয়েছি।'

এদিন রবির বক্তব্য, 'পুরসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়া শহরে এ ধরনের রাস্তা, নর্দমার শিলান্যাস অনুষ্ঠান করা যায় না। শহরে কোথায় কী রাস্তা হচ্ছে তা আমি কিছু জানি না। আমাকে কেউ জানায়নি। এই অনুষ্ঠান পুরোপুরি অবৈধ।' রবিবাবু আরও বলেন, 'বিশ্বকর্মাপুজোর আগে একটা মেল এসেছিল। কিন্তু কেউ চিঠি পাঠায়নি বা আমাকে ফোন করে অনুমোদন নেননি। মেল পাঠানো আর অনুমোদন নেওয়া এক জিনিস নয়। উদয়ন মন্ত্রী হয়েছেন। এটা তার জানা উচিত।'

যদিও উদয়নের পালটা দাবি, শহরে কোন কোন রাস্তা হবে সে সম্পর্কে পুরসভাকে চিঠি করে সব জানিয়েই তাঁরা এই অনুষ্ঠান করছেন।

দলছুট দাঁতালের উপদ্রব বাড়ছে চা বাগানে

বীরপাড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে। এরই মাঝে বীরপাড়ার একাধিক চা বাগানে চলছে হাতির হানা। বীরপাড়ার দলমোর ও ডিমডিমা চা বাগানে প্রায়ই হানা দিচ্ছে একটি দলছুট দাঁতাল। স্থানীয়রা জানান, বৃষ্টির জেরে রাতে লোডশেডিং হচ্ছে। ওই সময় হাতির হানায় বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়ছে।

শুক্রবার গভীর রাতে দলমোর চা বাগানের বড় লাইনে কবির নাগের বাড়িতে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি হানা দেয়। কবিরের পাকা ঘরের দেওয়াল চুরমার হয়ে গিয়েছে। বুধবার রাতে ডিমডিমা চা বাগানের হাটখোলা লাইনেও একটি দলছুট দাঁতাল হাতির হানায় মাংরা খাড়িয়া, তিতরি খাড়িয়া ও প্রকাশ কুল্লুর ঘরগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, এলাকায় লাগাতার হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। একটি দাঁতালই দুই চা বাগান দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

ডিমডিমা চা বাগানে একাধিকবার হাতির থানায় মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, কখনও দলগাঁও ফরেস্ট, কখনও দলমোর ফরেস্ট এমনকি রেতি ফরেস্ট থেকেও ডিমডিমা চা বাগানে হানা দিচ্ছে হাতি। কয়েকদিন ধরে দলমোর ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি ডিমডিমা ও দলমোর চা বাগান এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় জানান, 'হাতির হানা রুখতে এলাকায় টহলদারি চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণও দেওয়া হচ্ছে।'

জোট নিয়ে বেসুর

প্রথম পাতার পর

অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে তৃণমূলের অবস্থান। আগামী লোকসভা ভোটে ২টির বেশি আসন যে তারা ছাড়বে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল নেতৃত্ব। তাহলে কেন জোটের হয়ে ভোটের ময়দানে নামা, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে সিপিএমে। দুটির বেশি আসন নয় কেন, এই প্রশ্ন উঠছে রাজ্য কংগ্রেসেও। এরই মধ্যে হুগলিতে একই ফ্রেমে বাম–কংগ্রেস–তৃণমূল নেতৃত্বের ছবি সংবলিত পোস্টার পড়ে। যা সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের তৃণমূল বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একারণেই এদিন শিলিগুড়িতে সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূল বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দলের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে এদিন প্রধাননগর থেকে চম্পাসারি পর্যন্ত একটি মিছিলে অংশ নেন সেলিম। মিছিল শুরুর আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রসঙ্গ টেনে এনে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন। বলেন, 'ভাইপো বিদেশে টাকা পাচার করছেন। মুখ্যমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে নৈশভোজ করছেন। দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, কাকুরা চাকরি দিচ্ছেন।' তৃণমূল জমানার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের কথাও বলেন সেলিম। এদিন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকেও তিনি আন্দোলনের কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিনের মিছিলে সেলিমের সঙ্গে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, সমন পাঠকরা। জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এদিন পৃথক দুটি মিছিলের আয়োজন করে সিপিএমের ৩ ও ৪ নম্বর এরিয়া কমিটি।

এদিকে, খুরশিদ, অধীর, কৌস্তভ বাগচী, শংকর মালাকাররা উপস্থিত ছিলেন সেবক রোড সংলগ্ন একটি ভবনে নর্থবেঙ্গল কংগ্রেস ল' ইয়ার্স সেল আয়োজিত রাজ্য আইনজীবী সম্মেলনে। কৌস্তভের দাবি, 'তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল থাকুক, তা কখনও সমর্থন করেন না।'

দু'বছরের শিশুকে গঙ্গায় ভাসাল পিসি

সামশেরগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : দেনা শোধ করতে নিজের ভাইঝিকে খুন করে তাঁর সোনার কানের দুল এবং চাঁদির মালা খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল পিসির বিরুদ্ধে। প্রমাণ লোপাট করতে দুই বছরের শিশুকন্যাকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুরাতন শিকদারপুর গ্রামে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত প্রতিবেশী মহিলা নায়েমা খাতুনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তলিয়ে যাওয়া শিশুর খোঁজে ডুবুরি নামানো হয়েছে গঙ্গায়।

শিশুকন্যার বাবা আজিজুর রহমান বলেন, 'আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আমাকে ফোন করে বাড়ি থেকে বলল, মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর আমি ফিরে এসে শিকদারপুর, চাচণ্ড সব জায়গা খুঁজেও ওকে পেলাম না। পরে স্ত্রীর কথামতো প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করতে প্রথমে সে অস্বীকার করে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করতেই সব কথা সামনে চলে আসে।'

আজিজুরের দাবি, 'ঋণের টাকা শোধ করতেই কানের দুল চুরি করে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে আমার মেয়েকে। আমি তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	২৫.০	২২.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	২৩.০
কোচবিহার	২৬.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	২৬.০	২৪.০
মালদা	২৯.০	২৫.০
রায়গঞ্জ	২৬.০	২৪.০
গ্যাংটক	২১.০	১৫.০

যৌনপল্লিতে কিশোরী বিক্রি, অভিযুক্ত মাসি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নিজের বোনঝিকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে খোদ মাসি, মেসো এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। দেড় বছর আগে এই অপহরণকাণ্ড ঘটলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। অপহৃতা কিশোরীর পরিবারের দাবি, তাঁদের মেয়েকে শিলিগুড়ির একটি যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন। সেই বিষয়টি থানায় জানানো হয়েছে। অভিযোগ, তবুও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তাই মেয়েকে ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল করেছেন ওই কিশোরীর বাবা–মা।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে এই ঘটনা ঘটেছে। তাই বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তবে মেয়েটির খোঁজ চলছে।'

অভিযোগকারী তথা অপহৃতা কিশোরীরা বাবা বলেন, 'আমার মেয়ে রায়গঞ্জের একটি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। এবার তার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। ২০২২ সালের ১৬ মে টিউশন পড়তে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে জানতে পারি, তার মাসি ও মেসো লোকজন নিয়ে আমার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। মেয়েকে না পেয়ে আমি কয়েকজনের নাম দিয়ে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু প্রায় দেড় বছর হয়ে গেলেও মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করে দিতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আমরা তাই এবার মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল করেছি।'

ওই ছাত্রীর মায়ের বক্তব্য, ' আমাদের সন্দেহ মেয়েকে অপহরণ করে দেওয়ার পর শিলিগুড়ির কোনও এক যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দিয়েছে। মাসি ও মেসো। এমনকি বাংলাদেশেও পাচার করে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। দার্জিলিংয়ের চম্পাসারি এলাকায় অভিযুক্তদের বাড়ি। এছাড়াও বাংলাদেশেও বাড়ি রয়েছে। সব কথা আমরা থানায় জানালেও পুলিশ মেয়েকে উদ্ধার করতে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না। পুলিশের ওপর আমাদের কোনও আস্থা নেই। তাই মেয়েকে ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি। সমস্ত অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল করে জানিয়েছি।' ওই নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার পর থানায় দুটি অভিযোগ করার পাশাপাশি রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবুও মেয়ের হদিস মেলেনি।

রায়গঞ্জ আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর। পুলিশ যাতে নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারে, সেই ব্যাপারে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব।'

ইডি'র নজর

প্রথম পাতার পর

অভিযোগে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী তথা ওই পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সুজিত বসুকেও তলব করেছিল ইডি।

এবার উত্তরবঙ্গের পুরসভার দিকে নজর দিয়েছে ইডি। খুব শীঘ্র উত্তরবঙ্গের ৯ ও মুর্শিদাবাদের ৩ পুরসভায় তল্লাশি করার পরিকল্পনা রয়েছে ওই তদন্ত সংস্থার। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'শুধু ১২টি বা ৩২টি নয়, সঠিকভাবে তদন্ত হলে দেখা যাবে, তৃণমূল নেতারা একের পর এক দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে আমরা অনেকবার বলেছি, চুনোপুঁটিদের গ্রেপ্তার করে দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছোনো যাবে না। এই দুর্নীতিতে রাঘববোয়ালরা যুক্ত। তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে।'

সরাসরি না হলেও প্রভাবশালীদের মাধ্যমে অয়ন শীলের সংস্থার সঙ্গে কয়েকটি পুরসভার কর্তারা যোগাযোগ করেছিলেন বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। সেই কারণে ওই পুরসভার অফিসার ও কর্মীদের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। এতে দুর্নীতির গভীরে পৌঁছোনো সম্ভব হবে বলেই মনে করছে ইডি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় ধৃত হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষের বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে অয়ন শীলের খোঁজ পায় ইডি।

অয়নের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি করার সময় পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য প্রথম ইডি'র হাতে আসে। মূলত অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে অয়ন শীলের সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। কিন্তু টাকার বিনিময়ে যোগ্যদের চাকরি না দিয়ে বহু অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি পুরসভার অফিসার ও কর্মীদের বয়ান খতিয়ে দেখে উত্তরবঙ্গের ১২টি পুরসভায় নিয়োগের অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ ইডি'র হাতে আসে।

জামিনের বিরোধিতায়

প্রথম পাতার পর

যার গাড়ি থেকে অন্য এক ব্যক্তিকে মাদক সমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই অভিযুক্তের জামিনে সরকারি আইনজীবীর সওয়ালে শহরের পুলিশকর্মীরা অসন্তুষ্ট। বেশ কয়েকটি বিষয় ঠিকমতো আদালতের সামনে তুলে ধরলে ওই ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যেত বলেই শহরের পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন। শহরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'মোবারক আলির বিরুদ্ধে আমাদের কাছে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে। এসব নিয়ে আমরা উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

গত ১ অগাস্ট পোড়াঝাড় সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি থেকে পুলিশ ব্রাউন সুগার সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার কয়েকদিন বাদে নোটিশ করে ডেকে পুলিশ পেশায় কনস্টেবল মোবারক আলিকে গ্রেপ্তার করে। এরপর মোবারকের স্ত্রীর কাছ থেকে তার ব্যারাকের চাবি নিয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ মাদক উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মেডিকেল ফাঁড়িতে পৃথক মামলা হয়। প্রথম ঘটনায় যে গাড়ি থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছিল সেই গাড়িটি মোবারকেরই। অন্যদিকে, মোবারককে গ্রেপ্তারের পর জানা যায়, ভুয়ো মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে জগদীশ মণ্ডল নামে এক মাদক কারবারির জামিন হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ সমস্ত ভুয়ো নথিপত্র বের করে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ থেকে রিপোর্ট বের করা হয়।

সেই দুটি মামলাতেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মোবারক জামিনের আবেদন করে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি ছিল। হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের শুনানির যে ভিডিও রেকর্ডিং মিলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে মোবারক আলির আইনজীবী আদালতে জানাচ্ছেন, প্রথম মামলায় অভিযুক্তের হেপাজত থেকে কিছুই মেলেনি। দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্তের স্ত্রীর থেকে এনজেপি থানার ডিউটি অফিসার ব্যারাকের চাবি নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর থেকে চাবি থেকে পুলিশ মোবারককে নিয়ে ব্যারাকে যায়। এতে যে টাইম গ্যাপ ছিল সেই সময় পুলিশ মোবারককে ফাঁসানোর জন্যে গোটা বিষয়টি সাজাতেও পারে বলে ওই আইনজীবী আদালতে দাবি করেন। পাশাপাশি ওই ব্যারাকে মোবারকের বাইরে অন্যরাও যাতায়াত করে বলে তাঁর দাবি। এর ভিত্তিতেই মোবারকের জামিনের আবেদন জানানো হয়। ওই সময় সরকারি আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করলেও মোবারকের বিরুদ্ধে যে বাকি অভিযোগ রয়েছে সেগুলি নিয়ে তাঁকে সওয়াল করতে দেখা যায়নি। ভুয়ো নথি তৈরি করে জামিন করানো, প্রথম মামলায় উদ্ধার হওয়া মাদক যে গাড়িতে ছিল তা মোবারকের হলেও এগুলি কিছুই তাঁকে বলতে শোনা যায়নি।

তাই পুরো বিষয়টি নিয়ে শহরের পুলিশকর্তারা অসন্তুষ্ট। তাঁদের দাবি, এই যুক্তিগুলি তুলে ধরা হলে হয়তো জামিন বাতিল হয়ে যেত। তাই এবার জামিন খারিজের আবেদন জানিয়ে পুলিশ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এশিয়ান গেমসে আজ

মহিলাদের শুটিং
ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগ
ভোর ৬টা

মহিলাদের ক্রিকেট
সেমিফাইনাল
(ভারত বনাম বাংলাদেশ)
ভোর ৬.৩০ মিনিট

পুরুষদের রোয়িং
ডাবলস স্কালস ফাইনাল
(অর্জুন জাট লাল-অরবিন্দ সিং)
সকাল ৭.১০ মিনিট

মহিলাদের টেবিল টেনিস
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল
(ভারত বনাম থাইল্যান্ড)
সকাল ৭.৩০ মিনিট
(কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে ম্যাচ দুপুর ১.৩০ মিনিটে)

পুরুষ ও মহিলাদের টেনিস
চতুর্থ রাউন্ড ও কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৭.৩০ মিনিট

পুরুষদের হকি
গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ
(ভারত বনাম উজবেকিস্তান)
সকাল ৮.৪৫ মিনিট

পুরুষদের টেবিল টেনিস
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল
(ভারত বনাম কাজাখস্তান)
সকাল ৯.৩০ মিনিট (কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে ম্যাচ বিকাল ৪টা)

পুরুষ ও মহিলাদের বক্সিং
প্রথম রাউন্ড
সকাল ১১.৩০ মিনিট

মহিলাদের ফুটবল
(ভারত বনাম থাইল্যান্ড)
দুপুর ১.৩০ মিনিট

মহিলাদের রাগবি
গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ
(ভারত বনাম জাপান)
দুপুর ২.৩৫ মিনিট

পুরুষদের ফুটবল
গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ
(ভারত বনাম মায়ানমার)
বিকাল ৫টা

হ্যাংঝৌয়ে বর্ণময় উদ্বোধন বৃহত্তম এশিয়ান গেমসের

হ্যাংঝৌ, ২৩ সেপ্টেম্বর : আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

হাজারো স্বপ্ন, আশা নিয়ে শনিবার হ্যাংঝৌয়ে বৃহত্তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হল। ৪৫টি দেশ, ৪০টি ক্রীড়া, সাড়ে ১২ হাজারের বেশি অ্যাথলিট- এতবড় এশিয়াড আগে কখনও হয়নি। যেখানে প্রথমবার ই-স্পোর্টসের মতো খেলাও দেখতে পাবেন ক্রীড়াপিপাসুরা।

করোনা বাধা হয়ে না দাঁড়ালে গত বছরই ১৯তম এশিয়ান গেমস হত। কিন্তু কথায় বলে যা হয় ভালোর জন্যই হয়। এই ক্লিশে হয়ে যাওয়া প্রবাদবাক্যই যেন শনিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বারবার প্রমাণিত হল। অনুষ্ঠানের মূল থিম ছিল জল। যাকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা চিনের ইতিহাস, সংস্কৃতিকে রোশনাইয়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। ভিড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এশিয়াডের সূচনা ঘোষণা করতেই প্রতিযোগিতায় ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। চিন এশিয়ান গেমসের সফলতম দেশ। এদিনের আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তাদের নিয়েই ছিল। চিনের অ্যাথলিটরা উদ্বোধনী প্যারেডে অংশ নেওয়ার আগে ভারত অনুষ্ঠানে আসে। এবারের এশিয়াডে ৬৫৫ জনের দল পাঠিয়েছে ভারত। এদিনের অনুষ্ঠানে সব ভারতীয় অ্যাথলিট ছিলেন না। তারমধ্যেই নিখাত জারিন, মণিকা বাত্রা, স্মৃতি মান্ধনারা নজর কাড়লেন। ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক ছিলেন বক্সিং তারকা লভলিনা বরগোঁহাই। সুতোর কাজ করা কুর্তায় তাঁর থেকে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না ভারতীয় পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এশিয়া অলিম্পিক কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর জেনারেল বিনোদকুমার তিওয়ারি বলেছেন, 'করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে এসে আমরা প্রথমবার এত বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করছি। এর চেয়ে আনন্দের কিছু হতে পারে না।' সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী দুই সপ্তাহে ভারতীয় অ্যাথলিটদের থেকে পদকের স্বপ্নে বিভোর থাকবে আসমুদ্র হিমাচল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে দেশকে সুখবর এনে দেয় ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা টেবিল টেনিস দল। ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়রা ৩-০ ব্যবধানে নেপালকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছেছেন। হরমিত দেশাইরা একই ব্যবধানে তাজিকিস্তানকে উড়িয়ে দেন।

হ্যাংঝৌয়ে এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনে ভারতের পতাকা নিয়ে লভলিনা বরগোঁহাই ও হরমনপ্রীত সিং।

সাইয়ের হস্টেলে ৩ উশু খেলোয়াড়

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভিসা বাতিল হওয়ায় এশিয়ান গেমসের জন্য ভিসা না পাওয়ায় অরুণাচল প্রদেশের তিন উশু খেলোয়াড় নেইমান ওয়াংসু, ওনিলু তেগা ও মেপুং লামগুকে নিয়ে বুধবার তোলপাড় হয়েছিল ভারতীয় ক্রীড়ামহল। স্বাভাবিকভাবে উশু দল শুক্রবার গভীর রাতে হ্যাংঝৌ পৌঁছালেও এই তিন খেলোয়াড় ভারতেই রয়ে গিয়েছেন। শনিবার সকালে এই তিন খেলোয়াড়ের অন্যতম মেপুং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমরা একদম ঠিক আছি। বর্তমানে সাইয়ের হস্টেলে রয়েছি। পরিবারের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রয়েছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এখন সাইয়ের আধিকারিকদের প্রাতঃরাশ সারছি।' এই তিন খেলোয়াড় কবে হ্যাংঝৌ রওনা হতে পারবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়।

এদিকে, লামগুদের ভিসা বাতিল হওয়ায় চিন সফরে যাচ্ছেন না ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

ইন্দোরে সিরিজ জয়ের সুযোগ

ইন্দোর, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের দরজা এখনও খোলেনি।

খুলবেই নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু চেষ্টা থামাতে নারাজ রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রায় বছর দেড়েক পর শুক্রবার মোহালিতে প্রত্যাবর্তন। আহামরি না হলেও বল হাতে একেবারে হতাশও করেননি। শেষ দুই স্পেলে মিলেছে আশার কিরণ। আগামীকাল ফের নামবেন রবি-কিরণের তেজ বাড়িয়ে নিতে।

ব্যাটার অশ্বীনও মরিয়া। যে তাগিদের প্রতিফলন অজি-বধের পর রাতের মোহালিতেই ব্যাট হাতে নেমে পড়েন। দর্শকরা যখন বাড়িমুখো, সতীর্থরা যখন সাজঘরের পথে। তখন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়, ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরদের নিয়ে ব্যাটিং অনুশীলনে মগ্ন অশ্বীন।

লক্ষ্যটা শুধু ইন্দোর নয়, আরও বড় কিছুর তা পরিষ্কার। দ্রাবিড়ের বাড়তি তাগিদের মধ্যেও যেন বৃহত্তর সেই প্রেক্ষপটের ইঙ্গিত। ইন্দোরেও সেই প্রচেষ্টা জারি থাকবে বলাই বাহুল্য। একইভাবে দলের চোখ থাকবে শ্রেয়স আইয়ারের দিকে। চোট থেকে সবে ফিরেছেন। ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়া জরুরি। কিন্তু গত ম্যাচে শুরুতেই রানআউট হয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন শ্রেয়স।

মোহালি-জয়ের সুবাদে ভারত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। আগামীকাল জিতলে সিরিজ রাহুলদের দখলে। অজিদের জন্য সিরিজ বাঁচানোর লড়াই। দলগত চাওয়া-পাওয়ার মাঝে ব্যক্তিগত ভাবনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ একদা হোলকার সাম্রাজ্যের রাজধানী শহরের ক্রিকেটীয় উৎসবে। ২৭ সেপ্টেম্বর রাজকোটে শেষ ম্যাচ, যেখানে দুই দলের সেরা তারকারা ফিরছেন। তারপর বিশ্বকাপ-মোডে ঢুকে পড়া।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে আগামীকাল অশ্বীনের পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার সুযোগ টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য। থাকছে বিকল্প ভাবনাগুলিকে পরখের তাগিদ।

ওডিআই ফর্ম্যাটে চলতি বছরে স্বপ্নের ফর্মে শুভমান গিল। এশিয়া কাপের পর ঘরের মাঠ মোহালিতে পরিবারের উপস্থিতিতে যার ঝলকও মিলেছে। ৭৪ রানের ইনিংসে জয়ের ভিত গড়ে দেন। তবে একটাই আক্ষেপ মায়ের উপস্থিতিতে সেঞ্চুরি মিস। স্বস্তি দিচ্ছে লোকেশ রাহুল ও সূর্যকুমার যাদবও। চোটআঘাত, ফর্ম জোড়া চাপে গত কয়েক সপ্তাহে রীতিমতো জেরবার ছিলেন রাহুল। প্রত্যাবর্তনের পর ব্যাট ক্রমশ চওড়া। ওডিআই ফরম্যাটে অবশেষে সূর্যের তেজ। কঠিন পরিস্থিতিতে পাওয়া হাফ সেঞ্চুরিতে খুশি 'মিস্টার ৩৬০'। বলছিলেন, ওডিআই কেরিয়ারে এরকম ইনিংস খেলার স্বপ্ন দেখেন। অবশেষে সেই সাধ কিছুটা হলেও পূরণ।

লোকেশের ব্যাট যদি আশা দেখায়, তাহলে উইকেটকিপিং কপালের ভাঁজ ফেলতে বাধ্য। বিশ্বকাপে উইকেটকিপার-ব্যাটার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। যদিও মোহালির-স্কোরশিট 'বিগ জিরো' উইকেটকিপার লোকেশের জন্য। ব্যাকআপ ঈশান কিষানকে তৈরি রাখতে ইন্দোরে উইকেটকিপিংয়ে দেখা যেতে পারে।

শার্দূল ঠাকুরের বোলিং ভারতীয় পিচে কতটা যথাযথ, তা ভাবার বিষয়। প্রাক্তনদের অনেকের অভিযোগ, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূলদের জন্য অশ্বীন-মহম্মদ সামিদের মতো ম্যাচ উইনারদের অবহেলা করার পদক্ষেপ ভুল। ভুলটা দ্রুত শুধরে নেওয়া উচিত।

বিশ্বকাপ ভাবনায় অজি শিবিরেও একাধিক অঙ্ক। বিশেষত, চোট পাওয়া ট্রাভিস হেডের বিকল্প তৈরি। সম্ভাব্য বিকল্প মার্নাস লাবুশেন মোহালিতে খারাপ খেলেননি। বিশ্বকাপের টিকিট পেতে লম্বা ইনিংসের দাবি মেটাতে মরিয়া থাকবেন। প্যাট কামিন্সরাও ঠিক সেটাই চাইছেন।

দ্রাবিড়দের নজরে আজ অশ্বীন-শ্রেয়স

ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথদের সঙ্গে অজি দলের ভারসাম্য মূলে একঝাঁক অলরাউন্ডার। মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস স্টোয়িনিস-ত্রয়ীর ভূমিকা চলতি সিরিজের পাশাপাশি বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তবে ভারতীয় পিচে গ্রিন-স্টোয়িনিসদের বোলিং কতটা ধারালো দেখাব, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে।

অজি ব্যাটারদের জন্য ফের থাকছে মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহকে সামলানোর চ্যালেঞ্জ। একইভাবে দুই রবি-অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন মায়াজাল কাটার পরীক্ষাও। কাজটা মোটেই সহজ নয়, মোহালিতে ভালোমতো টের পেয়েছেন অজিরা।

ইন্দোরের বাউন্ডারি তুলনায় ছোট। শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন শুভমান ও রোহিত শর্মা। ভারতের ৩৮৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড ২৯৫-এ গুটিয়ে যায়। আগামীকালও হাইস্কোরিং ম্যাচের পূর্বাভাস। দুই দলেই একঝাঁক বিগহিটার। সুযোগটা কারা তুলতে পারে, উত্তর সময়ের হাতে।

পোষ্যের সঙ্গে খেলায় মেতে কুলদীপ।

জয় দিয়ে শুরু ওডিশা এফসি-র

ভুবনেশ্বর, ২৩ সেপ্টেম্বর : আইএসএলের প্রথম ম্যাচেই ছন্দে পাওয়া গেল ওডিশা এফসি-কে। শনিবার দিনের প্রথম ম্যাচে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারাল সের্জিও লোবেরার দল। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে রামধনুর মতো বাঁক খাওয়ানো শটে দলকে এগিয়ে দেন জেরি মাউইমিথাঙ্গা। রয় কৃষ্ণার পরিবর্ত হিসেবে নেমে ৬৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান দিয়েগো মৌরিসিয়ো। অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়ের ভুল ব্যাক পাস ধরে গোলরক্ষক সমীক মিত্রকে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধে ১৯ মিনিট পর বজ্রপাতের কারণে ম্যাচ প্রায় ১ ঘণ্টার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

জিতল ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ গোলে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে হারিয়েছে। ৭ মিনিটে ফিল ফোডেন সিটিকে এগিয়ে দেন। ১৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৪৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন সিটির মিডফিল্ডার রড্রি।

সোধিকে ডাক লিটনের

মীরপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ৪৬.৪ ওভার। ইশ সোধিকে মানকাডিং করেছিলেন হাসান মাহমুদ। কিন্তু বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান সোধি। শুধু এই ঘটনার জন্যই নয়, এদিন ব্যাটে-বলে শিরোনামে ছিলেন সোধি (৩৫ ও ৩৯/৬)। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৪৯.২ ওভারে ২৫৪ রানে অলআউট হয়। জবাবে বাংলাদেশ ৪১.১ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৬৮ রানে।

মেন্টর হয়ে কেকেআরে ফিরতে পারেন গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু জল্পনা চলছে প্রবলভাবে।

বড় অঘটন না হলে ২০২৪ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স সংসারে ফিরতে চলেছেন গৌতম গম্ভীর। সময়ের সঙ্গে এমন সম্ভাবনার কথা ক্রমশ সামনে আসছে। যদিও কেকেআরের তরফে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আইপিএলের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কেকেআর। আর শাহরুখ খানের দলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক গম্ভীর। তাঁর নেতৃত্বেই মোট দুইবার আইপিএল ট্রফি জয় কেকেআরের। এহেন গম্ভীর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকদিনই প্রাক্তন নাইট তকমা পেয়ে গিয়েছেন। শেষ মরশুমেও গম্ভীরকে লখনউ সুপার জায়েন্টস দলের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু আগামী আইপিএলের আগে ছবিটা বদলানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত মার্চ মাসের শেষে শুরু হয় আইপিএল। ২০২৪ সালেও তাই হওয়ার কথা। প্রায় দুই মাসের বেশি সময়ের প্রতিযোগিতার মাঝেই আগামী বছর দেশজুড়ে চলবে লোকসভা নির্বাচনপর্ব। সেই সময় বিজেপি-র সাংসদ গম্ভীরকে স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত থাকতে হবে। সেই ব্যস্ততার কারণেই তিনি লখনউকে সময় দিতে পারবেন না বলে খবর। নির্বাচনের কারণেই গম্ভীর শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি চেয়েছিলেন। বাস্তবে গম্ভীরের এমন ভাবনা ও পরিকল্পনার কারণে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছে বলে খবর।

সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলের সফলতম অধিনায়ককে মেন্টর হিসেবে ফেরানোর দৌড়ে নেমে পড়েছে কেকেআর। সূত্রের খবর, কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট ও শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে গম্ভীরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক দারুণ। সেই সম্পর্কের রসায়ন কাজে লাগিয়ে গম্ভীরকে কেকেআরের তরফে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও স্পষ্ট নয় যে, নাইটদের হেড কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে গম্ভীর কাজ করতে রাজি হবেন কিনা। অথবা গম্ভীরের সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের সফলতম কোচ পণ্ডিত জুটি বাঁধবেন কিনা। তাছাড়া গম্ভীরের তরফে নাইট কর্তাদের কিছু শর্ত দেওয়া হতে পারে বলেও খবর। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, গম্ভীরের কেকেআরে প্রত্যাবর্তন এখন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

বারাণসীতে শনিবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল শিব ঠাকুরের থিমের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের। সেই অনুষ্ঠানে আসন্ন বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি তুলে দিলেন শচীন তেন্ডুলকার।

আজ দ্বিতীয় ওডিআই

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

স্থান : হোলকার স্টেডিয়াম, ইন্দোর
ম্যাচ শুরু : দুপুর ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

মহেশের চুক্তি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আরও ৩ বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলে থেকে গেলেন নাওরেম মহেশ সিং। গত মরশুমে লাল-হলুদের হতশ্রী পারফরমেন্সের মাঝেও আশা দেখিয়েছিলেন মহেশ। গত মরশুমে আইএসএলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট করেছিলেন মহেশ। শুধু তাই নয়, সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সর্বোচ্চ গোলদাতাও ছিলেন। মহেশের গত মরশুমের পারফরমেন্স দেখে তাঁকে দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল মোহনবাগান সহ একাধিক আইএসএলের দল। তবে চলতি মরশুমে মহেশের পারফরমেন্সে আশানুরূপ না হওয়ায় তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর মহেশ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমার কাছে পরিবার। আমি টিম ম্যানেজমেন্ট ও কোচের কাছে কৃতজ্ঞ আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য।'

সিরাজ-শার্দূলদের সঙ্গে লড়াই

প্রথম দলে কে? প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারালেন সামি

ইন্দোর, ২৩ সেপ্টেম্বর : ওডিআই দলে তিনি আর অটোমেটিক চয়েস নন।

জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে পেস জুটিতে থিংকট্যাংকের অগ্রাধিকারের তালিকায় এখন মহম্মদ সিরাজ। এমনকি ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ছকে পেস-অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরও তাঁকে টপকে দলে ঢুকে পড়েন। মোহালিতে অজি-বধে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর মহম্মদ সামিকে নিয়ে কি ভাবনা বদলাবে?

আসন্ন বিশ্বকাপে প্রথম দলে নিজের পুরোনো স্থান কি আদৌ ফিরে পাবেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার? গতকাল ম্যাচের সেরার পর সাংবাদিক সম্মেলনে যে প্রশ্নের মুখে পড়ে কিছুটা মেজাজ হারান সামি। বলেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তবে দল তৈরির প্রক্রিয়ায় সকলকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিতে চাইছেন কোচ। তাছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করতেও হয়।'

বিশ্বকাপের আগে রোটেশনে সবাইকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। সামির যুক্তি, পেসারদের রোটেশনে খেলানোর সুফল পাচ্ছে দল। বিশ্রাম পাওয়ার ফলে প্রত্যেকে মাঠে নেমে সেরাটা দিতে পারছে। সামনে বিশ্বকাপের মতো কঠিন ও লম্বা টুর্নামেন্ট। ফলে রোটেশন আরও গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেটারদের ওপর টানা ম্যাচ খেলার চাপ কম পড়বে এরফলে।

সামি আরও বলেছেন, 'গত সাত-আট মাস ধরে একটানা ক্রিকেট খেলে চলেছি। ফলে আমার বিশ্রামও প্রয়োজন ছিল। আর আমি যখন নিয়মিত খেলতাম, তখন অন্যদের বসতে হত। এই নিয়ে খারাপ লাগার কিছু ছিল না। এখন আমাকে বসতে হচ্ছে মাঝেমধ্যে। এরমধ্যে খারাপ লাগার কিছু দেখছি না।'

সামির যুক্তি, দলের ভারসাম্য, পরিস্থিতি অনুযায়ী টিম কম্বিনেশন তৈরিই মূল কথা। আর যারা যখন ভালো খেলছে, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। সুযোগ পাচ্ছি না বলে হতাশ হয়ে বসে থাকার কোনও যুক্তি তিনি অন্তত খুঁজে পাচ্ছেন না। জানিয়ে দেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সেই বিশ্রাম পাওয়ার ফলে অনেক বেশি তরতাজা হয়ে মাঠে নামতে পারছেন।

মোহালিতে শুভমান গিল-রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ভালো শুরুর পর মাঝে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে বৈতরণি পার করেন লোকেশ রাহুল। অধিনায়ক হিসেবে ম্যাচ ফিনিশ করার খুশির মধ্যে সূর্যের সঙ্গে যুগলবন্দিতে নিজেদের ভাবনার কথাও তুলে ধরেন লোকেশ।

বলেছেন, 'আমাদের জুটির মূল লক্ষ্য ছিল ক্রিকেটীয় শটে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাব। ঝুঁকি এড়িয়ে বিগহিটের পাশাপাশি স্ট্রাইক রোটেট করব। আমরা সবাই ইতিমধ্যেই এব্যাপারে কাজও করছি। স্কোরবোর্ড আটকে গেলে চলবে না। পাশাপাশি দুজনে ঠিক করি যতটা সম্ভব শেষপর্যন্ত টিকে থাকব। কারণ রুতুরাজের পর সেট ব্যাটার শুভমান আউটের পর কিছুটা চাপ তৈরি হয়। পরিস্থিতি মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে যুগলবন্দিতে সেই চ্যালেঞ্জ সামলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।'

এশিয়া কাপে দুরন্ত শতরানে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ম্যাচ জেতানো ৫৮। অধিনায়ক হিসেবে জয়। লোকেশের কথায়, নেতৃত্ব উপভোগ করেন সবসময়। দলের ক্রিকেটারদের তাগিদও দেখার মতো। কলম্বোর এশিয়া কাপ জয়ের পর অজি-বধ, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের। শুধু বাইশ গজে অজিরা নয়, মোহালির গরমের চ্যালেঞ্জও সামলাতে হয়েছে।

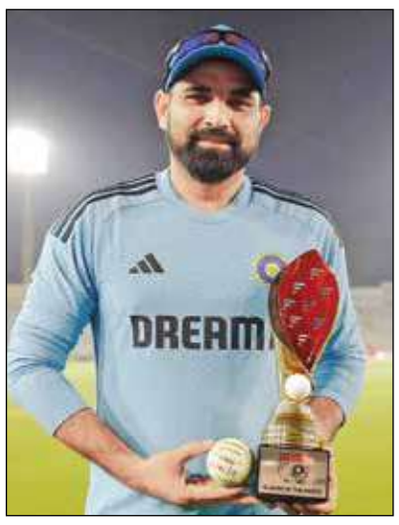

প্রথম ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মহম্মদ সামি।

ভিসার জটে বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে বিঘ্ন বাবরদের

লাহোর, ২৩ সেপ্টেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে টানাপোড়েন পাকিস্তান দলের। ভারতে আসার ভিসা এখনও হাতে পাননি পাক ক্রিকেটাররা। সপ্তাহখানেক আগে ভিসার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু এখনও তা মঞ্জুর হয়নি বলে খবর।

আর ভিসা নিয়ে বিলম্বের কারণে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির পরিকল্পনা রদবদল করতে হচ্ছে পাকিস্তানকে। ভারতে আসার আগে দুবাইয়ে কয়েকদিনের শিবির করার কথা ছিল। মূলত টিম বন্ডিং ট্রিপ। কয়েকটা দিন দুবাইয়ে কাটিয়ে সরাসরি হায়দরাবাদ।

৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে চারমিনার শহরেই অভিযান শুরু করবে বাবর আজমরা। তার প্রাক্কালে হায়দরাবাদেই রয়েছে নিউজিল্যান্ডের (২৯ সেপ্টেম্বর) বিরুদ্ধে গা-ঘামানো ম্যাচ। কিন্তু ভিসার কারণে দুবাইয়ের শিবিরের বাতিলের পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দুবাইয়ের পরিবর্তে ঘরের মাঠেই শেষবেলার প্রস্তুতি সারবেন বাবর আজম-শাহিন শা আফ্রিদিরা। তারপর লাহোর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি হয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ।

বাতিল দুবাইয়ের টিম বন্ডিং শিবির

অংশগ্রহণকারী বিদেশি বাকি আটটি দলই ভিসা পেয়ে গিয়েছে। নেদারল্যান্ডস ইতিমধ্যেই ভারতে এসে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে উপমহাদেশীয় পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে। সেখানে পাকিস্তানের ভিসা নিয়েই জট। এক্ষেত্রে দায়ী পাক সরকারও। এশিয়া কাপের পালটা হিসেবে বিশ্বকাপকে হাতিয়ার করে ভারতের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নেয় তারা।

বিশ্বকাপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে। ভিসার আবেদনে বিলম্বের কারণে চলতি পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাক টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আশাবাদী, দ্রুত ভিসা পেয়ে যাবেন তাঁরা। ২৯ তারিখের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ অক্টোবর।

এদিকে, আসন্ন বিশ্বকাপ পাক অধিনায়ক বাবরের হতে চলেছে বলে মনে করেন গৌতম গম্ভীর। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের দাবি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, কেন উইলিয়ামসনরা থাকলেও তার বাজি বাবর। বিশ্বকাপে কোন ক্রিকেটারকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন? প্রশ্নের জবাবে কিছুটা অবাক করে গম্ভীর বলেন, 'বাবর আজম। আরও অনেকেই রয়েছে। কিন্তু বাকিদের থেকে ও একটু আলাদা। বিশ্বকাপে আগুন ঝরানোর ক্ষমতা রাখে।'

একটি বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে বাবর আজম।

জয় দিয়ে আইএসএল শুরু মোহনবাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট–৩ (কামিংস, দিমিত্রিস ও মনবীর)
পাঞ্জাব এফসি–১ (মাজসেন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রথম ম্যাচ ভুবনেশ্বরে বজ্রপাতের জন্য ৩৫ মিনিট বন্ধ রাখতে হয় বলে কলকাতায়ও ম্যাচ শুরু হল দেরিতে। তবে তারপরেও যে সমর্থকরা যথেষ্ট ধৈর্য ধরে বসে রইলেন, তার প্রতিদান দিতে এদিন দেরি করেননি সবুজ–মেরুন ফুটবলাররা। রাত সাড়ে দশটা অবধি বসে থাকাটাও শেষপর্যন্ত সার্থক হল প্রথম ম্যাচেই ৩–১ গোলে প্রিয় দল ম্যাচ জেতায়।

১০ মিনিটে প্রথম গোল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। মহম্মদ সালাহর কাছ থেকে বল কেড়ে আশিস রাইকে দেন গ্লেন মার্টিন্স। আশিসের থেকে সাহাল আব্দুল সামাদ হয়ে কামিংসের কাছে আসতেই অজি স্ট্রাইকারের বাঁ পায়ের পাঞ্জাব এফসি–র গোলে আছড়ে পড়ে। এরপরেই অবশ্য খেলাটা খানিকটা ঝিমিয়ে যায়। ২৯ মিনিটে কামিংস আরও একটা সুযোগ পেলেও খাইমিংথাং লুংডিম ও মেলরয় আসিসির মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে যাওয়ায় গোলটা হয়নি বটে তবে দ্বিতীয় গোলের রাস্তা সম্ভবত ওখান থেকেই তৈরি হয়ে গেল। ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল। কামিংসের ধ্রু বক্সের মধ্যে পেয়ে যান লিস্টন কোলাসো। তবে তিনি নিজে গোল না করে ভালো জায়গায় থাকা দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে মাইনাস করলে আর এক অজিও গোল পেয়ে যান। দিমিত্রি বিরতির ঠিক আগে দ্বিতীয় গোলও পেতে পারতেন। কিন্তু অল্পের জন্য তাঁর শট বাইরে যায়। তার আগে হেক্টর ইউসতের একটা শট সেভ করেন কিরণ লিম্বু। ৩৭ মিনিটে লিস্টনের শটও তিনি না বাঁচালে প্রথমার্ধেই অন্তত চার গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান।

প্রথমবার আইএসএলে খেলছে পাঞ্জাব। এবার অবনমন নেই বলেই সম্ভবত তারা পুরোনো আই লিগের ফুটবলারদের বেশিরভাগকে রেখে দল

গোলের পর উল্লাস দিমিত্রিস পেত্রাতোসের। ছবি : ডি মণ্ডল

গড়েছে। আইএসএলের সঙ্গে আই লিগের পার্থক্য এদিন আরও প্রকট হল। এই হুয়ান মেরা গঞ্জালেস বা লুকা মাজসেনদের আই লিগে অসাধারণ লাগলেও এদিন বোঝা গিয়েছে আইএসএলের মানের এরা নন। বাগানের মতো বিশ্বকাপার বা ইউরো কাপ খেলা বিদেশিদের সঙ্গে তো বটেই, আইএসএলের বাকি দলগুলির সঙ্গেও পাল্লা দিতে সমস্যায় পড়বে পাঞ্জাব। ৫৩ মিনিটে গ্লেনের ভুলে পাঞ্জাবের গোল পাওয়াটা আশির দশকে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকপাসের কথা মনে করাল। বিশালের কাছে বল পৌঁছানোর আগেই সামনে থাকা লুকা বল গোলে পাঠান। গোল পেয়ে পাঞ্জাব তেড়েফুঁড়ে খেলছে দেখেই মনবীর সিংকে নামিয়ে দেন হুয়ান ফেরান্দো। মাঠে নেমে প্রথম টাচেই গোল মনবীরের। ৬৪ মিনিটে তাঁর আউটস্টেপে গোলটা হল দিমিত্রির নীচু ক্রস থেকে। বিরতির ঠিক পরেই আশিস রাইয়ের একটা গোল বাতিল হয় ফাউলের জন্য।

মোহনবাগান এদিনও ৩–২–৩–২ ছকে খেলল। অনিরুদ্ধ থাপা না থাকায় তাঁর জায়গায় খেললেন ব্রেন্ডান হামিল। তাঁর সঙ্গে গ্লেন। ফলে মাঝমাঠে এদিন হুগো বৌমৌসকে এবং সামনে আর্মান্দো সাদিকুকে প্রথম একাদশে রাখতে পারেননি ফেরান্দো। বাগান কোচের সুবিধাই হয়েছে সাহাল মাঝমাঠে বৌমৌসের জায়গাটা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারায়। কামিংস–দিমিত্রি জুটি কিন্তু বহু দলকে এবার ভোগাবে। গতবার প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি–র বিরুদ্ধে হেরে শুরু করায়, এবার আর কোনও ঝুঁকি নেননি ফেরান্দো। সেরা দলটাকেই নামিয়ে দেন শুরু থেকে। ম্যাচের পর ফেরান্দো বলেছেন, 'জয়ই আমাদের লক্ষ্য ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট পেলাম।' এদিনের জয় দিমিত্রি উৎসর্গ করেছেন বাগানের চোট পাওয়া ফুটবলার আশিক কুরুনিয়ানকে।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, ইউসতে, আনোয়ার, লিস্টন, হামিল, গ্লেন (নামতে), সাহাল (অভিষেক), শুভাশিস (মনবীর), দিমিত্রিস (সাদিকু) ও কামিংস (বৌমৌস)।

আজ ড্র করলেই শেষ ষোলোয় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ ম্যাচ এখন অতীত। এখন নতুন করে শেষ ষোলোয় যাওয়ার লড়াই সুনীল ছেত্রীদের কাছে।

গত বৃহস্পতিবার সুনীলের করা একমাত্র গোলে বাংলাদেশকে হারাতেই ভারতের সামনে নতুন করে চলে আসে শেষ ষোলোর দরজা খোলার রাস্তা। অধিনায়ক হিসাবে দ্বিতীয় এবং নিজের তিন নম্বর এশিয়ান গেমস তিনি নিশ্চিতভাবেই এবার স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পেনাল্টি পেতেই এগিয়ে যান। আর এরকম ক্ষেত্রে তাঁর খুব একটা ভুলচুক হয় না। সেদিনও

মেয়েদের মরণবাঁচন ম্যাচ থাইল্যান্ডের সঙ্গে

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় আনতে তৈরি হচ্ছেন ডালিমা চিব্বাররা। হ্যাংঝৌয়ে শনিবার।

নীচু শটে বাংলাদেশ গোলরক্ষককে হার মানিয়ে লড়াইটাকে আপাতত মায়ানমার ম্যাচ পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছেন সুনীল। এই মুহূর্তে দুই দলেরই পয়েন্ট ও গোলপার্থক্য সমান। কিন্তু মায়ানমারের থেকে একটা বেশি গোল করায় ভারত আছে গ্রুপে দুই নম্বরে। ফলে মায়ানমারের বিরুদ্ধে একমাত্র ড্র দরকার প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে।

১৯৫২ সাল থেকে ২৯ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত–মায়ানমার। সাম্প্রতিকালে ভারতের দুই উল্লেখযোগ্য জয় ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ ও ২০১৭ সালের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে। যেখানে ভারতীয় দল ফেভারিট না হয়েও ম্যাচ জেতে। এবং এই দুই ম্যাচেই সুনীল ছিলেন গোলদাতা। গত মার্চে ট্রাই নেশনস কাপেও ভারত ইম্ফলে ১–০ গোলে মায়ানমারকে হারায়। সেই ম্যাচের গোলদাতা ছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। কিন্তু হ্যাংঝৌয়ে অবশ্য গোটা দলটাই নতুন এমনকি ইগর স্টিমাকের কাছেও। এমনিতেই অনূর্ধ্ব–২৩ ফুটবলাররা তো খেলছেই। তার সঙ্গে সুনীল–সন্দেশ ঝিংগানদের মতো কয়েকজন ছাড়া দলের অনেকেই প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিচ্ছেন। তবু তা সত্ত্বেও স্টিমাক শেষ ষোলোয় যাওয়ার ব্যাপারে প্রায় বদ্ধপরিকর। তিনি এদিন বলেন, 'আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। সেটা করতে পারলে আমাদের খেলা পড়বে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে। আর সেই খেলা তখন অন্য পর্যায়ের হবে।' মায়ানমারের খেলা সম্পর্কে স্টিমাকের বিশ্লেষণ, 'আমরা ওদের খেলার ধরন জানি। সেই মতো আমাদের স্ট্র্যাটেজিও তৈরি করেছি। একটা ড্র বা জয়ই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে রবিবার।' এখন দেখার ভিন্সি ব্যারেটো–আয়ুষ দেব ছেত্রীরা তাঁর সেই স্ট্র্যাটেজি ঠিকমতো মাঠে কাজে লাগাতে পারেন কিনা। প্রায় ৬৫ বছর আগে টোকিওতে এই দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয় এশিয়ান গেমসে। সেই ম্যাচে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদরন ও চুনি গোস্বামীর গোলে ৩–২ ম্যাচ জেতে ভারত । তিন গোলদাতাই এখন অন্য লোকে। তবে তাঁদের জয়ের ইচ্ছেই শেষপর্যন্ত এই ভাঙাচোরা দলের উপর আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ে কিনা, সেই দিকে তাকিয়ে এখন সুনীলরা।

এদিকে, রবিবার মরণবাঁচন ম্যাচ মহিলা দলেরও। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচটা জিততেই হবে কারন প্রথম ম্যাচে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে হেরে নিজেদের কাজ কঠিন করেছেন মনীষা কল্যাণরা। এই ম্যাচ জিতলে তবেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাবে ভারতীয় দল।

ভারতের জয়ের কারিগর সুলঞ্জনা রাউলকে (১১) আদর সতীর্থ শিবানী দেবীর।

লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের মুখে মহমেডান

ডেভিড-কাঁটায় বিদ্ধ ভবানীপুর

মহমেডান এসসি – ২ (ডেভিড)
ভবানীপুর এফসি – ১ (জিতেন)

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ মানেই শিরোনামে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। এটাই এখন ময়দানের রীতি। শনিবার সুপার সিক্সের ম্যাচেও এর অন্যথা হল না। সেই মণিপুরি স্ট্রাইকারের জোড়া গোলেই ভবানীপুর এফসি–র বাধা টপকাল সাদা–কালো ব্রিগেড। সেইসঙ্গে টানা তৃতীয়বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে একটি জয় দূরে মহমেডান।

ম্যাচের আগে মাঠের খারাপ অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ম্যানেজমেন্ট থেকে ফুটবলাররা। তাদের আশঙ্কাই ঠিক ছিল। কাদা মাঠে শুরু থেকেই ফুটবলারদের বল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই ১৬ মিনিটে দলগত গোলের নিদর্শন রাখে আন্দ্রেই চেরনিশভের ছেলেরা। বিপক্ষ বক্সের বাইরে অভিজিৎ সরকারের পাস না ধরে ডামি রান করে ডিফেন্ডারদের বিভ্রান্ত করেন রেমসাঙ্গা। সেই বল ধরে ডানদিক থেকে সেন্টার করেন স্যামুয়েল। প্রথম টাচে বল নিয়ন্ত্রণ করে দ্বিতীয় টাচে জাল কাঁপিয়ে দেন ডেভিড।

এর জবাব দিতে দেরি করেনি ভবানীপুর। নেপথ্যে দুই প্রাক্তন মহমেডান ফুটবলারের যুগলবন্দি। ৩২ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে গড়ানো সেন্টার রাখেন সিঙ্গম সুভাষ সিং। বাঁ পায়ের শটে সমতা ফেরান জিতেন মুর্মু। গোল হজমের পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় মহমেডান। ফলস্বরূপ ৬৩ মিনিটে আসে নির্ণায়ক

জোড়া গোল। আকাশে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ছবি : ডি মণ্ডল

গোল। রক্ষণভাগ থেকে বল নিয়ে অনেকটা উঠে আসেন ডিফেন্ডার দিপু হালদার। তাঁর পাস ধরে বক্সে সেন্টার করেন রেমসাঙ্গা। বলের থেকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় প্রথমে গোড়ালির টোকায় বল নিয়ন্ত্রণে আনেন ডেভিড। তারপর ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যে গোলটা করলেন, তা চলতি মরশুমে সেরা ৫টি গোলের তালিকায় আসলে অবাক হওয়ার নেই।

প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ভবানীপুরের পক্ষ থেকে পেনাল্টির জোরালো আবেদন ওঠে। কিন্তু রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে কর্ণপাত করেননি। রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ভবানীপুর কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'রেফারিরাই বাংলার ফুটবলকে শেষ করছে।' ২৬ সেপ্টেম্বর সুপার সিক্সের চতুর্থ ম্যাচে মহমেডানের প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার। এদিন অন্য ম্যাচে রাহুল পাসওয়ানের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে খিদিরপুরকে ৩–০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার।

সুলঞ্জনার হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব–১৭ মেয়েদের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জয় পেল ভারত। ৩–০ গোলে তারা হারাল ইরানকে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতিভাবান ফুটবলার সুলঞ্জনা রাউল। ম্যাচের পর সুলঞ্জনা জানিয়েছে, তার বাবাকে এই হ্যাটট্রিক উৎসর্গ করেছে। ইরান ডিফেন্সকে চূর্ণ করে সুলঞ্জনার মন্তব্য, 'হ্যাটট্রিক করলেও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নই। আমি এর থেকেও ভালো খেলার ক্ষমতা রাখি। অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম, গোলের সংখ্যা বাড়তে পারত। তৃতীয় গোল করতে গিয়েই সবচেয়ে কঠিন বাধার মুখে পড়েছিলাম। তাই গোলটা করে বেশি আনন্দ পেয়েছি।'

রোনাল্ডোর জোড়ায় জয় নাসেরের

রিয়াধ, ২৩ সেপ্টেম্বর : সৌদি প্রো লিগে ৭ গোলের থ্রিলার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল আল নাসের। নেপথ্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জোড়া গোল। ম্যাচের ৪ ও ৫২ মিনিটে তাঁর গোলের সুবাদেই আল আহলিকে ৪–৩ গোলে হারাল আল নাসের। শনিবার রিয়াধে সাদিও মানের পাস থেকে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। ১৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ট্যালিস্কার। ৩০ মিনিটে ব্যবধান কমান ফ্রাঙ্ক কেসি। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে দলের তৃতীয় ও ম্যাচের দ্বিতীয় গোল করেন ট্যালিস্কো। ৫০ মিনিটে গোল করেন রিয়াদ মাহরেজ। এর দুই মিনিটের মধ্যে বক্সের মাথা থেকে সেই বাঁ পায়ের শটেই ব্যবধান বাড়ান সিআর সেভেন। ৮৭ মিনিটে ফেরাস আলব্রিকান আল আহলির হয়ে ব্যবধান কমালেও দলের হার বাঁচাতে পারেননি।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন রোহিত, প্রযুক্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোসেফ কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩–২ ব্যবধানে জিতেছে শিলিগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে। পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজের রোহিত রায়। ফাইনালে তিনি হারিয়েছেন সেন্ট জোসেফের ঋষভ থাপাকে। মহিলাদের বিভাগে খেতাব জিতেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ–র প্রযুক্তা চক্রবর্তী। ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির সায়ন্তরী ভাওয়ালকে। পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ, সচিব সুদীপ বসু প্রমুখ।

বাবা-ছেলে নেতাজিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশনের ক্রিকেট লিগের দলবদলের শেষদিনে শনিবার ২১টি ক্লাবই অংশ নিয়েছিল বলে ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন। এদিন সই হয়েছে ২১৫টি। বাবা–ছেলে ক্রিকেটার জুটি বিনোদ ও যুবরাজ মিশ্র নাম লিখিয়েছেন নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবে। রবিবার রয়েছে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দলবদল।

বিদ্যাসাগরের ফুটবল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবের একদিবসীয় দিনরাতের ফুটবল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত আসরে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে অমৃতকুমার চৌধুরী ও প্রভা চৌধুরী ট্রফি। রানার্সদের জন্য রোহিতকুমার চৌধুরী ট্রফি থাকছে। ফেয়ার প্লে–র জন্য দেওয়া হবে বিশ্বনাথ নন্দী ও হারাধন নন্দী ট্রফি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D–03/2003–08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in